ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

২য় বর্ষ ঃঃ ১ম সংখ্যা
হাদিয়া ১২টাকা

Bengali/Quarterly

SUNNI JAGAT

Vol. 2 :: Issue No. 1st
May, 2005

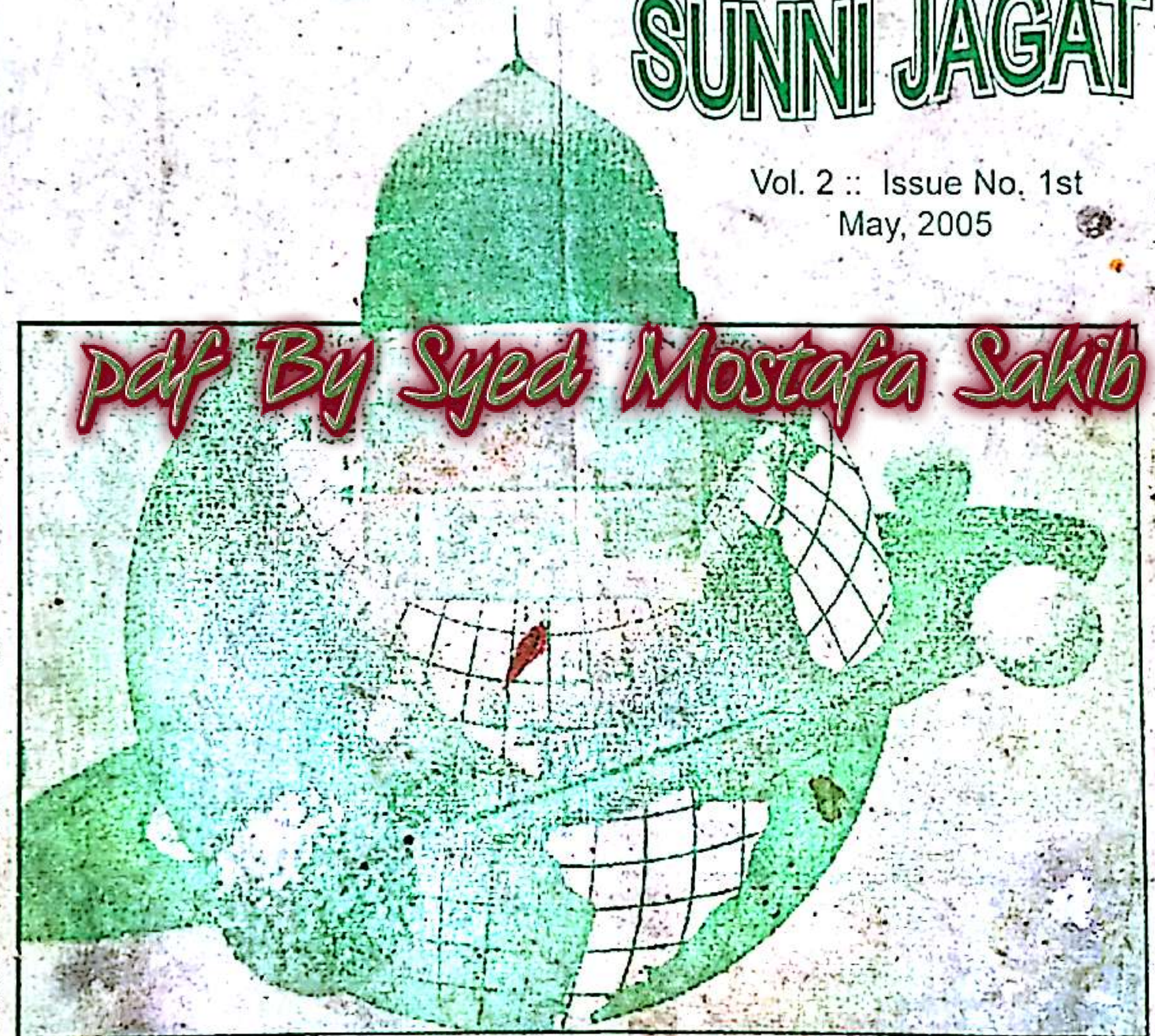

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিক্ষা, ধর্ম, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

সুন্নী-জগৎ

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায়

মাসলাকে আলাহযরতের মুখপত্র

বফয়জে রুহাণী

গাওসুল আযম হজরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী রাদি আল্লাহুতায়ালা আনহু

সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি রাদি আল্লাহুতায়ালা আনহু

মুজাদ্দিদে আলফেসানী হজরত শাইখ আহমাদ সিরহান্দি রাদি আল্লাহুতায়ালা আনহু

মুজাদ্দিদে আজম আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজাখান রাদি আল্লাহুতায়ালা আনহু

সারপারাস্ত

খতিবে আজম আল্লামা তাওসিফ রেজা খান বেরেলবী –

মাদ্দাজিল্লাহুল আলী

কালামে রাজা

মুস্তাফা জানে রাহমাত পেলাখুসালাম
শাময়ে বাজমে হেদাইয়াত পেলাখু সালাম।

মাহরে চারখে নাবু য়াত পেরাওশন দরুদ
গুলেবাগে রেসালাত পেলাখু সালাম।

শবে আসরাকে দুলহা পে দায়াম দরুদ
নাও শাহে বাজমে জান্নাত পেলাখু সালাম।

আরশতা ফরশ হ্যঁয় জিসকে জিরে নাঁগি
উসকি কাহ্‌রে রিয়াসাত পেলাখু সালাম

হাম গারিবুঁ কে আকা পে বেহাদ দরুদ
হাম ফাকিরোঁ কি সারওয়াত পেলাখু সালাম।

কাশ্‌মাশার মে যাব উনকি আমাদ হো আউর।
ভেজে সব উনকি শাওকাত পেলাখু সালাম।

মুঝসে খেদমত কে কুদসী কাঁহে হারাজা
মুস্তাফা জানে রাহমাত পেলাখু সালাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

☪ ৭৮৬ / ৯২ ☪

ত্রৈমাসিক — "সুন্নী জগৎ"

শিক্ষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

২য় বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা

রবিউল আখির – ১৪২৬ হিঃ, মে – ২০০৫, বৈশাখ ১৪১২

সূচীপত্র

তাফ্সীরুল ক্বোরআন	২
হাদীসে রাসুল	৪
ফাতাওয়া বিভাগ	৬
বে - মেসল বাশার	৯
চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ	১৩
রাসুলুল্লাহকে বড় ভাই কে বলে ?	১৬
মাওলানা ইসমাইল দেহলবী এবং তদীয় পুস্তক "তাকবিয়াতুল ঈমান"	১৮
ইসলাম এবং এডস	২১
জানা অ জানা	২৪
পাঠকের কলমে	২৪
ইসলামে নারীর অধিকার	২৫
ফাতেহা ইয়াজ দাহামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	২৮
বর্তমান সময়ে মাদ্রাসা মসজিদের উন্নয়ন	২৯
সৌউদী বাদশাহের নিকট খোলা চিঠি	৩১
লটারী মদ্যপান কি ভাগ্যের লিখন ?	৩২
নারী ভোগের নব কৌশল	৩৪
গল্প পরাজয়	৩৬
কবিতা-	৩৭
খবরা খবর	৪২

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ
শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব কালিমী,
সহ-সভাপতি ঃ
হাফিজ মাওলানা মোঃ মুস্তাকীম রেজবী
প্রধান সম্পাদক ঃ
মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী
সহ-সম্পাদক ঃ
মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
সম্পাদক ঃ
মোহাম্মাদ্ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী
কোষাধাক্ষ্য ঃ
মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী
সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ
মুফতী মোঃ তোফাইল হোসাইন রেজবী, মাওলানা মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ রেজবী, মুফতী তোফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওলানা মইজুদ্দীন কালিমী, মাওলানা আনসার আলী সাহেব, ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, ডাঃ মাওঃ মোঃ নাসিরুদ্দীন, মাওঃ নিয়াজ আহমাদ, মাষ্টার মোঃ শফিকুল ইসলাম রেজবী, হাফেজ গোলাম রাসুল, মাওঃ মোঃ হেলালুদ্দীন রেজবী, মাওঃ আঃ রব কালিমী, মাওঃ ইয়াকুব আশরাফী, মাওঃ আঃ মালিক রেজবী মাওঃ আঃ জাব্বার আশরাফী, মাষ্টার আশিকুর রহমান, মাওঃ আঃ সবুর।

প্রধান কার্য্যালয়

খালিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত

মুফতী মোঃ নইমুদ্দীন রেজবী সাহেব

সাং- দিয়াড় জালিবাগিচা, পোঃ ভগবানগোলা

জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন নং- ৭৪২১৩৫,

ফোন নং - (০৩৪৮৩) ২৫৯১৫৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম

লাকাল হামদু ইয়া আল্লা আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ

সম্পাদকীয়

রবুবিয়াত –

আল্লাহ। মহান রব। এক ও অদ্বিতীয়। শরীকহীন উদাহরণ বিহীন পরওয়ার দেগার। যাঁর সমতূল্য সমকক্ষ্য নাই। তিনি একক, অনাদি অনন্ত, অসীম, চিরন্তন, চিরজীবী, চিরস্থায়ী, সর্বজ্ঞ, চিরতত্বাবধায়ক ও সর্বশক্তিমান। তিনি জনক নন এবং জাতক ও নন এবং মুখাপেক্ষীও নন। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। সমগ্র জগৎ তাঁরই সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টির তিনিই একমাত্র রব।

রব শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত – মালিক, সরদার, পালনকারী, তত্বাবধায়ক। রবের সিফাত বা গুনাবলী চিরস্থায়ী, অসীম অনাদী অনন্ত। অর্থাৎ তিনি সর্বদা মালিক বা বাদশাহ, তাঁর বাদশাহীর কোন আদি অন্ত নাই। সর্বদা তিনি সরদার, মর্যাদাশালী ক্ষমতাবান, তাঁর ক্ষমতা বা আয়ত্বাধীন সমগ্র জাহান। আবার সর্বদা তিনি প্রতিপালনকারী তত্বাবধায়ক। তাঁর দয়াতেই সমস্ত সৃষ্টি জীবিত, সঞ্জীবীত প্রতিপালিত চলন্ত জীবন্ত। কোন সৃষ্টিই তাঁর ক্ষমতা, বাদশাহী বা আয়ত্বের বাইরে নয় বা বাইরে যাওয়া বা জীবীত থাকাও সম্ভব নয়।

কিন্তু সৃষ্টি সেরা মানুষ কখনও কখনও অহংকারে মত্ত হয়ে আল্লাহর রবুবিয়াত অস্বীকার করে। নিজেকে নিজ প্রবৃত্তিকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়ে অথবা কোন সৃষ্টিকে প্রভু করে আপন রবের, আসল মালিকের নাফার মানী করে। আল্লাহর নির্দেশ, নবী রাসুলের সর্তকতা আসমানী কেতাবের হুকুম তাদের নিকট হয় ভস্মে ঘী ঢালা। কখনও কখনও নিজেকেই আসল মালিক বাদশাহ ও প্রভু বলে প্রকাশ করে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আল্লাহ এ রকম অবাধ্য অহংকারে মত্ত জাতীকে যুগে যুগে ধ্বংসে পরিণত করেছেন। হযরত নুহ আলায়হিস সালামের সময় সমগ্র পৃথিবীকে জলমগ্ন করে, আদ, সামুদ, নমরুদ, ফেরয়াউন প্রভৃতি জাতীকে উপর গজব নাযিল করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইহার একমাত্র কারণ রবুবিয়াত অস্বীকার।

বর্তমানে পৃথিবী আধুনিক বৈজ্ঞানিক। শক্তির দম্ভে আজ গর্বিত। শত শত মারোনাস্ত্র এটোম বোম তৈরী হচ্ছে। মানুষের উপকারে ? না মানুষকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে। বাদশাহীর শক্তি প্রদর্শন করাতে। একছত্র নেতৃত্ব কায়েম করতে। তায় নীতি আদর্শ মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত। আসমানী নির্দেশ নবী রাসুলের আদর্শ কোরআন হাদীসের চিরন্তন বাণী আজ সেকেলে পুরাতন অচল। সমগ্র জগতের রবের রবুবিয়াত অস্বীকার করে নিজেই রবের আসনে সমাসীন। পরিনামে চারিত্রিক অধোঃপন ঘটিয়ে পাপাচারে, যৌনাচারে শারাবে বিভোর হয়ে অধঃপতিত, মানব চরিত্র বিসর্জিত পশুচরিত্রে নিমজ্জিত। মনে নাই ঘুড়ির মালিকের নিকট আমি সূতোয় বাঁধা।

তায় অবাধ্য জাতীর মত আজও পতিত হচ্ছে আসমানী বালা। কখনও ভূমিকম্প, ঘূর্ণিবার্তা, নিম্নচাপ, বন্যা। সর্বশেষ হাজারো এটোম বোমের চেয়েও শক্তিশালী সুনামী। আধুনিকতার চোখের সামনে এক মুহূর্তে লাখ লাখ মানুষ, জনপদ, ঘরবাড়ী শ্মশানে পরিনত। তবু বেঁচে রয়েছে বন্য জন্তু, দণ্ডায়মান রয়েছে রবের ইবাদত ঘর মাসজিদ। জ্ঞানী জনের নিকট রবের রবুবিয়াত সর্বদা প্রকাশিত। রব চিরন্তন, সৃষ্টি তাঁর অধীন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কীত মানব ধন্য, অবাধ্য অস্বীকারকারী অভিশপ্ত ধ্বংস প্রাপ্ত।

পবিত্র কোরআনের অমর বাণী ঃ-

"সমস্ত প্রশাংসা আল্লার, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর।" (ফাতেহা)

"(হে হাবিব) আপনি বলুন – হে আল্লাহ, বিশ্বরাজ্যের মালিক। তুমি যাকে চাও 'সাম্রাজ্য' প্রদান করো এবং যার থেকে চাও সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নাও। আর যাকে চাও সম্মান প্রদান করো এবং যাকে চাও লাঞ্চনা দাও। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিঃসন্দেহে তুমি সব কিছু করতে পারো।

তুমি দিনের অংশ রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করো এবং রাতের অংশ দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করো। আর মৃত থেকে জীবিত বের করো এবং জীবিত থেকে মৃত বের করো। আর যাকে চাও অগনিত দান করো।" (সুরু ইমরাণ, ২৬, ২৭ আয়াত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাফ্‌সীরুল ক্বোরআন

তরজমা - ই - ক্বোরআন
কান্‌যুল ঈমান –
কৃত ঃ- আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত
মাওলানা শাহ মহম্মদ আহমদ রেজা বেরলবী
রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

তাফসীর ঃ-
খাজাইনুল ইরফান
কৃত ঃ- সাদরুল আফাযিল
মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ
নঈমু উদ্দিনু মুরাদাবাদী
রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

বাঙ্গানুবাদ ঃ- আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরাজী অনুবাদ ঃ- প্রফেসর শাহ ফরিদুল হক

ত্রিশ পারা
সূরা ফীল

সুরাফীল মক্কী

মোট আয়াত - ৫
রুক' – ১

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

Allah in the name of the Most Affectionate, the merciful.

১। হে মাহবুব ! আপনি কি দেখেন নি আপনার প্রতিপালক ঐ হস্তী আরোহী বাহিনীর কি অবস্থা করেছেন ? ক)
1. O beloved ! Have you not seen how your lord deatt with the men of the Elephant ?

২। তাদের চক্রান্তগুলো কে কি ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেন কি ?
2. Did he not cause their device to be ruined.

৩। এবং তাদের উপর পাখির ঝাঁক সমূহ প্রেরণ করেছেন। (খ)
3. And he sent against them flocks of birds.

৪। যেগুলো তাদেরকে কংকর - পাথর দিয়ে মারছিলো। (গ)
4. Striking them against stones of baked clay.

৫। অতঃপর তাদেরকে চর্বিত ক্ষেত্রের পল্লবের মতো করেছেন। (ঘ)
5. And thus made them like broken straw eatenup.

সংক্ষিপ্ত তাফ্‌সীর ঃ-

সুরাতুল ফীল মক্কী, এতে একটি রুকু পাঁচটি আয়াত, বিশটি পদ এবং ছিয়ানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

ক) হস্তী আরোহী বাহিনী দ্বারা আবরাহা ও তার সৈন্যদের কথা বুঝানো হয়েছে। আবরাহা ইয়েমেন ও হাবশাহ্ (আবিসিনিয়া)এর বাদশাহ ছিলো। সে সানা আয় একটি উপাসনালয় (গীর্জা) তৈরী করেছিলো। আর সে চেয়েছিলো যে, হজ্জব্রত পালনকারী গণ মক্কা মুকার রামার পরিবর্তে এখানেই আসুক এবং এ – উপসনালয় (গীর্জা) এর তাওয়াফ করুক। আরব বাসীদের নিকট এটা খুব কষ্টদায়ক ছিলো। বণী কানানাহ গোত্রের এক ব্যক্তি সুযোগ পেয়ে ঐ গীর্জায় পায়খানা করে ওটাকে আবর্জনাময় করে দিলো। এতে আবরাহা অত্যান্ত ক্রোধান্বিত হলো এবং সে কাবাগৃহ ধ্বংস করে দেওয়ার শপথ

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিলো। আর এ ইচ্ছা নিয়ে আপন সৈন্য বাহিনীসহ, যাতে অসংখ্যা হাতী ছিলো এবং সেটার অগ্রভাগে একটি পর্বত – প্রমাণ বিরাট কায় হাতী ছিলো, যার নাম ছিলো 'মাহমুদ। আবরাহা মক্কা মুকার রামার নিকট পৌছে মক্কাবাসীদের পালিত জীব জন্তুগুলো আবদ্ধ কের ফেললো। তন্মধ্যে দুশ উট আব্দুল মুত্তালিবের ও ছিলো। আবদুল মুত্তালিব আবরাহার নিকট আসলেন। বিরাট কায় সাড়াম্বর আবরাহা তাঁকে সম্মান করলো এবং তার নিকটে বসালো, আর তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি বললেন, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে – আমার উষ্ট্রগুলো ফেরত দেওয়া হোক। আবরাহা বললো, আমার অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হচ্ছে যে, আমি কাবাগৃহকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এসেছি এবং ওটা হচ্ছে আপনাদেরও আমাদের পিতৃ পুরুষদের সম্মানিত ও পবিত্র স্থান। আপনি এর জন্য তো কিছুই বললেন না ! বরং নিজ উষ্ট্রগুলোর কথাই বলছেন "তিনি বললেন, আমি উষ্ট্রগুলোরই মালিক হই। ঐ গুলোর জন্যই বলছি। কা বা গৃহের যিনি মালিক রয়েছেন, তিনি নিজেই তার হেফাযত করবেন" আবরাহা তার উষ্ট্রগুলো ফেরত দিয়ে দিলো।

আবদুল মুত্তালিব ক্বোরায়শদের অবস্থা শুনালেন এবং তাদের কে পরামর্শ দিলেন, যেন তারা পাহাড় সমূহের ঘাঁটিগুলো ও শৃঙ্গ সমূহে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুতরাং ক্বোরায়শ গণ তাই করলো এবং আবদুল মুত্তালিব কাবার দরজায় পৌছে আল্লাহর দরবারে কা বার রক্ষনাবেক্ষনের জন্য দোয়া করলেন।

আর দোয়া থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি আপন গোত্রের দিকে চলে গেলেন। আবরাহা খুব ভোরে তার সৈন্যদের কে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিলো। এবং হাতীগুলোও প্রস্তুত করে নিলো। কিন্তু মাহমুদ নামক হাতীটি উঠলোনা ও কাবার দিকে অগ্রসর হলোনা। অন্য যেদিকেই চালাতো চলতো, কিন্তু যখন সেটাকে কাবা মুখি করা হতো তখন বসে পড়তো। আল্লাহআয়ালা ছোট ছোট পাখির ঝাঁক তাঁদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন, যেগুলো ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করছিলো। সেগুলোর আঘাতে তারা ধ্বংসের শিকার হচ্ছিলো।

(খ) যেগুলো সাগরের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিলো, প্রত্যেকটির নিকট তিনটি করে কংকর ছিলো – দুটি দুপায়ে একটি ঠোঁটে।

গ) ঐ পাখীগুলো যার উপর কংকর ছুঁড়েছিলো ওটা ঐ ব্যক্তির মাথা দিয়ে ঢুকে, শরীর ভেদ করে হাতীর দেহের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে মাটিতে পৌছে যেতো। প্রত্যেক কংকর-এর উপর ঐ ব্যক্তির নাম লিখাছিলো, যাকে ঐ কংকর দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

ঘ) যে বৎসর এ ঘটনা ঘটেছিলো ঐ বৎসর এ ঘটনার পঞ্চাশদিন পর সৈয়্যদে আলাম হাবীবে খোদা হযরত মুহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর বেলাদাত শরীফ হয়েছিলো।

হাদীসে রাসুল

(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

শায়যুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

(সাইদাপুর আরবী ইউনিভারসিটি)

কিতাবুল ঈমান ঃ-

১। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে ইসলাম পাঁচটি জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ (উপাস্য) নাই এবং হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়াই ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল, নামাজ ক্বায়েম করা, জাকাতে দেওয়া, হজ্জ করা এবং রমজানের রোজা রাখা। — বোখারী, মুসলীম, মেশকাত

২। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে ঈমানের সত্তরটির ও বেশী শাখা রহিয়াছে। তাহার শ্রেষ্ঠটি হইল – আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নাই স্বীকার করা এবং সর্বনিম্ন হইল পথ হইতে কষ্ট দায়ক জিনিষ অপসারিত করা এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। — বোখারী, মুসলীম, মেশকাত

৩। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল বলিয়াছেন – মুসলমান সেই যাহার জবান ও হাত হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ রহিয়াছে এবং মোহজির সেই যে পরিত্যাগ করিয়াছে যাহা আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। — বোখারী, মুসলীম, মেশকাত মুসলীম শরীফের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ----- এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল – হুজুর, মুসলমানদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? হুজুর উত্তর দিলেন – যাহার জবান ও হাত হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ রহিয়াছে। ----- মেশকাত

৪। হযরত আনাস রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন --- তোমাদের মধ্যে কেহ মোমিন হইতে পরিবেণ না যে পর্যন্ত আমি তাহার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততী এবং অন্যান্য সকল লোক হইতে প্রিয়তম না হই। — বোখারী, মুসলীম মেশকাত

৫। হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বলিয়াছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন – সেই ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মহম্মদকে সাল্লাল্লাহু আলায়ই ওয়া সাল্লাম রাসুল হিসাবে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে। — মুসলীম মেশকাত

৬। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়ই ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন – যাহার হাতে মহম্মদের জীবন তাঁহার কসম, এই উম্মতের (মানব জাতীর) মধ্যে যে কেহই ইয়াহুদী হোক অথবা ণাসারা, আমার কথা (নবুওয়াতের) শুনিবে অথচ যাহা সহ কারে আমি প্রেরিত হইয়াছি তাহার প্রতি ঈমান না আনিয়া মারা যাইবে সে নিশ্চয়ই দোযখের অধিবাসীদের মধ্যে হইবে। — মুসলীম, মেশকাত

৭। হযরত আবু উমামা রাদিরুল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়ই ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন – যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসিবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করিবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই দান খয়রাত করিবে এবং দান-খয়রাত হইতে বিরত থাকিবে সে তাহার ঈমানকে পূর্ণ করিয়াছে। — আবু দাউদ, মেশকাত

৮। হযরত আবু জর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন – সর্বশ্রেষ্ঠ আমল (কাজ) হইতেছে আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করা। — আবু দাউদ, মেশকাত

৯। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়াই ওয়া সাল্লাম আমাদের এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়াছেন যাহাতে এগুলি বলেন নাই যে, – যাহার আমানত নাই তাহার ঈমান ও নাই এবং যাহার ওয়াদা - অঙ্গীকারের মূল্য নাই তাহার দীন ও নাই। — বায়হাকী, মেশকাত
(ইহা ঈমান পূর্নতার জন্য)

১০। হযরত উবাদা বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন – আমি রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি – যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করিয়াছে যে আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নাই এবং মহম্মদ আল্লাহর রসুল তাহার জন্য আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করিয়া দিয়াছেন। — মুসলীম, মেশকাত

১১। হযরত মুয়াজ বিন জবল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন – রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন – বেহেস্তের কুঞ্জি হইতেছে আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নাই বলিয়া (অন্তরের সহিত) সাক্ষ্য দেওয়া। — আহমদ, মেশকাত

১২। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন – মুনাফিকের আলামত তিনটি – যখন কথা বলে মিথ্যা বলে যখন ওয়াদা (অঙ্গীকার) করে তাহার খেলাফ করে যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয় তখন তাহার খিয়ানত করে। — বোখারী, মেশকাত

১৩। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন – যখন কোন ব্যক্তি নিজ ইসলামকে বিশুদ্ধ করিয়া লয় তখন তাহার নেক কর্মের দশ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত নেকি লিখিত হয় আর খারাপ কর্মের জন্য কেবলমাত্র একটি। — বোখারী শরীফ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়া বিভাগ

প্রশ্ন ঃ- (১) শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব মৃত ব্যক্তির পেশানিতে বা কাফনের উপরে আহাদনামা লিখা কি বৈধ ? শারীয়ত মতে উত্তর দানে খুশী করিবেন।

ইতি -
শায়ফুল্লা লস্কর
২৪- পরগনা

উত্তর ঃ- (১) মৃত ব্যক্তির পেশানিতে বা কাফনের উপর আহাদ নামা লিখা জায়েজ ও উত্তম। (দূর মুখতার মায়া রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড ৬৩৩ পৃঃ) মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (২) শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। আমার প্রশ্ন যে পূর্ণ কোরআন মাজীদ পাঠ করলে মোট কত নেকী পাওয়া যায় ?

ইতি -
মোঃ আনসার আলী
উঃ দিনাজপুর

উত্তর ঃ- (২) কোরআন মাজীদে মোট ৩, ২১, ২৬৭টি অক্ষর আছে। অতএব পূর্ণ কোরআন মাজীদ পাঠ করলে ৩২, ১২, ৬৭০টি নেকি পাওয়া যায়। (আনুয়ারুল হাদীস পৃঃ ২৯৫) মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (৩) জনাব মুফতী সাহেব আমার নিচের প্রশ্নটি উত্তর দানে বাধিত করিবেন। পাগলের জানাজার নামাজে সাবালকের দোওয়া পড়তে হয় না নাবালকের হাত ?

ক্বারী আবুল কালাম, দিয়াড় জালিবাগিচা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (৩) সাবালক হওয়ার পূর্বে যদি পাগল হয় তবে নাবালকের দোওয়া পড়তে হয়। আর যদি সাবালক হওয়ার পর পাগল হয় তবে সাবালকের দোওয়া পড়তে হবে। (ফাতাওয়ায়ে ফয়জুর রাসুল ১ম খণ্ড, ৪৪৩) মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (৪) শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব পত্রে সালাম নিবেন। পরে লিখি যে চিঠি পত্রের ও ইস্তেহারের প্রথমে ৭৮৬ এবং ৯২ লিখা কি জায়েজ ?

ইতি -
মোঃ আক্কাস আলী
ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (৪) চিঠি পত্রের প্রথমে বা ইস্তেহারের প্রথমে ৭৮৬/৯২ লেখা জায়েজ। আল্লাহ পাকের নামের সঙ্গে আরম্ভ করা সুন্নাত। পূর্ণ বিস্‌মিল্লার সংখ্যা হল ৭৮৬ এবং নবী পাকের পবিত্র নাম "মহম্মদ" সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এর সংখ্যা হল ৯২। অতএব শারীয়তের দৃষ্টিতে ইহা লেখাতে কোন ক্ষতি নাই। (ফাতাওয়ায়ে বারকাতিয়া) মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (৫) শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব সালাম মাসনুন। দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন। ১৫ই আগষ্ট বা ২৬ জানুয়ারী পালন করা বা মিছিল বেরকরা শারীয়তের দৃষ্টিতে কি ?

ইতি -
মোঃ আবুল কালাম
আইড়মারী, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (৫) ১৫ই আগষ্ট এবং ২৬শে জানুয়ারী প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য স্মরণীয় ও আনন্দের দিন। কেন্‌না ১৫ই আগষ্ট স্বৈরাচারী ইংরেজের অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার ও নির্যাতনের হাত হ'তে সমস্ত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। এবং ১৯৫০ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের নিজস্ব সংবিধান রচিত হয়। তাছাড়া মুসলমানগণ কিছু মৌলিক বিষয় – যেমন নেকাহ, তালাক, মিরাশ ইত্যাদি শারীয়তের আহকাম পালন করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই উক্ত দিনগুলি ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য খুশিও আনন্দের দিন। অতএব আনন্দ প্রকাশ করার জন্য উক্ত দিন পালন করা ও মিছিল করা জায়েজ। তবে শারীয়ত বিরোধী কোন কাজ যেন না করা হয়। (ফাতাওয়ায়ে মারকাজে তার বিয়াতে ইফতা – পৃঃ ৬৫) মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (৬) জনাব মুফতী সাহেব সালাম মাসনুন। আশাকরি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন। ক্যাসেটে আয়াতের সাজদা শ্রবণ করলে তেলাওয়াতে সাজদা কি ওয়াজিব ?

ইতি -
মাওলানা আনোয়ার রাজা
পাকাদরগহ মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (৬) ক্যাসেটে আয়াতে সাজদা শ্রবণ করলে তেলাওয়াতে সাজদা ওয়াজিব নয়। (ফাতাওয়ায়ে মারকাজে তারবিয়াতে ইফতা, সালে ষষ্ঠ পৃঃ ৯২) মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (৭) জনাব মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া খুশী করবেন। নাবালক বাচ্চার দ্বারা পশু জবেহ করা কি জায়েজ এবং সেই মাংস খাওয়া কি ?

ইতি -
আফজুল হোসাইন
চাঁদপুর, মালদহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ- (৭) হ্যাঁ, নাবালক বাচ্চার দ্বারা পশু জবেহ করা এবং তার মাংস খাওয়া জায়েজ। (ইসলাম মে কিয়া সাহিহ কিয়া গলত, পৃঃ ১১) মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (৮) মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। মেহেরবাণী করে আমার প্রশ্নটির উত্তর দিবেন। টেলিফোন ও মোবাইলে সর্বপ্রথম সালামের পরিবর্তে হ্যালো হ্যালো বলা কি ?

ইতি -
আবু ফরিদ
হাবাসপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (৮) টেলিফোন ও মোবাইলে সর্বপ্রথম সালামের পরিবর্তে হ্যালো হ্যালো বলা সুন্নাতের খেলাফ। ইসলামী তরিকা হলো সর্বপ্রথম সালাম দেওয়া। যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ফোন করবে সেই সালাম করবে। যেমন মোলাকাতের সময় বলা হয়। তবে সালাম করা উপযুক্ত হলে নচেত সালাম করবে না। যেমন - অমুসলীম। প্রকাশ থাকে যে ফোকাহের নির্দেশ অধিকাংশের জন্য হয় কম সংখ্যক এর জন্য হুকুম পরিবর্তন হয় না। সুতরাং ফোন কারীই সালাম করবে। তবে যার নিকট ফোন আসলো তার জন্য প্রথমে সালাম করা জরুরী নয়। (মাহ্নামায়ে আশরাফিয়া মে - ১৯৯৯) - মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (৯) জনাব মুফতী সাহেব সালাম গ্রহণ করবেন। আশাকরি নিম্নের প্রশ্নের উত্তর দান করবেন। জলসা ও মিলাদ ইত্যাদি জায়গাতে মাইকে বা মুখে কোরআন শরীফ পাঠ করা হয় আর পাঠ করার মধ্যে শ্বাস নেওয়ার সময় সুবহানাল্লাহ বা মা-শায়াল্লাহ বলা কি জায়েজ ?

ইতি -
আঃ আজিজ
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (৯) কোরআন শরীফ পাঠ করার মধ্যে শ্বাস নেওয়ার সময় সুবহানাল্লাহ বা মা-শায়াল্লাহ বলা জায়েজ নয়। কেননা শ্বাস নেওয়ার সময় যে দাঁড়ানো হয় তা ক্বেরাতের হুকুমে। (ফাতাওয়ায়ে, সালে আওয়াল, পৃঃ ২৬) - মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (১০) শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। আমার প্রশ্নের উত্তরটি দয়া করে দান করবেন। প্রশ্নটি হলো আওলিয়ায়ে কেরামদের তাসবির বা ফটো বাড়ীতে রাখা কি জায়েজ ?

ইতি -
মোঃ ইয়াসিন
মহম্মদপুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (১০) তাসবির বা ফটো ইসলামে হারাম। অতএব পীর, ওলি আওলিয়াদের ফটো রাখা, ফটো তোলা কঠিন হারাম।

- মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (১১) শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। আমার প্রশ্ন হলো যে ১লা জানুয়ারী, ১লা এপ্রিল, ২৫শে ডিসেম্বর গুড্ফ্রাইডে এসব পালন করা কি ?

ইতি -
তাকদির হোসাইন
বাটিকামারী, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (১১) এ সমস্ত দিন গুলি পালন করা ও মান্য করা না জায়েজ। কেননা এদিনগুলি খৃষ্টান ও বির্ধর্মীদের পালন করার দিন। অতএব মুসলমানদের ইহা পালন করা চলবে না।

- মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (১২) জনাব মুফতী সমাহেব সালাম নিবেন। দয়া করে উত্তর দিবেন যে সূর্যের তাপে গরম করা পানি দিয়ে ওজু ও গোসল করা কি ?

ইতি -
মিজানুর রহমান
বাহাদারপুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (১২) যে পানি সূর্যের তাপে গরম করা হয় সে পানিতে ওজু ও গোসল করা নিষেধ। এজন্য যে ইহাতে ধবল রোগ (সাদা সাদা শরীরে) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে মারকাজে তারবিয়াতে ইফতা, সালে ষষ্ঠ - পৃঃ ৬৬) - মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ- (১৩) জনাব মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন। কি বলিতেছেন উলাময়ে কেরাম নিম্নলিখিত প্রশ্ন সম্পর্কে - নারীদের জন্য ঈদ বকরাঈদের নামাজ - বাড়িতে বা ঈদগাহে বা মাসজিদে একাকী অথবা জামায়াত সহ কারে আদায় করা জায়েজ কিনা ?

ইতি -
মাওলানা সায়িদুর রহমান
নীরমলচর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ- (১৩) নারীদের জন্য ঈদ বকরাঈদের নামাজ যদি পুরুষদের সহিত পড়ে তবে পুরুষ ও নারীদের একত্রিত হওয়ার কারণে না জায়েজ। আর যদি কেবলমাত্র নারীরায় জামায়াত করে তবে ইহাও না জায়েজ ও মাকরুহ তাহ্রিমী। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খণ্ড, ৮০ পৃঃ) লিখা রয়েছে যে কোন্ নারীর ইমামতী করা নারীদের জন্য ফরজ অথবা নকল

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে কোন নামাজে মাকরুহ তাহ্‌রিমী আর যদি নারীরা একাকী পড়ে তুবও না জায়েজ। কেন না ঈদ বকরাঈদের নামাজের জামায়াত শর্ত। হ্যাঁ তবে যদি নারীরা উক্ত দিনে নিজ বাড়ীতে একাকী নফল নামাজ পড়ে নেকি ও সওয়াব পাবে। নারীদের জন্য কোন নামাজের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া না জায়েজ,, দিনের নামাজ হোক অথবা রাত্রির, জুময়া হোক অথবা ঈদ বকরাঈদের নামাজ। (তানবিরুল আবসার ও দূর্রে মুখতার) কিতাবে রয়েছে যে নারীদের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ।

মারাকিল ফালাহ নামক কিতাবে রয়েছে যে নারীরা যেন জামায়াতে উপস্থিত না হয় কেননা ইহাতে ফিৎনা রয়েছে এবং আল্লাহ ও রাসুলের হুকুমের বিরোধী এই জন্য যে আল্লাহ ও রাসুলে পাক তাদেরকে গৃহে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। নারীদের জন্য ঈদগাহে যাওয়া কঠোর ভাবে বাধা দিতে হবে তারা যেন ঈদগাহে না যায়। গায়ের মুকাল্লিদ অর্থাৎ আহ্‌লে হাদীসের চক্রান্তে যেন না পড়ে।

ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খণ্ড বাবুল ইদাঈন ও বাবু স্বলাতিল জুময়ার মধ্যে ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত ইসলামিক শাস্ত্রবিদ ফকিহে মিল্লাত আল্লামা মুফতী জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদী রহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি একাধিক দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে নারীদের জন্য ঈদ বকরাঈদ জুময়ার নামাজ একাকী অথবা জামায়াত সহকারে পড়া ও পুরুষদের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ।

– মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ– (১৪) জনাব মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। আপনার নিকট জানতে চাই যে, কাউকে সামনার্থে সেজগা করা কি জায়েজ ? দয়া করে জানাবেন।

ইতি–

মোঃ নাজিম শেখ

কোল কোল, বর্ধমান

উত্তর ঃ– (১৪) ইসলাম ধর্মে সাজদা একমাত্র আল্লার জন্য আল্লাতালা ব্যাতিত কাউকে সামানার্থে সাজদা করা হারাম।

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী (জঙ্গীপুর)

প্রশ্ন ঃ– (১৫) জনাব মুফতী সাহেব সালাম রইল। পরে লিখি যে, মুসলিম সমাজের ওয়াকাফ কৃত কবরস্থান নদী ভাঙ্গনে নষ্ট হয়ে যায়। ২০/৩০ বছর পর ঐ কবরস্থান এর জায়গা বালুচরাকারে দেখা যায়। বর্তমানে ঐ জায়গায় বাড়ি ঘর তৈরী, বা চাষাবাদ করা কি জায়েজ হবে ? উত্তরদানে খুশী করবেন।

ইতি –

মওঃ তাফাজ্জুল হুসাইন

নুরপুর, মালদা

উত্তর ঃ– (১৫) ওয়াকাফ কৃত কবরস্থানের ঐ জায়গা নদীগর্ভে পড়ে বালুচরাকারে দেখা দেওয়ার পর উক্ত জায়গায় বাড়ি ঘর বানানো বা চাষাবাদ করা জায়েজ হবে না। ফাতাওয়া আলম গিরীতে বলা হয়েছে যে, ওয়াকাফ কৃত কোন জিনিসে পরিবর্ত্তন জায়েজ নয়। যেহেতু ঐ জায়গা কবরস্থান হিসাবে ওয়াকাফ করা হয়েছে, সেহেতু সেটা কবরস্থান এর কাজেই ব্যবহার হবে। তবে হ্যাঁ উক্ত জায়গায় কবরের কোন চিহ্ন না থাকলে, তার উপর নতুন ভাবে কবর দেওয়া চালু করলে, কোন অসুবিধা নাই।

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী (জঙ্গীপুর)

প্রশ্ন ঃ– (১৬) জনাব হুজুর মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। আপনার খিদমতে কয়েকটি সওয়াল রাখলাম দয়া করে শারীয়াত মাফিক জবাব দিবেন। যথা

ক) হজরত বিবী হাওয়া, হজরত বিবী হাজেরা, ও হজরত বিবী মরয়ম (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না) ইনারা কি নবী ছিলেন ?

খ) গরুর ভুটি খাওয়া কি জায়েজ ?

গ) বিয়েতে বর কে সাত পাক দেওয়া কি জায়েজ ?

ঘ) নামাজের নিয়ত করার পর কোন বিষক্ত সর্প নিকটে চলে এলে নামাজ ভঙ্গ করা চলবে কি না ?

ইতি– মোঃ জশিমুদ্দিন শেখ

মোঃ শামাউল হক

মোঃ ফকিরুল ইসলাম

রিপন শেখ

শ্রীরামপুর, বীরভূম

উত্তর ঃ– (১৬) ক) সমস্ত নবী – রসুল পুরুষদের মধ্যেই হয়েছেন। নারীদের মধ্যে কেহ নবী – রসুল হয়নি। তাদের মধ্যে হয় না। এটাই আল্লার বিধান। অতএব ঐ সমস্ত মহিলাগণ নবী ছিলেন না।

খ) গরু মহিষ ইত্যাদির নাড়ি ভুড়ি (ভুটি) খাওয়া শরীয়াতে না জায়েজ।

গ) বিবাহের সময় বর বা কনে কে সাত পাক দেওয়া বে-দলিলি কাজ। এটা শরীয়াতে জায়েজ নয়।

ঘ) নামাজের ঐ অবস্থায় সর্প দ্বারা কোন খাতরার আশংকা দেখা দিলে নামাজ ভঙ্গ করে তার প্রতিকার করবে। তাকে কোন অসুবিধা নাই। তবে হ্যাঁ পরে ঐ নামাজ অবশ্যই পড়ে নিতে হবে।

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী (জঙ্গীপুর)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বে - মেসল বাশার

মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

পূর্ব প্রকাশিতের পর ——

বে- সায়া নবী ——

পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রমানিত হয়েছে যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার জাতী নুরে সৃষ্টি নুর। তিনি নুরী বাশার, বে - মেস্‌ল বাশার, বে - মেসল সৃষ্টি, আল্লাহর হাবিব মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

আমরা বাস্তব জগতে, বস্তু জগতে দেখি প্রতিটি জিনিষের আলোর সম্মুখে তার ছায়া পড়ে তার ছায়া দেখা যায়। কিন্তু নবীয়ে পাক সাহেবে লাও লাক – সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ রকম আল্লাহর সৃষ্টি যাঁর ছায়া দুনিয়ায় পড়ে নাই। কোন আলোর সম্মুখে, সূর্য্য চন্দ্রের আলোর সামনে তাঁর ছায়া দেখা যায় নাই। তিনি নুর বা জ্যোতি, তায় ছায়া পরিদৃষ্ট হয় নাই।

সমস্ত সৃষ্টি নবী পাকের নুরে সৃষ্টি। এমনকি চন্দ্র সূর্য্য বা তাদের আলো। সূর্য্য চন্দ্রেরই যখন কোন ছায়া আমাদের দৃষ্টি পথে আসে না তখন নবী পাকের ছায়া কেমন করে দৃষ্টি গোচর হবে। যেহেতু তিনি নুর, সেই জন্য তাঁর ছায়া সৃষ্টিই হয় না। দৃষ্টিতে তিনি বাশার, নুরী - বাশার। ইহা নুরী বাশার নবীর অলৌকিকতা বা মোজেজা।

হাদীসের আলোকে – ইমামুল হাদীস হযরত হাকিম তিরমিজি রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি নিজ পুস্তক নাওয়াদিরুল অসুল এ হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন – সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সূর্য্যের আলোতে ও চন্দ্রের জ্যোৎস্নাতে কোন ছায়া দেখা যেত না। (খাসায়েসুল কোবরা, পৃঃ ৬৮, (আয নাফি জিল্ল – আল্লামা কাজিমী) জুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ৪র্থ খণ্ড, ২২০ পৃঃ)

২) সাইয়েদোনা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং হাফিজ ইবনে জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হ'তে হাদীস বর্ণনা করেছেন – সরওয়ারে আলম এর পবিত্র শরীরের সূর্যের আলোর সামনে না কোন বাতির সামনে ছায়া হত না। কেননা নবী পাকের জ্যোতি সূর্য্য ও বাতির জ্যোতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল।

(মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া আলা শামায়েলিল হাম্মাদিয়া, পৃঃ ৩০, মেসরী, জুরকানী, ৪র্থ খণ্ড ২২০ পৃঃ মেসরী)

৩। ইমাম নাসফি তাফ্‌সিরে মাদারিকে হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন – হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুলে পাকের মর্যাদায় বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ছায়া জমিনে পড়তে দেন নাই যাতে তাঁর পবিত্র শরীরের ছায়ার উপর মানুষের কদম পতিত না হয়।

(মাদারিক শরীফ ২য় খণ্ড, ১০৩ পৃঃ মেসরী পুরাতন, মাদারিজ্জুন নবুওয়াত ২য় খণ্ড, ১৬১ পৃঃ)

৪। হযরত ইমাম সিউতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি খাসায়েস শরীফে ইবনে সাবয়ি হ'তে বর্ণনা করেছেন – ইবনে সাবয়ি বলেছেন যে রৌশন নুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর শ্রেষ্টত্বের একটা দিক যে তাঁর ছায়া জমিনে পড়ত না কেননা তিনি নুর ছিলেন, সূর্য্য চন্দ্রের আলোতে যখন তিনি চলতেন তাঁর কোন ছায়া দৃষ্টি গোচর হত না।

কোন কোন ঈমাম বলেছেন এই ঘটনাতে ঐ দোওয়া যা বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন যে পরওয়ারদেগার আমাকে নুর তৈরী করে দাও প্রমানিত। (খাসায়েসে কোবরা ১ম খণ্ড ৬৮ পৃঃ)

প্রমাণ স্বরূপ এই চার হাদীসই ইমানদারদের জন্য যথেষ্ট যে সরকারে দো-জাহান সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন ছায়া ছিল না। ইহা ছাড়াও ঈমামগণ এই বিশ্বাস পোষণ করে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন যে নবী পাকের কোন ছায়া ছিল না।

৫। ইমাম জালালুদ্দিন সিউতী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে হুজুর পাকের ছায়া জমিনে পড়ত না, সূর্য্য চন্দ্রের আলোতে ছায়া দেখা যেত না। ইবনে সাবয়ি ইহার কারণ বর্ণনা করেছেন যে হুজুর নুর ছিলেন। রাজীন বলেছেন হুজুরের নুর সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। – (আনুমুজুল বিব)

২। ইমামুজ্‌জামন কাজী আইয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে ইহা বর্ণীত আছে যে সূর্য্য ও চন্দ্রের আলোতে হুজুর পাকের কোন ছায়া পড়ত না কেননা তিনি ছিলেন নুর। (শেফা – কাজী আইয়াছ ১ম খণ্ড ৩৪২,

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৪৩)

৩। আল্লামা শাহাবুদ্দিন খুফ্‌ফাজী রাহ মাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ করেছেন যে শ্রেষ্ঠত্বের ও মর্যাদার কারণে হুজুর পাকের পবিত্র শরীরের ছায়া দৃষ্টি পথে আসে নাই কেননা নবী পাকেরই মেহেরবানী যে মানব তাঁর বেয়াদবী হ'তে রক্ষা পেয়েছে।

এই আকিদা ও বিশ্বাসের জন্য কোরআন পাকের এই স্বাক্ষীই যথেষ্ট সে তিনি প্রকাশ্য নুর। তাঁর বাশার হওয়া ছায়া হওয়ার কারণ হবে না। (নাসিমুর রিয়াদ, ২য় খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ)

৪। ইমাম আল্লামা আহমদ কাসত্বালানী এরশাদ করেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীরের ছায়া সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোর সামনে পড়ত না। ইবনে সাবয়ি তার কারণ বর্ণনা করেছেন যে হুজুর নুর ছিলেন। তায় জ্যোৎস্না ও রোদ্রে তাঁর ছায়া পড়ত না। (মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া - ১ম খণ্ড, ১০০ পৃঃ। জুরকানী ৪র্থ খণ্ড - ২২০ পৃঃ)

৫। আল্লামা হোসাইন ইবনে মহম্মদ দিয়ার বাকরী এরশাদ করেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীরে ছায়া চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোতে পড়ত না। (কিতাবুল খামিস, ৪র্থ খণ্ড)

৬। ইমাম আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ করেছেন যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র মস্তক হ'তে পদতল পর্যন্ত সম্পূর্ণ নুর ছিল। তার জন্য প্রকাশিত হওয়া জরুরী যে তাঁর পবিত্র শরীরের ছায়া সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোর সামনে পড়ত না। কেননা ছায়া কোন জড়বস্তুর হয় কিন্তু খোদা তায়ালা হুজুরের সমস্ত শরীরকে জড়বস্তু থেকে পবিত্র করে বিশুদ্ধ নুরে পরিণত করেছেন। এই কারণে তাঁর ছায়া পড়ত না। (আফ্‌জালুল কোরা, পৃঃ ৭২)

৭। আল্লামা সোলায়মান জুমাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ করেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীরের কোন ছায়া সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোতে পড়ত না। (ফাতুহাতে আহমাদিয়া - শারাহ হামাজিয়া - পৃঃ ৫)

৮। শাইয়েখ মুহাক্কিক শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ করেছেন যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ছায়া সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোতে পড়ত না। (মাদারেজুন নবুওয়াত, ১ম খণ্ড ২১ পৃঃ)

৯। হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ করেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ছায়া ছিল না। ইহার কারণ প্রকাশ্য জগতে প্রত্যেক দ্রব্য হ'তে তাঁর ছায়া খুবই সুক্ষ বা পবিত্র। নবী পাকের মর্যাদা এই যে সৃষ্টি জগতে তাঁর অপেক্ষা সুক্ষ বা পবিত্র সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং কেমন করে তাঁর ছায়া দৃষ্টি গোচর হবে। (মাকতুবাদ, তৃয় খণ্ড, ১৪৭ পৃঃ, ২য় খণ্ড - ১৮৭ পৃঃ, ২৩৭)

১০। আল্লামা শাইয়েখ মহম্মদ ত্বাহির এরশাদ করেছেন যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের মধ্যে একটি নাম নুর। তাঁর বৈশিষ্ট এই যে হুজুরের ছায়া রোদ্রে বা জ্যোৎস্নাতে পড়ত না। (জুবদাতু শারাহ শাফাহ, মাজমুয়া বিহারুল আনওয়ার, তৃয় খণ্ড, পৃঃ ৪০২)

১১। ইমাম রাগিব আস্‌ফাহানী (৪৫০ হিঃ) এরশাদ করেছেন যে বর্ণিত আছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন চলা ফেরা করতেন তখন তাঁর ছায়া হত না। (আলমুফ্‌রাদাতুল মুরাগিবুল আসফাহানী পৃঃ ৩১৭)

১২। সাহেব সিরাতুল হালবিয়া (বিখ্যাত সিরাতে শামী নামে) বর্ণনা করেছেন যে হুজুর যখন সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোতে চলাফেরা করতেন তখন তাঁরা ছায়া হত না কেননা তিনি ছিলেন নুর। (সিরাতে হালবিইয়া, ২য় খণ্ড, ৯৪ পৃঃ)

১৩। ইমাম তাকিউদ্দিন সাবকি আলায়হির রহমা বলেছেন যে খোদা রহমান তাঁর ছায়া জমিনে পড়া হ'তে পবিত্র করেছেন। তাঁর ছায়াকে পদদলিত হ'তে পবিত্র করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে। (সিরাতে হালবিদয়া, ২য় খণ্ড, ৯৪ পৃঃ)

১৪। আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (১১১৪ হিঃ) এরশাদ করেছেন যে চলা ফেলা করার সময় সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোতে তাঁর ছায়া ছিল না। (আমিউল ওসাইল, ১ম খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ)

১৫। ইমাম শাইয়েখ আহমদ মুনাবি ও ইহাই বর্ণনা করেছেন। (শারহুল শামায়েল নিল মুনাবি, ১ম খণ্ড ৪৭ পৃঃ)

১৬। ইমামুল আরেফিন মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন যে যখন ফকীরের দরবেশী ফানার পোষাক পরিধিত হয় তখন ও নবী পাকের মত ছায়া ও অন্তর্ধান হয়ে যায়। (মসনবী মা'নবী দফতর পাঁচ)

১৭। ইমামুল মুহাদ্দেসীন হযরত শাহ আব্দুল আজিজ ইবনে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী আলায়হিমার রহমা এরশাদ করেছেন যে যে সব বিশেষত্ব নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে একটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই যে তাঁর ছায়া জমিনে পড়ত না। (তাফসীরে আজিজী, পারা ৩০, ২১৯ পৃঃ)

১৮। কাজী সানাউল্লাহ পানীপাত্তী বলেছেন আওলিয়ায়ে উম্মতের দৃষ্টিতে ও বর্ণনা মতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন ছায়া ছিল না।

ইহা ছাড়া ও সাহাবায়ে কেরাম হ'তে আরম্ভ করে অদ্যাবধী মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাস ও আকিদা দৃঢ়ভাবে পোষণ করে আসছেন যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীরের কোন ছায়া ছিল না।

অস্বীকার কারীদের প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ-

প্রশ্ন ঃ- যে মানুষ ইহা বলে যে ছায়া জড় বস্তুর হয় আর তাঁর শরীরের মাথা হ'তে পা পর্যন্ত নুরের তিনি ভূলে গেছেন যে হুজুর ত্বায়েফে ও ওহুদের যুদ্ধে জখম হয়েছিলেন। যদি চাঁদ বা সূর্য্যের আলোর প্রতি পাথর ছোড়া হয় তবে কি ইহা জখমী হবে ? জড়বস্তুর আঘাত জড়বস্তুর উপরই হয় না সুক্ষ জিনিষের উপর হয় ? (দেওবন্দী, মাহনামা তাজ্জাল্লী, হাসিল ৩৯)

উত্তর ঃ- নবীয়ে দোজাহান হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বে - মেসল সৃষ্টি। অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে যার কোনই উদাহরণ নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন – "লায়সা কামিস্লিহি শায়উন।" অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মেসল বা উদাহারণ কিছু নাই। রাহমাতুল্লীল আলামীন বলেন – আইউকুম মিসলি —— অর্থাৎ আমার মেস্ল বা উদাহারণ কে আছে ? তিনি ছিলেন নুরী - বাশীর। এই কারণেই তাঁর মাধ্যমে নুরানিয়াত বা জ্যোর্তিময়তা যেমন প্রকাশ পেয়েছে সেরকমই বাশারিয়াতের গুণাবলী ও প্রকাশিত হয়েছে। নুরী রূপে মিরাজের রাত্রে সপ্ত আসমান পরি ভ্রমণ করে ফেরেস্ত াদের সীমা অতিক্রম করে লা মাকানে খোদার দীদার লাভ করে স্বশশীরে ক্ষনকের মধ্যে আবার মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। আবার মনুষ্য গুণাবলীতে ত্বায়িফে ও ওহুদ প্রান্তরে জখমী হন রক্ত ঝরান। ইহা আদর্শ পূর্ণ চরিত্রের এক মহান দিক। ইহা আদর্শ চরিত্রের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা থেকে যেত। হিংসার দৃষ্টিতে গুণাবলী ও দোষে পরিণত হয়। আবু জাহেল হিংসার দৃষ্টিতে নবী পাকের কোন গুণ দর্শন করে নাই, স্বচক্ষে মোজেজা দর্শন করেও যাদু বলে উপহাস করেছে। আবু জাহেলের যারা গোলাম বা অনুসারী তারাও নবী পাকের মর্যাদার দর্শনে হিংসাতে জ্বলে তার মধ্যে দোষই দর্শন করে। তৌহিদের নামে তারা নবী বা ইসলামের দুষমন।

নবী পাকের পবিত্র শরীরের ছায়া না হওয়া একটি জীবন্ত মোজেজা যেমন হযরত মুসা আলায়হিস সালামের হাতের মোজেজা ছিল। তাঁর হাতকে বগলে রাখার পর বের করলে সূর্য্যের রৌশনীর মত আলো হত, অথচ তা আসলে হাত। সাধারণ দৃষ্টে দেখি আলো সূর্য্য বা চন্দ্র বা বাতি হ'তে হয়, না কোন কঠিন বস্তু হ'তে হয় ? কিন্তু ইহা পবিত্র কোরআন হ'তে প্রমাণিত। আবার মুসা আলায়হিস সালামের লাঠি, যা সাধারণ দৃষ্টে লাঠি কিন্তু যখন মুসা আলায়হিস সালাম তা নিক্ষেপ করতেন তখন তা সর্পে পরিণত হত এবং যাদুগীরদের সমস্ত যাদুকে পেটের মধ্যে পুরে নিত আবার মুসা আলায়াহিস সালাম হাতে ধরলে তা লাঠিই হত।

এ রকমই হযরত ঈসা আলায়াহিস সালাম বহু দিনের পূর্বের হাড়, মাংস পচে যাওয়া মানুষকে জীবিত করতেন। ইহা স্বাভাবিক ভাবে কেমন করে সম্ভব। কিন্তু ইহা ছিল ঈশা আলায়াইস সালামের মোজেজা।

সে রকমই দাউদ আলায়হিস সালামের হাতের মধ্যে লোহা মোমের মত হয়ে যেত। ইহা সাধারণ দৃষ্টে কি সম্ভব ? হযরত ইব্রাহিম আলায়াইস সালাম স্বশরীরে এই জড়দেহ নিয়ে আগুনের মধ্যে হতে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় ফিরে আসা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল ? কিন্তু ইহা ছিল মোজেজা। সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে নবীগণের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব নয়।

আর নবী পাক ছিলেন নবীগণের নবী, শ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর দ্বারা অগণিত মোজেজা প্রকাশিত হয়েছে যা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের মত মানুষের চিন্তারও বাইরে। সিদ্দিকে আকবর যিনি নবীগণের পরে শ্রেষ্ঠ মানব তাঁকে নবী পাক বলেন – "হে আবু বাকার, আমার হাকিকাত আমার রব ছাড়া কেউ জানে না।" বহু হাদীস হ'তে প্রমাণিত ও বর্ণিত যে হুজুর পাকের পবিত্র শরীরে কোন মসা, মাছি বসত না। তাঁর শরীরের ঘর্ম হ'তে মেশক এর মত খোশবু বের হত। আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পতিত হওয়া, শুকনা গাছ উসতুনে হান্নানা নবীর পাকের বিচ্ছেদে শিশুর মত ক্রন্দন করা প্রভৃতি বহু মোজেজা দৃষ্টি হয়েছে যা স্বাভাবিক ভাবে চিন্তার বাইরে। স্বাভাবিক ভাবে নবী বা নবীর কর্মকে বিচার করলে সে বোকার রাজ্যে বাস করছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উলামায়ে দেওবন্দের দৃষ্টিতে ঃ-

১। দেওবন্দীদের সর্দার মৌলবী রশীদ আহমদ গাংগুহী বলেছেন – হক তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নুর বলেছেন এবং একথা তাওয়াতুর থেকে প্রমাণিত যে তাঁর ছায়া ছিল না। প্রকাশ্য কথা এই যে নুর ছাড়া সমস্ত জিনিষের ছায়া হয়। (ইমদাদুস সোলুক, পৃঃ ৮৫, ৮৬)

২। মৌলবী আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী বর্ণনা করেছেন – এ কথা বিখ্যাত হ'য়ে আছে যে আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ছায়া ছিল না। এ জন্য যে আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাথা হ'তে পা পর্যন্ত নুর ছিল। (শুকরুন্ নো'মাতে বেজিকরীর রহমা - পৃঃ ৩৯ হাওলা আজজিকরুল জামিল)

৩। জনাব মুফতী আজিজুর রহমান দেওবন্দী এক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন – প্রশ্ন – (পৃঃ ১৪৬৩) – কোন হাদীস হ'তে প্রমাণিত যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ছায়া পড়ত না ? উত্তর – ইমাম সিউতী খাসায়েসে কোরার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ছায়া ছিল না হাদীস বর্ণনা করেছেন। – হযরত জাকওয়ান হ'তে ইমাম তিরামিজি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে সূর্য্য ও চন্দ্রের আলোতে নবী পাকের কোন ছায়া দৃষ্টি গোচর হয় নাই। (নাফী জিল্ল)

৪। তাওয়ারিখে হাবিবে ইলা – মুফতী ইনায়েত আহমদ লিখছেন যে তাঁর শরীর নুর ছিল এ জন্য তাঁর কোন ছায়া ছিল না। (আজিজুল ফাতাওয়া – ৬ খণ্ড, ২০৩ পৃঃ)

সর্বশেষে বর্তমান জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুহাক্কিক মুজাদ্দিদ ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আলা হযরত ফাজেলে বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কয়েকটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে দলিলসহ কারে প্রমাণ করেছেন যে কেবল সাধারণ মানুষের ধ্যানে জ্ঞানে নহে ইমামগণের বর্ণনায় দৃষ্টিতে ও মতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীরের কোন ছায়া ছিল না প্রমাণিত করেছেন। (কামারুত্তীমাম ফি নাফিজ জিল্লি আন সাইয়ে দিল আনাম)

সুতরাং উপরুক্ত হাদীস হ'তে উলামায়ে কেরামের মন্তব্যে ও মতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীরের কোন ছায়া ছিল না। ইহার তাঁর বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট যা অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। এখানেও তিনি বে- মেস্‌ল। ইহার দৃষ্টান্ত উদাহারণ সৃষ্টি জগতে পাওয়া বা হওয়া অসম্ভব।

ক্রমশঃ

লিখ, পড়ো, শেখো
মূর্খ থেকো না
মূর্খতা অভিশাপ

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ

(আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু আনহু)

---- মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী মানজারী

পূর্ব প্রকাশিতের পর ----

ওহ্ যো না থে তো কুছ না থা
ওহ্ যো না হো তো কুছ না হো
যান হ্যায় ওহ্ জাহান কি যান হ্যায় ওহ্ তো জাহান হ্যায়
খাওফ্ না রাখ রাজা যারা তু হ্যায় আবদে মুস্তাফা –

তেরে লিয়ে আমান্ হ্যায় তেরে লিয়ে আমান হ্যায়।

চৌদ্দশত হিজরীর মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেজা খান বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০ই শওয়াল ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৫৬ খ্রীঃ উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে এক ধর্মীয় শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বিসমিল্লাহ পড়ার সময় আলিফ, বা, তা, সা পড়ার সময় লাম আলিফের লামের সঙ্গে আলিফ যুক্ত কেন প্রশ্ন করেন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে এক আরববাসীর সঙ্গে উচাংগের আরবী ভাষাতে ব্যাকালাপ করেন। আট বৎসর বয়সে দারসী কিতাব হিদায়া তুণহের আরবী ভাষায় শারাহ লিখেন।

দশ বৎসর বয়সে উসুলে ফেকাহের কঠিন কিতাব মুসাল্লামুস সবুতের শারাহ রচনা করেন। তের বৎসর দশ মাস মাস পাঁচ দিনে সমস্ত দারসী বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফারেগ হন। এবং শিক্ষা দেওয়া ও ফাতাওয়া দেওয়ার জিম্মাদারী গ্রহণ করেন। তারপর খোদা প্রদত্ত শক্তিতে এবং নিজের অধ্যায়নে পূর্ব্ব পশ্চিমী বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী অর্জন করেন। বাইশ বৎসর বয়সে নিজ পীরের নিকট বায়েত ও খিলাফৎ প্রাপ্ত হন।

নিজের পীর মুর্শিদ গর্ভ করে বলতেন কিয়ামতের দিন খোদা যদি প্রশ্ন করেন – হে আলে রাসুল দুনিয়া হ'তে কি এনেছে ? তখন আমি আহমদ রেজাকে পেশ করে দিব। মাখদুমে জাহাঁ শাইখ শারফুদ্দিন আহমদ ইয়াহ ইয়া মুনীরীর গদ্দীনাশীন জনাব হুজুর শাহ আমীন আহমদ ফিরদৌসী সাজ্জাদানাশীন খানকাহ মোয়াজ্জাম বিহার শরীফের সভাপতিত্বে পাটনায় এক ঐতিহাসিক জলসায় অবিভক্ত ভারতবর্ষের উলামা মাশায়েখের এবং খানকাহের সাজ্জাদানাশীনদের উপস্থিতিতে ইমাম আহমদ রেজাকে ১৩১৮ হিজরী মোতাবেক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চর্তুদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

১৩২৪ হিজরী মোতাবেক ১৯০৬ খ্রীঃ মক্কা মুয়াজ্জামা ও মাদিনা মানুওয়ারা এবং অন্যান্য দেশের উলামা মাশায়েখগণ ইমাম আহমদ রেজাকে মুজাদ্দিদ হিসাবে স্বীকার করেন এবং আলা হযরতকে ইমামুল আইয়েম্মা নামে ভূষিত করেন।

১৩৩০ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ খ্রীঃ তিনি কোরআন শরীফের সহিহ তরজমা উর্দূ ভাষায় কানজুল ইমান লিপিবদ্ধ করেন। তারপর বার খণ্ডে ইসলামী ফেকাহের কিতাব ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া সমগ্র পৃথিবীকে দান করেন।

ফিলো সাফীদের জগন্য ভূল ধারনার সঠিক উত্তর দিতে গিয়ে ইমাম আহমদ রেজা নিওটন, কোপারনিকাস, কেপলাম আইন ইস্টাইন প্রভৃতি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভূল দর্শনকে তাদের উসুল হ'তে রদ করেন। আমেরিকার বিখ্যাত জ্যোতিষী প্রফেসার এফ পের্টার ভূল ভবিষ্যত বাণীর ধজ্জাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন।

আলীগড় মুসলীম ইউনিফার সিটির ভায়েস চ্যানসেলার অংকের সুপণ্ডিত সার জিয়াউদ্দিন কঠিন অঙ্ক যা তাঁর পক্ষে সমাধান অসম্ভব হয়েছিল তার সমাধান ইমাম আহমদ রেজা করে দিয়েছিলেন যাতে আশ্চর্য হয়ে তিনি বলেছেন নোবেল পুরস্কারের ইমাম আহমদ রেজাই হকদার।

চন্দ্র মাসের হিসাবে ৬৭ বৎসর কয়েক মাস বয়স নিয়ে ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৮শে অক্টোবর ১৯২১ খ্রীঃ দারে ফানী হ'তে আখে রাতের দিকে রেহলাত করে গিয়েছিলেন।

মুজাদ্দিদ সম্মন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ঃ- ১২৯৯ হিজরী রজব মাসে মৌলবী আবু আলি মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব সাহেব জনাব মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব লাখনবী ফিরিঙ্গী মহল্লী মরহুম মাগফুরের নিকট ঐ হাদীস সম্মন্ধে ফাতাওয়া হলব করলে মাজমুয়া ফাতাওয়া ২য় খণ্ড ১৫১ ও ১৫২ পৃঃ উত্তর লেখা আছে তা সংক্ষেপে লিখতেছি। ----

হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুসারে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন। হাদীস

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুসারে শতাব্দীর শেষ না শুরু ধরা হবে ? মুজাদ্দিদের শর্ত কি ? প্রথম শতাব্দীতে কে কে মুজাদ্দিদ ছিলেন ? মৌলবী ইসমাইল দেহলবী ও তার পীর সাইয়েদ আহমদ রায় বেরেলী মুজাদ্দিদ হ'তে পারে কিনা ?

আল্লামা লাখনুবী উত্তর প্রদান করেন -----

১। "রাসু মিয়াতিন" হ'তে মুরাদ সমস্ত মুহাদ্দিসের একমত শতাব্দীর শেষ দিক।

২। মুজাদ্দিদের শর্ত হল উলুমে জাহেরী ও বাতেনীর আলিম হওয়া। তাঁর দারস তাদরীস, লিখনী ও ওয়াজ নসিহতে উপকার পাওয়া। সুন্নত জিন্দা করিবেন এবং নিকৃষ্ট বিদায়াত ধংস করিবেন। এক শতাব্দীর শেষ দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে ইলমের ঘোষণা হবে এবং তাঁর দ্বারা বিশ্ববাসী উপকৃত হবেন। যদি শতাব্দীর শেষ না পায় এবং শরীয়ত হাসিল না হয় সে মুজাদ্দিদ হ'তে খারিজ জানতে হবে।

তিনি ইহা শাইখুল ইসলাম বদরুদ্দিন এবং জালালুদ্দিন সিউতী হ'তে নকল করেছেন।

উল্লিখিত বর্ণনা মতে সাইয়েদ আহমদ রায়বেরেলী ও ইসমাইল দেহলবী মুজাদ্দিদ নয়। কেননা সাইয়েদ আহমদ জন্ম ১২০১ হিজরী ও তার মুরীদ ইসমাইল দেহলবীর জন্ম ১১৯৩ হিজরী দুজনের মৃত্যু ১২৪৬ হিজরী। সাইয়েদ আহমদ শেষ শতাব্দী পায় নাই এবং ইসমাইল দেহলবী পেলেও ৭ বৎসরের বাচ্চা। মুজাদ্দিদের শর্ত হল শতাব্দীর শেষ ও শুরুতে মাশহুর হবেন, তার ইলমে সকলের উপকার হবে। পূর্ণ পরিচিত হবেন। দুজনেরই পরিচিতি তের শতাব্দীর মধ্যস্থলে হয়েছিল। তাছাড়া মুসলমানগণ তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং দু'জনেই মুজাদ্দিদ নয়। যারা তাদের মুজাদ্দিদ আখ্যা দেয় তারা মুজাদ্দিদ সম্মন্ধে জ্ঞান রাখেন না।

বর্তমানে ও অনেকে নিজের নিজের পীরকে মুজাদ্দিদ হিসাবে প্রচার করতেছে। ইহা সঠিক নয়। কেননা মুজাদ্দিদের শর্ত না পাওয়া গেলে তাকে মুজাদ্দিদ ঘোষণা করা অন্যায়। মুজাদ্দিদ সম্মন্ধে বুঝার জন্য ইমাম আহমদ রেজার জীবনী পড়া অবশ্য দরকার।

আলা হযরতের মুখস্থ শক্তি ----

জনাব আব্দুর রহিম খান সাহেব ক্বাদেরী রেজবী সুলতান পুরী বর্ণনা করেছেন যখন আমি দিল্লিতে ছিলাম তখন হযরত মাওলানা শাহ কারামাতুল্লাহ খান সাহেবের খিদমতে হাজির হতাম তখন তিনি আলা হযরত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বললেন যে তাঁর ব্যক্তিত্য এমন ছিল যে সমস্ত উলামা প্রতিটি বিষয়ে তাঁর মুহ্তাজ ছিলেন। বিদ্যার যোগ্যতা এমন ছিল যে কোন কিতাব লিখলে চারজন লেখক বসেও তা লিখতে পারত না। (হায়াতে্ আলা হযরত)

মুহাদ্দিসে আযম আলা হযরতের দরবারে হযরত মাওলানা সাইয়েদ মহম্মদ কাছোছাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন – আমি আলা হযরতের দারুল ইফতায় কাম করার উদ্দেশ্যে বেরেলী শরীফে ছিলাম। প্রতিদিন প্রচুর ও আশ্চর্য ধরণের প্রশ্ন আসত। আলা হযরত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম।

নতুন নতুন ফাতাওয়া আসার কারণে আমরা চিন্ত ায় পড়তাম কি উপায় করা যায়। আলা হযরত বলতেন – ইহাও পুরাতন প্রশ্ন, দেখ ইবনো হুমামের ফাতহুল কাদিরের এত পৃষ্ঠায় আছে, ইবনো আবেদীনের রাদ্দুল মুহতারের অমক পৃষ্ঠায় আছে, ফাতাওয়া হিন্দিয়া খায়রীয়ায় অমক খণ্ডের এত পৃষ্ঠায় আছে। আমরা দেখতাম তাঁর বলা খণ্ড ও পৃষ্ঠায় এক চুল পরিমানও প্রার্থক্য আসত না। আমরা আরও আশ্চর্য হয়ে যেতাম। এক বারের ঘটনা ফারায়েজ বিষয়ে – হযরত মাওলামা সাইয়েদ মহম্মদ অঙ্ক বিষয়ে বিশাল পণ্ডিত ছিলেন তার জন্য আলা হযরত তাঁকে ফারায়েজের কর্ম অর্পণ করেছিলেন। সাইয়েদ মহম্মদ সাহেবের বর্ণনা – একবার আমি ১৫ পিড়ির ফারায়েজ সারা দিন হিসাব করে পূর্ণ করলাম, আনা পাই কে কত পাবে সব ঠিক করে আলা হযরতরে ইন্তেজারে ছিলাম। আলা হযরত অভ্যাসমত. প্রতিদিন আসরের নামাজের পর গেটের নিকট বসতেন। সমস্ত ফাতাওয়া পড়াহচ্ছিল। আমিও আমার মুনাসেখার ফাতাওয়াটি পেশ করলাম। প্রথমে প্রশ্ন ইসতিফ্তা শুনালাম, অমক মারা গেল এতজন ওয়ারিশ রেখে তারপর সে মারা গেল এতজন ওয়ারিশ রেখে এ রকম ভাবে পনের পিড়ি এবং জিন্দা ওয়ারিশের সংখ্যা পঞ্চাশ। আলা হযরত ফাতওয়া শুনার পরই বললেন – আমককে এত দিয়েছেন আমককে এত। এত তাড়াতাড়ী উত্তর পাওয়ায় আমি বড়ই আশ্চর্য হলাম বুঝলাম যে তাঁর মেসাল পাওয়া বড়ই মুশকিল।

জামিয়ে হালাত ফকীর জাফরুদ্দিন ক্বাদেরী রেজবী গাফারাহ লাহ বলেন – একবার আলা হযরত পীলিভীত

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং আমার উস্তাদ মাওলানা ওসি আহমদ মুহাদ্দিসে সুরাম এর মেহমান হলেন। কথোপকথনের মাধ্যমে উকুদুদ দুরিয়া ফি তানকীহীল ফাতাওয়াল হামিদিয়া নামক কিতাবের আলোচনা হ'তে লাগল। হযরত মুহাদ্দিসে সুরতী সাহেব বললেন - আমার লাইব্রেরীতে ঐ কিতাব খানা আছে। অবশ্য আলা হযরতের দরবারে প্রচুর কিতাব ছিল এবং প্রতি বৎসর নতুন নতুন কিতাব প্রচুর টাকা খরচ করে খরিদও করতেন কিন্তু উক্ত কিতাবটি তাঁর নিকট ছিল না। আলা হযরত বললেন যাওয়ার সময় কিতাবটি আমাকে দিবেন। মুহাদ্দিসে সুরতী প্রফুল্ল চিত্তে কথা গ্রহণ করে বললেন – কিতাবটি দেখার পর পাঠিয়ে দিবেন কেননা হুজুর আপনার নিকট কিতাবের অভাব নাই আর আমার নিকট গুটি কয়েক কিতাব যার দ্বারা আমি ফাতাওয়া দিয়া থাকি। হযরত সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আলা হযরতের সেই দিনই বেরেলী রওনা হওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এক ভক্তের অনুরোধে সেখানে থাকতে হল। রাত্রিতে উক্ত কিতাবটি যা দু' খণ্ডের বিশাল কিতাব, দেখতে লাগলেন। দ্বিতীয় দিন জোহর নামাজের পর বেরেলী শরীফ যাওয়ার ইরাদা করে সমস্ত আসবাবপত্র ঠিক ঠাক সাজান হল কিন্তু উক্ত কিতাবটি বাইরে রাখলেন। বললেন কিতাবটি মুহাদ্দিস সাহেবকে দিয়ে এস। আমি আশ্চর্য হলাম কিতাবটি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আবার ফেরত পাঠাচ্ছেন কেন ? কোন কথা বলার সাহস হল না। বইটি নিয়ে মুহাদ্দিস সাহেবের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন বাড়ী হ'তে বের হ'তে ছিলেন। আমি আলা হযরতের ইরশাদ গেরামী শুনিয়ে কিতাবটি তাঁকে দিলাম। তিনি চিন্তা করলেন আমি ফেরত দেওয়ার কথা বলেছিলাম বলে কিতাবটি তিনি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন না। তিনি তখনই আলা হযরতের নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন – হুজুর হয়তঃ আপনি দুঃখ করেছেন, কিতাবটি আপনি সঙ্গে নিয়ে যান।

আলা হযরত উত্তর দিলেন – গতকাল বেরেলী শরীফ যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তার সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু কারণ বশতঃ রাত্রিতে থাকতে হয়েছে। কিতাবটি রাত্রে এবং সকালে পূর্ণভাবে দেখে নিয়েছি। মুহাদ্দিস সাহেব বললেন – হুজুর একবার দেখায় কি যথেষ্ট হবে ? আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ওমিল্লাত বললেন – আল্লাহ পাকের ফজল ও করমে আমি আশা করছি দু'তিন মাস তাস পূর্ণ ইবারত আমার মুখস্থ থাকবে এবং ফাতাওয়াতে যেখান কার ইবারত দরকার হবে লিখে দিব। বইটির আলোচ্য বিষয় জীবন ভরের জন্য ইনশায়াল্লাহ মাহফুজ করে নিলাম। এসব ঘটনা হ'তে উপলব্ধি করা যায় তাঁর মুখস্থ শক্তিও ব্রেণ আল্লাহ পাক কতটা দিয়েছিলেন। বিশাল কিতাব এক রাত্রে কয় জন আয়ত্বে আনতে পারেন। তিনি সমস্ত জীবন ঐ কিতাবের সমস্ত ফাতাওয়া স্মরণে রেখে ছিলেন। ইহাই হল খোদা প্রদত্ত বিদ্যা মুজদ্দিদে আযমের ইলম। সমগ্র পৃথিবীর মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাস্বীর ফাকীহ হয়রান হয়ে বাধ্য হয়েই সমগ্র আহলে সুন্নত ও জামায়াত এক বাক্যে তাঁকে মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত হিসাবে সীকৃতি প্রদান করেছেন। তিনিই হলেন চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নত আলা হযরত আহমদ রেজা রাদি য়াল্লাহু আনুহ।

(হায়াতে আলা হযরত)

(ক্রমশঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

জ্ঞান অর্জন করা
অবশ্য কর্তব্য

রাসুলুল্লাহকে বড় ভাই কে বলে ?

— পীরে তরিকত হযরত মাওলানা খলিলুর রহমান মোজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

(দেওবন্দী মাওলানা আজিজুল হক কাসেমী রক্তে রাঙ্গা বালা কোট নামে একটি পুস্তক রচনা করেন তাঁর প্রতিবাদে মাননীয় লেখক রক্তে রাঙ্গা বালাকোট প্রসঙ্গে একটি প্রতিবাদী পুস্তক প্রণয়ন করেন সেই পুস্তক হ'তে ইহা উদ্ধৃত।)

আজিজুল হক কাসেমী সাহেব তাহার "রক্তে রাঙ্গা বালা কোট" পুস্তকের সূচীপত্রে লিখিয়াছেন – রাসুলুল্লাহকে বড় ভাই কে বলে ? সূচীপত্রের উল্লিখিত ভাষায় প্রাণে আশার সঞ্চায় হইয়াছিল যে লেখক সাহেব নিশ্চয় যাহারা "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বড় ভাই বলিয়া থাকে তাহাদের বিরোধীতা করিবেন আলোচনা কালে। কিন্তু হায় আলোচনা কালে তাহাদেরই পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যাহারা নবী পাককে ভাই বলিয়া থাকে। উহাতে তাহার পূর্বোক্ত শীর্ষক নামে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। আলোচনার ভাবধারা অনুযায়ী শীর্ষক নাম দেওয়া উচিত ছিল রাসুলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কেন বড় ভাই বলা হয়। আসলে যাহার গোড়ায় গলদ তাহার আর আলোচনা করার ক্ষমতা কি আছে ?

সুক্ষ বিচারক মণ্ডলী তাহার আলোচনার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করুন। রক্তে রাঙ্গা বালা কোর্টের ৩৮ পৃঃ কাসেমী সাহবে লিখিয়াছেন – "এক্ষনে হযরত ইসমাইল শহীদের) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে কি হিসাবে বড় ভাই বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছি।"

উক্ত পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। – "তখন সাহাবীগণ বলিয়াছিলেন, ওগো আল্লার রসুল জন্তু জানোয়ার এবং বৃক্ষ লতা আপনাকে সাজদা করে, তাহা হইলে তো আমাদের পক্ষে আপনাকে আগে সাজদা করা কর্তব্য। তখন তিনি বলিয়াছিলেন – তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান কর।"

উক্ত পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ করিয়াছেন. – হযরত ইসমাইল শহীদ (রঃ) লিখিয়াছেন যে অর্থাৎ মানুষ সব পরস্পর ভাই ভাই, যিনি বড় বুজর্গ হইবেন তিনি বড় ভাই, সুতরাং তাহার সম্মান বড় ভাইয়ের মত সম্মান করিতে হইবে, মালিক কিন্তু সকলেরই আল্লাহ তায়ালা; এবাদত কেবল তাঁহারই করিতে হইবে। – তাকবিয়াতুল ইমান। উক্ত পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন – "কোরআন শরীফে বলা হইয়াছে মুমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" হাদীস শরীফে বর্ণীত হইয়াছে – রাসুলুল্লাহ নামাজের পর বলিতেন আমি সাক্ষী যে আল্লাহর বান্দাগণ সকলেই পরস্পর ভাই ভাই। আবু দাউদ শরীফ। অন্য হাদীসে বলা হইয়াছে – মানুষ সকলেই আদম সন্তান এবং আদম (আঃ) মাটি হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন। – মেশ্‌কাত শরীফ। নবীর পরের জামানার মুসলমান দিগের সম্পর্কে বলিয়াছেন – আমি কামনা করিতেছি যে যদি আমাদের ভাই দিগকে দেখিতে পাইতাম। – মুসলীম শরীফ। হযরত ওমার রাজি ঃ একবার মক্কা শরীফে ওমরা করিবার জন্য যাইতেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন – ওগো ভাই তোমার দোওয়ায় আমাদিগকে শামিল করিও এবং আমাদিগকে ভুলিয়া যাইও না। – তিরমিজি শরীফ।"

উক্ত পৃষ্ঠায় পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন – "আল্লাহ পাকের কুদরাত দেখুন এবং হযরত ইসমাইল শহীদের কারামত দেখুন সেই কিতাবের শেষ বাক্য হইল হাদীস শরীফের এই কথাটি, – রাসুলুল্লাহ বলিলেন, আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়ন কারী অনেকেই আমাকে প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহারা আমার ভাই। – রেজা খানের আল আমনো ওয়াল উলা।"

কাসেমী সাহেব উপরোক্ত হাদীস কোরআনের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মৌলবী ইসমাইল যে তাকবিয়াতুল ঈমানে বড় ভাই বলিয়াছেন এবং দেওবন্দীরাও মনপ্রাণ দিয়া উহা যে স্বীকার করেন তাহা দোষনীয় নহে বরং পরম পুন্যের উহা কাজ, যেহেতু উমদা কিতাবের উহা বাণী।

এক্ষনে সমালোচনায় এই কথা উত্থিত হইবে যে মানুষ সকলেই যখন হযরত আদম আলায়হিস সালামের সন্তান-সন্ততী. তখন সকল নারী পুরুষ পরস্পর ভাই বোন. মুসলমান হিসাবেও সকলেই ভাই বোন। মাতা এক কন্যা উহারা দুই বোন, মাতা ও পুত্র উহারা ও ভাই বোন। পিতা ও পুত্র ইহারা ও ভাই ভাই ; কন্যা এবং পিতা ইহারা ভাই বোন।

সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী অভিধানের কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি আরবী অভিধানের কথা; উহাতে হাদীস কোরআনের বাহিরে সম্পর্ক বিষয়ে অতিরিক্ত ভাষার

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংযোজন করিয়াছেন ? মাত্র দুইটি শব্দ সংযোজন করিলেই চলিত। "যথা ভ্রাতা, ভগ্নী। তাহা না করিয়া মাতা পিতা ইত্যাদি অনেক শব্দই সংযোজন করিয়াছেন। যাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করা হয় তাঁহাকে বলা হয় মাতা এবং যাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করা হয় তাঁহাকে বলা হয় পিতা, এই রূপ চাচা খালা ইত্যাদি অনেক সম্পর্কের উল্লেখ আছে। উহা হাদীস কোরআনের ব্যতিক্রম ঘটে কি ? হাদিস কোরআনে মাতা পিতা আদি সম্বন্ধের কথাও আছে।

হাদীস কোরআনের অলঙ্ঘনীয় আইন অনুসারে কাসেমী সাহেব যে কোটেসন দিয়াছেন তদানুযায়ী বাবাকে দাদা বা ভাই ধরিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বৌদি বা ভাবী বলা অথবা মাতাকে দিদি ধরিয়া তাঁহার স্বামীকে জামাইদা বলা একান্ত উচিত। হাদীস কোরআনের আইনজ্ঞ কাসেমী সাহেব প্রায়ই তদ্রুপ উক্তি করিতেন। মাতাকে দিদি বা বৌদি এবং পিতাকে দাদা বা জামাইদা বলাতে কোন দোষ নাই। উহাতে কোন উদ্ধৃত প্রকৃতির লোক তাহার বালা ও কোট মারের চোটে রক্তে রাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। আহা বেচারার দুঃখের অবধি নাই। এবং তৎ কারণেই ইসমাইল দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ও আব্দুল হাইকে মুসলমানেরা খুন করিয়া জাহান্ নামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য দেওবন্দীরা আজিও কাঁদিতেছে হায় শহীদ, হায় শহীদ।

সকল জ্ঞানীজনই স্বীকার করিবেন যে সকল স্ত্রীলোককে দিদি বা বোন বলার এবং সকল পুরুষকে ভাই বা দাদা বলার ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রম আছে। তদ্রুপ নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লামের ক্ষেত্রে ও ব্যতিক্রম আছে। রক্তে রাঙ্গা কাসেমী সাহেবের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বড় ভাই হইলে। অবশ্যই তাঁহার পাক পবিত্রা স্ত্রীগণ হইবেন ভাবীজান। আসতাগ ফেরুল্লাহ। কোরআন শরীফের বাণী – মহান নবী মোমেনদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়; এবং তাঁহার পাক পবিত্রা স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা।" কাসেমী সাহেব নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্রা স্ত্রীগণ কোরআনের বাণী অনুযায়ী হইতেছেন মাতা এবং নবী পাক হইলেন আপনাদের বড় ভাই বা জেষ্ঠ্য ভ্রাতা ! আশ্চর্য।

আপনারা কি ছাগুলে জাত ? মাতার স্বামীতো পিতা। না কোরআনের বাণী মানেন না ?

কোরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফের বাণী সাহাবায়ে কেরামগণের সময় অবতীর্ণ বা প্রদত্ত। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামগণের, তাবে তাবেয়ীগণের, ইমামগণের বা বার শত বৎসর যাবৎ কোন মুসলমানের নবীয়ে পাককে বড় ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এমন নাজির কেহ পেশ করিতে পারেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বার বার জানাইয়াছেন যে আমি তোমাদের ভাই। রওজায়ে আতহারের মধ্যে বোধ হয় তজ্জন্য তিনি সর্বদা কাঁদিতেছেন ? তায় সাইয়েদ আহমদ ভাই ইসমাইল দেহলবীভাই, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ভাই রাঙ্গা অধ্যাপক আজিজুল হক কাসেমী ভাই প্রমুখ সরকারী ভাইয়েরা তাঁহারা আশাপূর্ণ করিয়া বড় ভাই বলিয়া বেইমানের শ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন। আর একবার বালা কোটের রনাঙ্গন খোলা হইলে আজিজুল হক কাসেমী ভাই তাঁহার প্রাপ্য যথাযোগ্য স্থানে পাইবেন।

জনাব কাসেমী ভাই জানাইয়াছেন – "আল্লাহ পাকের কুদরাত এবং ইসমাইল ভাইয়ের কারামত আমাদের দুষমন রেজা খানের আল আমনো ওয়াল উলা পুস্তকেও পাওয়া যায়, ঐ পুস্তকের শেষ বাক্য হইল আমার প্রতি ইমান আনয়ন কারী ..... তাহারা আমার ভাই।" আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন্ উদ্দেশ্যে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা না লিখিয়া উহাতে তিনি ইসমাইল ভাইয়ের কারামত দেখিতে পাওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। আর বিচারক পাঠক বর্গকে ফেলিয়াছেন বিপদে তাঁহাদের মেমারী মাদ্রাসার বিশ্বকোষে গিয়া কি "আল আমনো ওয়াল উলা" পুস্তক পড়িয়া দেখিয়া আসিতে হইবে ? আসলে কাসেমী ভাই সাহেব চাহিতেছেন নবী পাককে ভাই করিতে আর আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন আমি কাহাকেও আমার প্রিয় নবীকে ভাই বলিতে দিব না। আল্লাহর রায়ের উপর কাহারো বলিবার কিছু নাই। তওবা করিয়া ফিরিয়া আসুন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক পরোক্ষ ভাবে মোমেনদের পিতা বলিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা ইসমাইল দেহলবী এবং তদীয় পুস্তক "তাকবিয়াতুল ঈমান"

— আইউব মল্লিক মুজাদ্দেদী

মাওলানা ইসমাইল ইবনে হযরত আব্দুল গণী ইবনে হযরত অলি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ফারুকী নকশবন্দী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। হযরত আব্দুল গণী রহমাতুল্লাহি আলায়হির আরও তিনজন ভাই ছিলেন – (১) হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (২) হযরত শাহ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিসে দেহলবী (৩) হযরত শাহ আব্দুল ক্বাদির রহমাতুল্লাহি আলায়হিম। তাঁরা মাওলানা ইসমাইল সাহেবের চাচা ছিলেন। তার কোন সহোদর ভাই ছিল না। সব ভাই তার চাচাত। চাচাদের মধ্যে কেবলমাত্র শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের ছয়জন পুত্র সন্তান ছিল – (১) মহম্মদ ঈসা (২) মুস্তাফা (৩) মাখ্সুসুল্লাহ (৪) মহম্মদ হোসাইন (৫) মহম্মদ মুসা (৬) মহম্মদ হাসান।

মাওলানা ইসমাইল সাহেবের লিখিত পুস্তক "তাক্বিয়াতুল ঈমান" বিষয়ে আল্লামা শাহ হযরত মাওলানা আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "ইসমাইল দেহলবী আউর তাকবিয়াতুল ঈমান" পুস্তকের নয় পৃষ্ঠায় শুভারম্ভে মন্তব্য করেছেন। – "হযরত ইমামে রব্বাণী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ্মাতুল্লাহি আলায়হির জমানা হ'তে ১২৪০ হিজরী পর্যন্ত ভারতের মুসলিমগণ দুটি দলে বিভক্ত ছিলেন। ১ম আহ্লে সুন্নাত ওয়া জামায়াত, ২য় শিয়া। তারপর মাওলানা ইসমাইল দেহলবীর প্রকাশ হল। মহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদীর সঙ্গে তার যোগাযোগ হল এবং তার লিখিত "রাদ্দুল ইশরাক" কে "তাকবিয়াতুল ঈমানে" রূপান্তরিত করেন। এই পুস্তক প্রকাশের পর ধর্মীয় স্বাধীনতার পথ প্রশস্থ হয়ে পড়ল। কেউ গায়ের মুকাল্লিদ, কেউ ওয়াহ্হাবী, কেনউ আহ্লে হাদীস, কেউ নিজেকে সালাফী বলে নিজেকে প্রকাশ করতে লাগল। মুজতাহিদ ইমামগণের মানমর্যাদা যা মনে ছিল তা সমাপ্ত হল। সাধারণ লেখাপড়া ব্যক্তিরা নিজেদেরকে ইমাম বলে দাবী করতে লাগল। আর সর্বাপেক্ষা পরিতাপের দুঃখের বিষয় হল তৌহিদের নামে নবী পাকের তাযীম ও সম্মান ক্ষুন্ন করার সুত্রপাত আরম্ভ হল। এই সব বেয়াদবী বিচ্যুতি ১২৪০ হিজরীর রবিউল আখের এর পর শুরু হয়।"

যে ভাবে ওয়াহাবী মতাদর্শ প্রকাশ হওয়ায় "রাদ্দুল ইশরাক" পুস্তকের ভীষণ প্রতিবাদ প্রকাশ পায়। সে রকমই ভারতীয় উলামায়ে কেরাম তাকবিয়াতুল ঈমান এর তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করেন এবং তীব্র প্রতিবাদের সভা, প্রতিবাদী ফাতাওয়া এবং প্রতিবাদী লেখালেখী আরম্ভ হয়। নিম্নে প্রতিবাদী পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হল যেখানে নাজদী ওয়াহাবী ফেতনার বিরুদ্ধে লিখিত ভাবে জবাব প্রদান করা হয়েছে।

শেখ নাজদীর ভাই আল্লামা সুলেমান ইবনে আব্দুল ওয়াহাব সর্বাগ্নে তাঁর ভাইয়ের অনৈসলামিক মতাদর্শের প্রতিবাদ স্বরূপ পুস্তক প্রনয়ন করেন। ভারতবর্ষেও ইসমাইল দেহলবীর ভাই মাওলানা মাখ্সুসুল্লাহ সাহেব তাকরিয়াতুল ঈমানের ঘোর প্রতিবাদ করেন। মৌখিক চেষ্টার পরেও ভারতীয় রাদ্দুল ইশরাক বন্ধ না হওয়ায় প্রচার করলেন হক ও সত্যাদর্শ। লিখলেন প্রতিবাদী পুস্তক – (১) মঈদুল ঈমান। (২) পাঁচ নং ভাই মাওলানা মোহাম্মদ মুসা লিখলেন সওয়াল জাওয়াব এবং (৩) হুজ্জাতুল আ'মাল ফী আবতা লিল হিয়াল।

৪। মাওলানা ফজলে রাসুল বাদায়ুনী লিখিত বওয়ারিকে মহাম্মদীয়া রদ্দে ফির্কে নাজদিয়া

৫। আল মু'তাকুদুল মুস্তাকদ

৬। তালখীসুল হক

৭। এহক্কুল হক ও ইবতলুল বাতিল

৮। সত্তর্তুরহমান আলা কার্নিশে শয়তান

৯। সয়যুল জাব্বার আলা আদাউল আবরার।

১০। মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রণীত তাহ্কীকুল ফাতওয়া ফী ইবতা-লিত তাগওয়া

১১। এবং ইমতেনাউন নাযীর।

১২। মাওলানা আহমদ সায়েদ মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (১২৭৭ হিঃ) লিখিত তাহকিকুল হক্কুল মবীন ফী উজুবাতি মাসায়ালে আরবাইন।

১৩। মাওলানা সদরুদ্দিন আ-যুরদাহ লিখিত মুনতাহিলুল মকাম ফী শরহে হাদীসে তাশাদ্দুর রেহাল।

১৪। মাওলানা কাদির (১৩২৬ হিঃ) প্রণীত আশ্শাওয়ারিকুস সামাদিয়া (১৫) এ'লায়ে কালিমাতুল হক (১৬) আল ফতুহুস সামাদিয়া।

১৭। মাওলানা গোলাম দাস্তগীর (১৩১৫ হিঃ) প্রণীত তাকদিসুল অকীল আন তাওহীনুর রশীদ ওয়াল খলীল। (১৮) ফিৎনাতুল ওয়াহাবীয়া।

১৯। মাওলানা আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাদ্দীসে খুরাসানী লিখিত আস্‌সুয়ুফুল বারিকহ আলা রউসিল ফা-সিকহ

২০। মাওলানা আহমদ হোসাইল পাঞ্জাবী খলীফা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হির লিখিত - তানযীহুর রহমান আন - শা - ই বাতিল কিযবী ওয়াননুক্‌সান।

২১। মাওলানা নবী বখ্‌স্ লাহোরী লিখিত আর্রমহুদ্দা ইয়ানী আশা রাসিল ওয়াস ওয়াসিশ শয়তানী।

২২। মাওলানা মুখলিসুর রহমান চাটগামী - ইসলামাবাদীর লিখিত শরহুসসুদূর ফী দা-ফিইশ শুরুর (ফারসী)

২৩। মাওলানা মহম্মদ সুলতান কটোকী প্রণীত তাম্বীহুল গুরুর

২৪। এবং মী-যানুল আদালাহ ফী ইসবাতিশ শাফাআহ

২৫। মাওলানা কারিমল্লাহ দেহলবী প্রনীত হা-দিউল মুদল্লীন

২৬। মাওলানা হাকীম ফখরুদ্দিন এলাহবিাদী প্রণীত ইযালাতুশ শকুক ওয়াল আওহাম

২৭। মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী গুলশানাবাদী প্রণীত "শরহে তোহফায়ে মহাম্মদীয়া দররদ্দে মুরতাদিয়া"

২৮। মাওলানা সৈয়েদ হায়দার শাহ (কস্‌সভোজ) প্রণীত "যুলফিকরুল হাযদারিয়া আলা আ'লাকিল ওয়াহাবীয়া"

২৯। মাওলানা আহসান পেশাওয়ারী প্রণীত "তাহকীকে তাওহীদ ও শির্ক" (ফারসী)

৩০। মাওলানা শেখ আবিদ সিন্ধী মাদানী প্রণীত "হায়াতুন নবী" সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

৩১। মাওলানা মুফতী সিবগাতুল্লাহ মাদরাসী প্রণীত "গুলযারে হেদায়াত।"

৩২। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহারানপুরী প্রণীত "তোহফাতুল মিসকিন ফী জনাবে সাইয়েদিল মুরসালীন।"

৩৩। মাওলানা খলীলুর রহমান ইউসুফী মুস্তাফাবাদী প্রণীত "রিসামুল খায়রাত এবং (৩৪) তাহলীলে মা-আল্লাল্লাহ ফী তাফসীরে মা আহলে বা-লিগইরিল্লাহ"

৩৫। মাওলানা মুহিব আহমদ বাদায়ুনী প্রণীত "আততাওয়ারী কুল আহমাদিয়া" ফারসী

৩৬। মাওলানা তোরাব আলী লাখনাবী প্রণীত "সাবীলুন নাজাহ ইলা তাহসীলুল ফালাহ"

৩৭। সাইয়েদ লুৎফুল হক আবটালবী প্রণীত সলাহুল মু'মীনীন ফী কতাইল খারিজীন"

৩৮। মাওলানা অজীহা সাহেব, শিক্ষক আলিয়া মাদ্রাসা কলিকাতা প্রণীত "নিযামুল ইসলাম।"

৩৯। মাওলানা যহুর আলী সাহেব প্রণীত "তাহকীকুল হাকীকাহ"

৪০। মাওলানা মহম্মদ হাসান প্রণীত "হিফজুল ঈমান রদ্ধে তাকরিয়াতুল ঈমান।

৪১। মাওলানা আসলামী মাদ্রাসী প্রণীত "সফীনাতুন নাজাত"।

৪২। মাওলানা সৈয়েদ বদরুদ্দিন মুসাবী হায়দ্রাবাদী প্রণীত "ইহ্‌কুল হক।"

৪৩। মাওলানা আব্দুর রহমান সিলহট্টী প্রণীত "সাইফুল আবরার আল মাসলুল আলাল ফুজ্জার"

৪৪। মাওলানা নাসীর আহমদ পেলাওয়ারী প্রণীত ইহ্‌কুল হক"

৪৫। "আশয়ারুল হক ফী রদ্দে আলা মিঅয়ারুল হক" – লেখক মুফতী মহম্মদ ইরশাদ হুসেন রামপুরী

৪৬। মাওলানা ওয়াসী আহমদ সূরাট প্রণীত "জামিউশ শওয়াহিদ ফী ইখরাজিল ওয়াহাবিঈন"

৪৭। মুফতী কাজী ফজলে হক লুধিয়ানবী প্রণীত "আন ওয়ারে আফতাবে সদাকাত"

৪৮। মাওলানা মহম্মদ গওস হাযারী প্রণীত "তারিখে ওয়াবিয়া"

৪৯। মাওলানা আব্দুল্লাহ বিহারী প্রণীত "উজালাতুররাকিব ফী ইমতেনায়ে কিযবুল ওয়াজিব।"

৫০। মাওলানা মুহাইয়ুদ্দীন বাদায়ুনী প্রণীত "শামসুল ঈমান"

৫১। ফজলে রাসুল বাদায়ূনী দ্বারা রচিত "তাহকীকুল হাকিকত"

৫২। মাওলানা আব্দুস সামী রামপুরী খলিফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি দ্বারা রচিত "আনওয়ারে সাতি আহ

৫৩। মাওলানা আব্দুল উলা মহম্মদ খয়রুদ্দিন মাদ্রাসী দ্বারা রচিত "খায়রুয্ যাদ লিয়াওমিল মাআদ"

৫৪। মাওলানা মুয়াল্লীম ইব্রাহীম দ্বারা রচিত (খতীব জামে মাসজীদ) "নিয়মুল ইন্তেবাহ্ লিদাফয়িল ইশতেবাহ"

৫৫। মাওলানা মহম্মদ ইউনুস অনুবাদক আদালাতে শাহী দ্বারা রচিত "দফউল বুহতান"

৫৬। মাওলানা কাবী মহম্মদ হুসেন দ্বারা রচিত "হেদায়াতুল মুসলিমীন ইলা তরীকিল হককি ওয়াল ইয়াকীন।"

৫৭। অজানা অচেনা বেনামী বান্দা দ্বারা রচিত "সহীহুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈমান"

৫৮। মাওলানা নকী আলী খান দ্বারা রচিত "তাযকিয়াতুল ঈকিন রদ্দে তাকবিয়াতুল ঈমান।"

৫৯। আস্ সইকাতুর বিয়াহ আলাল ফিরকাতিল ওয়াহাবিয়া

৬০। মাওলানা মহম্মদ হাসানজান মুজাদ্দেদী সারহেন্দী দ্বারা রচিত "আল উসুলুম আরবায়া ফী তারদীদিল ওহাবীয়া।

৬১। মাওলানা আহমদ আলী মাও (U.P.) দ্বারা রচিত "আবাতিলে ওয়াহাবীয়া আয় আলা উসুলুল আরবায়া।"

৬২। মাওলানা নিযামুদ্দীন মুলতানাবী দ্বারা রচিত "সাইফুল আবরার"

৬৩। মাওলানা মনসুর আলী সাহেব দ্বারা রচিত "ফাতহুল মুবীন" রদ্দে যযারুল মুবীন ফী-রদ্দে মুগালিতাতুল মুকাল্লিদীন"

৬৪। মুফতী নুরুল্লাহ মানাসিরবেগ দ্বারা রচিত "হেদায়াতুল ওয়াহাবিইয়ীন"

৬৫। মাওলানা আবু সাঈদ মুফতী মহম্মদ আমীন সাহেব (পাক দ্বারা রচিত – "তায়ারুফে তাকবিয়াতুল ঈমান"

৬৬। সদরুল আফাজীল মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি দ্বারা রচিত "আতীবুল বায়ান"

৬৭। ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ রেজা খান ফাজিলে বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি দ্বারা রচিত "সুবহানাস সুব্বুহ আন আইবে কিযবে মাকবুহ"

৬৮। আযাদ কি কাহানী ৫৬ পৃঃ হ'তে ফায়েজ আহমদ বাদায়ূণী

৬৯। জনাব মাওলানা মুনাও ওয়ারুদ্দীন দেহলবী ১২৭৩ হিঃ রচিত "আযাদ কি কাহানী" ৫৬ পৃঃ

৭০। "মাওলানা ইসমাইল দেহলবী আর্ডর তাকবিয়াতুল ঈমাম" প্রণয়নে হযরত শাহ আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়াহি।

সুন্নীয়াত ও ওয়াহাবীয়াত বিষয়ে গবেষকদের সুবির্ধাতে এবং সর্ব সাধারণের হক ও সত্য উপবদ্ধি এবং ওয়াহাবী ফেৎতার খারাপী সম্মন্ধে জানার জন উপরুক্ত বোর্জগানে দ্বীন রহমাতুল্লাহি আলায়হিমদের পুস্তক তালিকা প্রদান করা হল। একজন লেখকের লেখনী কত বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে যে অবিরাম প্রতিবাদ হচ্ছে এবং হবে কিন্তু তবুও ব্যক্তি পূজারীগণ তাকরিয়াতুল ঈমানের তাকলীদ করা আবশ্যক ভেবেই বসে আছে। বড় দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় যে এই রদ বা প্রতিবাদ সম্বলিত বইগুলির মধ্যে ১০/২০ খানা ও কি মাওলানা ইসমাইল দেখতে পান নাই। বিশেষ করে আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদীর লেখা ও আযাদ সাহেবের নানার আরবী ভাষায় লিখিত ১০ খণ্ডে বিস্তারিত "নাজমে লিরজুমিকা শায়াতিন", ভ্রাতৃগণের রদ্ধ সম্বন্ধে কেতাব, ফজলে বাসুল বাদায়ূনীর কেতাবাদী অবশ্যই গ্রহণীয় ছিল। কিন্তু চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। মনে আছে শয়তানী কি করবে তোমার পুস্তক খানী। ঈমান যায় আমল বিনষ্ট হয় কিন্তু নাজদী না যায়।

সমস্ত মুসলমানদের ভাইদের আবেদন নাজদী ফেৎনা হ'তে দেওবন্দী ওয়াহাবী ফেৎনা হ'তে তাকবিয়াতুল ঈমানের ঈমান বিধ্বংসকারী কর্ম হ'তে ঈমান ও আমলকে রক্ষা করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলাম এবং এডস

মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

বিশ্বনবী আদর্শের নবী সরকারে দো-আলাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিকমতের বাদশা। তাঁর কোন কর্ম হিকমত ছাড়া নয়। তিনি তায় বলতেন যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হত। তাঁর নির্দেশিত কানুন খোদা তায়ালারই হুকুম তা প্রকৃত পক্ষে ফিতরাতের বিরোধী নয় বরং তার হিফাজতকারী। মানবতার মুক্তির দিশারী।

আল্লাহ তায়ালা যে রকম সমগ্র সৃষ্টি জগতের রব, পালনকারী রক্ষাকারী, বিশ্বনবী ও সমগ্র সৃষ্টির রহতম দয়া। তাঁর নির্দেশে আছে হিকমত, দয়া ও উপকার মিশ্রিত। সমস্ত মানুষের আল্লাহ তায়ালার ও তাঁর রাসলের নির্দেশ মান্য করা মানবরক্ষার্থে অবশ্য জরুরী। নিজ মানগড়া কর্ম ও পথ হ'তে দূরে থাকা অবশ্য কর্তব্য।

লাওয়াত্বাত (সমকামিতা) মনুষ্যত্বের ধ্বংস কারী গোনাহ। ইহাকে ঘৃণা করা বা ইহা হ'তে দূরে থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য ফরজ। মুসলমানের জন্য এই নির্দেশ মান্য করা শারয়ী ফরজ। আর্ল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন মজিদে এবং রাসুলে পাকের নির্দেশে তার অনিষ্টতা বর্ণনা করে তা হ'তে দূরে থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

মনুষ্যত্বের অনিষ্টকারী বহু পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে লাওয়াত্বাতের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতিত পায়খানার রাস্তা দিয়া সঙ্গম করাকে উর্দূতে লাওয়াত্বাত বলা হয়। হযরত লুত আলায়হিস সালামের জাতীয় লোকেরা এ কূকর্মে লিপ্ত ছিল। তাদের প্রধান কেন্দ্র সদুম এর নাম অনুসারে ইংরাজীতে Sodomy বলা হয়। উর্দূতে এই কর্মকে সদুমিয়াত আর কর্তাকে সদুমী ও বলা হয়। এই কূকর্মের জন্য লুতজাতী হযরত লুত আলায়হিস সালাম ও পরিবার বর্গ ব্যতিত আল্লাহ তায়ালার গযবে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা ঃ- (সূরা শুয়ারা) (১৬০) লুতের সম্প্রদায় রাসুলগণকে অস্বীকার করেছে। (১৬১) যখন তাদেরকে তাদেরই স্বগোত্রীয় লোক লুত বললেন, তোমরা কিভয় করছো না। (১৬২) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর বিশস্ত রাসুল। (১৬৩) সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো। (১৬৪) এবং আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। (১৬৫) সৃষ্টির মধ্যে তোমরা তো পুরুষদের সাথে যৌন-মিলন করছো। (১৬৬) এবং বর্জন করছো তাদের কেই যাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক পত্নি করে তৈরী করেছেন, বরং তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী। (১৬৭) তারা বলল, হে লূত ! যদি আপনি নিবৃত্ত না হন তাহলে অবশ্যই আপনি নির্বাসিত হবেন। (১৬৮) তিনি বললেন, আমি তোমাদের এ কর্মকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার প্রতিপালক ! আমাকেও আমার পরিবার পরিজনকে তাদের অপকর্ম থেকে রক্ষা করো। (১৭০) অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করলাম। (১৭১) কিন্তু এক বৃদ্ধা ব্যতিত, যে পিছনে রয়ে গেলো। (১৭২) অতঃপর আমি অন্যান্যদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

১৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা সাইয়েদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন ---- ইহার অর্থ ইহাও হ'তে পারে যে সৃষ্টির মধ্যে কি এমন অপকর্ম ও নিকৃষ্ট কাজের জন্য তোমরাই শুধু রয়ে গেলে। বিশ্বে আরো বহু লোকই তো রয়েছে। তাদেরকে দেখে তোমাদের লজ্জা বোধ করা উচিত। আর এ অর্থও হ'তে পারে যে বিয়ের উপযোগী বহু সংখ্যক নারী থাকা সত্ত্বেও এমন অপকর্মে চূড়ান্ত পর্যাসেরই অপবিত্রতা ও অশ্লীলতা। (খাজায়িনুল ইরফান) ইহার পূর্ণ আয়াতগুলিতে প্রতি শব্দ মানুষের মনে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য। বর্তমানে বিশ্বে বহু মানুষ নিজেরা লাওয়াত্বাতের মত খারাপ কর্মের মধ্যে লিপ্ত আছে। অনেক দেশে ইহাকে দোষণীয় কর্ম বলে মনে করে না এবং ইহার উপর বাধা নিষেধ ও আরোপ করে না। কোন দেশে ইহাকে খারাপ কর্ম মনে করুক না করুক আর্ল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে হাদীস পাকে ইহার অনিষ্টতা জোরালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পিছনের রাস্তা দিয়া সঙ্গম করা এ রকম খারাপ কর্ম যে নিজ স্ত্রীর সঙ্গেও ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

হাদীস পাকে হাজির নাযির রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ---- আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমাতের দৃষ্টি দিবেন না যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর পায়খানার রাস্তা দিয়া সঙ্গম করে।

বর্তমানেও উহাকে Unnatwral inter Course বলা হয়। ইহা বড়ই বিপদ জনক এবং এডস রোগের মা।

ডাঃ জিহাদ সিং চোহান Allopathic

pdf By Syed Mostafa Sakib

Diagonosis & Treatment পুস্তকে লিখেছেন ---- সর্বপ্রথম IGN এ কালিফোরনিয়াতে এডস রোগ দেখা যায়। Centre of Disease Contredl Atlanta দু'জন রোগীকে নিউপার্ক এবং দু'জনকে কালিফোরনিয়ায় মৃত্যু বরণ করে কেউ কেউ তাদের নিউমোনিয়াতে মরার ঘোষণা করে কিন্তু আসলে তারা ছিল লাওয়াত্বাত কারী।

তারপর লিখছেন – এডস এর রোগী $\frac{৩}{৪}$ ভাগ থেকেও বেশী 78% রোগী সমকামিতা অর্থাৎ পুরুষ বা মহিলার পায়খানার রাস্তা দিয়া সঙ্গমকারীদের মধ্য হ'তে হয়ে থাকে। পূর্ব জামানায় লাওয়াত্বাতকারীদের মধ্যে সমাজের মানুষের যে অনিষ্টতা ও ক্ষতিকারক অবস্থার সৃষ্টি হত আজ তা এডস আকারে প্রকাশিত।

এডস এর ব্যাপকতা ---- আজ এডস বর্তমানে আধুনিক উন্নত দুনিয়ায় হু হু করে বিস্তার লাভ করছে। মনুষ্যত্বের ইহা বড় বিপদ। বরতানিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, জারমান, যুগস্লোভিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

এডস এর কারণ – এডস এর প্রধান কারণ লাওয়াত্বাতে অর্থাৎ সমকামিতা। তা ছাড়া অবাধ যৌন মিলন, বেশ্যাবৃত্তি, বার ক্লাবে বাধা নিষেধহীন ভাবে নানান স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে মিলন এডস ছাড়াও বিভিন্ন যৌন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলামের নীতি আদর্শকে পিছনে ফেলে রেপরোয়া ভাবে অর্ধউলঙ্গ ভাবে চলাফেরা পৃথিবীতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আজকাল পশ্চিমা দেশগুলি তথা আমেরিকার আধুনিকতার মত্ত হয়ে ১২/১৩ বৎসরের মেয়েরা অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভধারণ করছে। বাবার নামে ছেলের পরিচয় আর হচ্ছে না। কেননা বাবার কোন ঠিকানা নাই। বেশ্যাবৃত্তি করা, তথায় গমনাগমন করা, টিভি, ভিডিওতে ন্যাকেট ছবি প্রদর্শন করে যৌন উত্তেজনা বাড়ানো রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধী নয় লাইসেন্স প্রাপ্ত। এভাবে যৌনাচার বৃত্তি করে অবাধ মিলামিশার সুযোগ করে দিয়ে একজন পুরুষ একাধিক মহিলার সঙ্গে, একজন মহিলা একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে বিভিন্ন রোগ তথা গনোরিয়া, সিফিলিস ও এডস রোগ বিস্তার লাভ করছে। ইসলামে এ রকম অপসংস্কৃতি, অর্ধউলঙ্গভাবে অবাধ মিলামিশা ন্যাকেট ভাবে ছবি প্রদর্শন সবই কঠিন নিষিদ্ধ।

বৈজ্ঞানিকগণ একমত যে বীর্যের (মনির) মধ্যে Immune Suppresor একরকম মাদ্দা হয়। বার বার ঐ মাদ্দার কারণে স্বাভাবিকতার খারাবী হয়। এ কারণে পায়খানার জায়গায় সঙ্গমে এডস হওয়ার সম্ভাবনা বেশী হয়।

এডস এর বিস্তার ঃ- এডস মনুষ্য জীবানী বাহিত রোগ। কিন্তু এডস পুরুষ - পুরুষ এবং মহিলা – মহিলা একত্রে সমকামিতা থেকে বিস্তার লাভ করে। এডস এর জীবাণু রক্ত ও মনির (বীর্যের) মধ্যে হয়। ইহা ছাড়া পেশাব, মায়ের দুধ, জরায়ু হ'তে নির্গত পদার্থ হ'তে হয়। এ জীবানী খুব তাড়াতাড়ি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জখমী বা ক্ষত না পায়। জেনা, লাওয়াত্বাত্তের মত দুকর্মের দ্বারাই অধিকাংশ এ জীবাণু বিস্তার লাভ করে। বীর্য পতিত পওয়ার স্থান জরায়ূ কিন্তু তার পরিবর্তে পায়খানার রাস্তায় পতিত হওয়ায় বেশী ক্ষতির কারণ হ'য়ে থাকে। তা ছাড়া পুংলিঙ্গ খুব নরম এবং দূর্বল কিন্তু পায়খানার রাস্তা শক্ত ও বাঁকা। পুংলিঙ্গকে পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করে বাঁকা ট্যাড়া হ'য়ে বহু কষ্টে প্রবেশ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং বীর্যের সঙ্গে মিশ্রণে ইনফেক্শন হয় এবং এডস, সুজাক প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। পুংলিঙ্গ অর্কমন্য ও হিজড়া অবস্থার সৃষ্টি হয়। মোট কথা এডস এর জীবাণু রক্ত, মনি, মুখের মাধ্যমে সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

মোট কথা পুরুষ হ'তে মহিলা। মহিলা হ'তে পুরুষের মধ্যে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে। আর এডস এর জীবাণু বিস্তারের সব চেয়ে সুবিধা জনক জায়গা মহিলা। এ জায়গা মাসিক অবস্থায় সঙ্গমের ফলে আরও বিস্তারের সুযোগ ঘটে। অনেকে মহিলাদের মাসিক ঋতুকালীন অবস্থায় সঙ্গম করাকে দোষনীয় মনে করে না। কিন্তু আক্বায়ে দোজাহান এবং পবিত্র কোরআন ইহাকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। কিছু লোক মাসিক এর ব্যাপারে নবী পাককে জিজ্ঞাসা করলে তখন পবিত্র কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয় ----

"এবং (হে হাবীব) আপনাকে (লোকেরা) জিজ্ঞাসা করছে, (হায়েজ) রজঃ স্রাবের হুকুম। আপনি বলুন, সেটা অশুচিতা; সুতরাং (তোমরা) স্ত্রীদের নিকট থেকে পৃথক থাকো রজঃ স্রাবের দিনগুলোতে এবং তাদের নিকটে যেওনা যতক্ষণ না পবিত্র হয়ে যায়। অতঃপর যখন পবিত্র হয়ে যায় তখন তাদের নিকট যাও যেখান থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আলাহ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বন কারীদেরকে।" (সুরা বাকারাহ, আয়ত ২২২)

উক্ত আয়াতের টীকায় আল্লামা সাইয়েদ মহম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু শানে নুযূল বর্ণনা করেছেন ---- আরবের লোকেরা ইহুদী ও অগ্নি পূজারীদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ন্যায় রজঃ স্রাব গ্রস্থ স্ত্রীদেরকে পূর্ণ ঘৃণা করতো। সাথে পানাহার করা, একস্থানে থাকা অপছন্দীয় ছিলো। বরং কঠোরতা এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাদের সাথে কথা বার্তা বলা ও হারাম মনে করতো। আর খৃষ্টাণগণ এর বিপরীত। রজঃ স্রাবের দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে গভীর ভালবাসা সহকারে মুশগুল হয়ে যেত এবং তাদের সাথে মিলা মিশায় অতীব অতিশয়তা অবলম্বন করতো। মুসলমানগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রজঃস্রাবের বিধান জিজ্ঞাস করলেন। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং চরম ও নরম পন্থাসমূহ পরিহারকরে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বণের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, রজঃ স্রাবের অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ। (খাজায়েনুল ইরফান)

এই দলিল হ'তে জ্ঞানীগণ চিন্তা করতে পারবেন যে ইসলামের কানুন কত উন্নত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও যুগোপযোগী। সহীহ মুসলীম শরীফের মধ্যে হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হ'তে বর্ণিত যে ইহুদীগণ যখন তাদের মহিলাগণ মাসিক এর অবস্থা আসত তখন তাদের সঙ্গে খাওয়া ওয়া থাকা থেকে দূরে থাকত। সাহাবায়ে কেরামগণ এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর নবীপাক বলেন – সহবাস ছাড়া সমস্ত কিছু তাদের সঙ্গে করো।

ডাক্তারী অভিমত ঃ- ডাক্তার হারাশ মোহন এডস এর ব্যাপারে লিখেছেন – Most cases of Aids in the industrialised world like in the us occur in homosexual or bisexual male while heteroserual promiscuty seems to be the clominart mode of infection in Africa & Asia.

অর্থাৎ আধুনিক যুগে আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এডস এর অধিক প্রকোপ লাওয়াত্বাত এবং অধিক যৌন মিলনের জন্য হয়ে থাকে। আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশও বিনা বিবাহে স্ত্রী পুরুষের মিলামেশা ও যৌন মিলন সংগঠিত হচ্ছে। ইহাতে HIV infection হচ্ছে।

Most cases of AIDS in the world occurs in homoseouals. অর্থাৎ বেশীর ভাগ এডস এর রোগী লাওয়াত্বাত কারীদের মধ্যে হ'তে হ'য়ে থাকে। উপরের আলোচনা হ'তে ইহা প্রমাণিত লাওয়াত্বাত কারীগণই মনুষ্যত্বের বিরাট দুষমন। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা লুত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই কূকর্মকারীগণকে (কর্ত ও যার সঙ্গে কূকর্ম করা হয় দু'জনকেই) হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন – যে পুরুষ কোন পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করে দু'জনকেই এ রকম পাথর মারো যাতে মারা যায়। উপর নীচে থাকা দু'জনকেই। (ইবনে মাজা, তিরমিজি)

যাকে তোমরা পাও যে একজন অন্য জনের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে তাদের হত্য করো। যে করছে এবং যার সঙ্গে দুস্কর্ম করা হচ্ছে দ'জনকেই। (আবু দাউদ)

K. Park নিজ পুস্তক Preventive & Social Medicing এ লিখেছেন – AIDS in Dirst & formost a sexually transmitted disease. Any vaginal, anal as oral sex can spread AIDS. In the bisexual men. In controst in equatorial Africa, AIDS acquired mainly through het erosexual contact ciufected man to woman, infected woman to man. এই কয়টি লাইনে তাহাই বর্ণিত হয়েছে যা ডাঃ হারাশ মোহন এর আলোচনায় এসেছে। তারপর পায়খানার রাস্তায় সহবাসের কূফল বর্ণনার পর নিচের লাইনে মহিলাদের মানিক অবস্থায় সহবাসের অনিষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে।

Anal inter course carries a higher risk of trensmissim than ragiral intercourse becouse it in more likely to injure tissuer of the receltove larterrer for all forms of sex, the risk of transmissim in greatero where there are abrasims of the skin or mucous memtrane woman is menstruating.

লাখ লাখ দরুদ ও সালাম গায়েবরে জ্ঞানে জ্ঞাত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের উপর অবতীর্ণ ইউক যিনি তাঁর অনসারীদের চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে উত্তম রাস্তা দেখিয়েছেন।

আল্লাহ আমাদের তাঁর আদর্শের নবীর ওসিলায় লাওয়াত্বাতের গুনাহ হ'তে, যৌনাচারের খারাবী হ'তে রক্ষা করুন এবং ভয়ঙ্কর রোগ এডস হ'তে মাহফুজ রাখুন। আমিন। (মাহ্ নামায়ে আশরাফিয়া, জানুয়ারী '২০০৫ হ'তে সংগৃহিত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানা অজানা

মাওলানা আলমগীর হোসাইন

১। প্রশ্ন ঃ- জমিন ও আসমান কয়দিনে তৈরী করা হয়েছে ?
উত্তরঃ- জমিন ও আসমান ছয়দিনে তৈরী করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন ঃ-জমিন আসমানের প্রথমে কি তৈরী করা হয়েছে ?
উত্তর ঃ- হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত যে প্রথমে জমিন করা হয়েছে। পরে আসমানকে কিন্তু পরে জমিনকে ঠিক করা হয়েছে।

৩। প্রশ্ন ঃ- জমিনকে (পৃথিবীকে) স্থীর রাখার জন্য কত খানা পাহাড় তৈরী করা হয়েছে।
উত্তর ঃ- হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত যে, জমিনকে তৈরীর করার পর তাকে স্থীর রাখার জন্য ১৭ খানা পাহাড় করা হয়েছে। কুহে ক্বাফ, কুহে জুদী, কুহে আবু কুবাইশ, কুহে লোবানান ও তুরে সিনিন। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে যে, ঐ পাহাড় সমুহের সংখ্যা (৪৪১) চার শত এক চল্লিশ খানা।

৪। প্রশ্ন ঃ- সমুদ্রের পানি কবে থেকে লবণক্ত হয়েছে ?
উত্তর ঃ- প্রথমে সমুদ্রের পাণি মিষ্টি ছিল। কিন্তু যে দিন থেকে কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছে। সেই দিন থেকে সমুদ্রের পাণি লবণক্ত হয়েছে।

৫। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহতাফলা আসমান হতে জমিনে (পৃথিবীতে) কতটা জিনিস বরকত ময় অবতীর্ণ করেছেন।
উত্তর ঃ- আল্লাহতায়ালা (৪) চারটি বরকত ময় জিনিষ আসমান হতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন যথা – লবণ, লোহা, আগুন ও পাণি।

৬। প্রশ্ন ঃ- পৃথিবীর উপর সর্ব প্রথম কোন পাহাড় কে তৈরী করা হয়েছে ?
উত্তর ঃ- পৃথিবীর উপর সর্ব প্রথম মক্কা মুকার্‌রামার জাবালে আবু কুবাইশ নামক পাহাড় কে তৈরী করা হয়েছে।

৭। প্রশ্ন ঃ- সর্ব প্রথম আল্লাহতায়ালা কোন জীবকে তৈরী করেছেন ?
উত্তর ঃ- সর্ব প্রথম আল্লাহতায়ালা ইয়াহমুত বা লুতীয়া নামক মাছকে সৃষ্টি করেছেন।

সংগৃহীত –
হায়রত আঙ্গিজ মালুমাত এ ইসলামী

পাঠকের কলমে

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম"

মাননীয় পরম শ্রদ্ধেয় দ্বীনের খেদমতগার জনাব মুফতী ও সম্পাদক সাহেব সমিপেষু "সুন্নি জগত"।

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহ্‌। বাদ আরজ বিগত প্রায় দুই বৎসর পূর্বের ২৫শে মাঘ হজরত শাহ কানুবাবার উরুশে মাজার শরীফের একটি কক্ষে মূল্যবান ক্ষণে আপনাদের "সুন্নি জগত পত্রিকার" আলোচনার মজলিশে সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত হতে পেরে আমি যারপর আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ একটিই বহুদনি যাবৎ আমরা সুন্নি সম্প্রদায়ের একটি মুখপাত্রের শূণ্যতা উপলব্ধি করছিলাম। যাহা আজ হতে বিশ বছর আগে আমার পীর মুর্শিদ হজরত সৈয়দ মাশরুর আহম্মদ কালিমী চিস্তীউল কাদরী রহ মাতুল্লাহি আল্লাল্লাহ ভেবে ছিলেন। শুধু তাহাই নহে তিনি নিজের এই পত্রিকার একটি প্রেসের বা ছাপাখানার কথাও চিন্তা করেছিলেন। সময় কাল হিসাবে তাঁহার স্বপ্নের সেই আরাদ্ধ কাজ মুর্শিদাবাদ তথা বীরভূমের স্বনাম ধন্য ও যোগ্য আলেমগণের প্রচেষ্টার এই "সুন্নি জগত" পত্রিকাকে আপনারা বাস্তবরূপদান করেছেন তার জন্য আল্লার অশেষ শুকরিয়া গুজারান্তে গর্ব ও আনন্দ উপভোগ করছি। এবং সেই মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাইখুল হাদিস মোঃ আবুল কাসেম সাহেব আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

দুর্ভাগ্য আমার "সুন্নি জগতের" প্রথম বছরের সংখ্যাগুলি হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। চলতি বছরের ২টি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্য ৫০ টাকা M.O. করে পাঠালাম। আগামী সংখ্যায় আমার সাথে সাথে আরও চারজন গ্রাহকের নামে পত্রিকা পাঠাবেন।

পরিশেষে এই "সুন্নি জগৎ" পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি, প্রসার, প্রচার ও দীর্ঘায়ু কামনা ও এই পত্রিকার সাথে যুক্ত সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে এখানেই আজকের মত শেষ করছি। খোদাহাফেজ। ইতি –

ডাঃ মোঃ হোসেন খান
সাং-কামালপুর
পোঃ নিমতিতা (পিন-৭৪২২২৪)
জেলা-মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামে নারীর অধিকার

মোহাঃ আকরাম আলী

প্রাক - ইসলামী যুগে নারীজাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। নারী জাতিকে হস্তান্তরযোগ্য পন্য বলে মনে করা হইত। নারীজাতির কোন স্বতন্ত্র অধিকার ছিল না। এমনকি সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ভারতবর্ষেও নারীর মর্যাদা খুব উন্নত ছিল না। বৈদিক যুগে যদিও কিছু কিছু অধিকার নারীরা ভোগ করত। তথাপি তাদেরকে পুরুষদের কৃপার উপরেই নির্ভর করতে হত। এ সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বেদবানী'তে বলেন "বৈদিক যুগে বহু যুবতীর বিবাহ হইত না, তাহারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকিত। বিকলাঙ্গ কন্যাদের বিবাহ হইত না। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে আর অধিকার থাকিত না। এই জন্য কন্যার ভ্রাতারা ভগিনীর বিবাহ দিতে চেষ্টিত থাকিত। বিধবা প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করিত। এজন্য স্বামীর ভ্রাতার নাম ইহয়াছিল 'দেবর' (দ্বিতীয় বর)। পুরুষেরা বিবাহ করিত। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ব্যভিচার নিন্দনীয় ছিল। কন্যা হরণ করিয়াও বীরগণ বিবাহ করিত। বিধবা হইলে পত্নী পতির চিতায় শয়ন করিয়া দেবরের আহ্বানে উঠিয়া আসিত ও পতির শবদাহ করিত। তারপর যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইল অবশেষে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আল-কোরআন তথা বিশ্বের মহাসংবিধান অবতীর্ণ হইল। আল-কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে নারীজাতির অধিকার ও মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। আল-কোরআন নারী জাতির অধিকারের স্বীকৃতি ঘোষণা করে বলেছে – "তারা তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ"

সুরা বাকার, আয়াত = ১৮৭

"They are your garments and you are their garments".

পুরুষ নারীর পরিপূরক এবং নারী পুরুষের পরিপূরক, নর এবং নারীর সমন্বয়েই মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ।

"Man is an adjustment to woman and woman is an adjustment to man." Man and woman combined together complete the fullness of humanity.

সৃষ্টির উষা লগ্ন থেকে শুরু করে অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে নারীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রেম দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে নারী পুরুষের জীবনে এনে দিয়েছে শান্তির বারিধারা। নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে, বাংলার বুলবুল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল তার 'সাম্যবাদ' কবিতায় লিখেছেন। "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর। অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। এবিশ্বে যতো ফুটিয়েছে ফুল, ফলিয়াছে যতো ফল নারী দিল তারে রূপ-রস মধুগন্ধ সুনির্মল, তাজমহলের পাথর দেখেছো, দেখেছো কি তার প্রাণ অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরেতে শাহজাহান।" পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালাতপ্ত রৌদ্রদাহ কামিনী এনেছে যামিনী সান্তি সমীরণ বারিবাহ। ইংরেজ কবি ড্রাইডেন বলেছেন – "Men are but children of a larger birth" - যত বয়সেরই হোক না কেন, পুরুষেরা শিশুর মত।

ফরাসী কবি লা মার্টিন বলেছেন - "There is a woman at the begining of all great things." জগতের বড় বড় কাজের মূলেই আছে নারীর প্রেরণা। কোরআন ঘোষণা করেছে, – "এবং পুরুষদের উপর তাহাদের ঠিক সেইরূপ নায্য অধিকার আছে, যেমন তাহাদের উপর পুরুষদের আছে।" সুরা বাকারা, আয়াত = ২২৮

মিসেস অ্যানি বেসান্ত ইংল্যান্ডে ফেরিয়ান সমাজতন্ত্র ও স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি আই রিশ হোমরুলের আদর্শে ভারতে হোমরুল আন্দোলন গঠন করেন এবং ১৯১৬ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। ইসলামের প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইসলামে নারীর অধিকার প্রসঙ্গে অ্যানি বেসান্ত বলেছেন – পশ্চিমীরা মুখ সিটকে ইসলামকে সবচেয়ে ঘৃণা করতো এই জন্য যে, ইসলামে নাকি শেখানো হয়েছে নারীর আত্মা নেই। এটা নিশ্চিতভাবে চরমতম মিথ্যা। নারী অথবা পুরুষ যে ভালো কাজ করবে, সে তার পুরস্কার পাবে – যে খারাপ কাজ করবে সে তার শাস্তিও পাবে। বিশ্বাসী ব্যক্তি, নারী পুরুষ যাই হোক না কেন, আল্লাহের অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে।

"Apart from this Musalman woman have been for better treated than western women by the law" – পশ্চিমী মহিলাদের চেয়ে মুসলমান মহিলারা আইনের দ্বারা অনেক ভালোভাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপ্যায়িত হন।

ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে আর্থার সেটলি বলেন, কোরআন নারীর অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে। একজান নারীর অমতে তাকে কখনই বিবাহ দেওয়া যাবে না। অবশ্য তার পিতামাতার মত ও প্রয়োজন। নারীর হাতে তার প্রাপ্য পণ তুলে দিতে হবে, কিন্তু বরকে পণ দেওয়া যাবে না। যখন সে প্রাপ্ত বয়স্ক হবে তখন সে সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করতে পারবে। সে যদি সন্তানহীনা হয় তাহলে সে স্বামীর সম্পত্তির এক চুতর্থংশ লাভ করবে, নতুবা একের আট ভাগ। একজন বিবাহ বন্ধন ছিন্না মহিলা তার সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে পারেন। কন্যার ন বছর বয়স পর্যন্ত এবং পুত্রের সাত বছর পর্যন্ত তারা মায়ের অভিভাবকত্বে থাকতে পারে। কোরআনের অনুশাসন অনুযায়ী পিতা তখন সেই মহিলাকে সাহায্য করতে বাধ্য। একজন মহিলা যদি সন্তান সম্ভবা হন তাহলে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের সাত বছর পর পর্যন্ত স্বামীর কাছে অর্থের দাবী করতে পারেন।

ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে কে, এল গবা বলেন, ইসলাম মুছে ফেলেছে বিভিন্ন সামাজিক অবিচার। ইসলামে নারী সম্পত্তির অধিকার পেয়েছে, পেয়েছে উত্তরাধিকার।

ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে পশ্চিমী লেখকদের কিছু আলোচনা তুলে ধরলাম। এবার কোরআনে নারীর অধিকার সম্বন্ধে কিছু তথ্য তুলে ধরছি। "এবং পুরুষদের উপর তাহাদের ঠিক সেইরূপ নায্য অধিকার আছে – যেমন তাহাদের উপর পুরুষদের আছে।" সুরা-বাকারা, আয়াত = ২২৮

এবং তোমাদের উপর তাহাদের স্ত্রীদের নায্য অধিকার আছে তবে পুরুষ নারী অপেক্ষা এক ধাপ উর্ধ্বে।

সুরা-বাকারা আয়াত = ২২৮

ইসলাম পূর্ব বর্বর যুগে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা নারীদের কি চোখে দেখতেন তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। সেন্ট টারটালিন এক নারী সমাবেশে ভাষণ দান করার সময় নারীদের যে ভাষায় প্রথম সম্বোধন করেছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ-

"Do you know that you are each EVC, you are the Devils gate way, you are the unscaler of that tree. You are the first disester of the Devine law....."

"জেনো রাখো, তোমরা নারীরা এক একটি ঈভ, তোমরা শয়তানের দ্বারদেশ, তোমরাই নিষিদ্ধ বৃক্ষের গোপনতা উন্মোচন করেছ (এবং মনুষ্যজাতিকে দুর্বিপাকে ভাড়িয়েছ) তোমরাই স্বর্গীয় বিধান প্রথম লংঘন করেছ।"

হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী জাতি সম্বন্ধে বলেন –

"তোমাদের প্রত্যেকেই একজন শাসনকর্তা, কাজেই আল্লাহ প্রত্যেক তাহাদের প্রভাদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। আমির রাজা দেশের শাসনকর্তা, পুরুষ তাহার বাড়ির সকলের উপর শাসনকর্তা। স্ত্রী তাহার স্বামীর গৃহের তাহার পুত্র কন্যাদের শাসনকর্মী এবং এইজন্যই তোমাদের প্রত্যেকেরই তোমাদের প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে"।

"তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের প্রতি উত্তম ব্যবহার করে।"

"কোন মুসলিম তাহার স্ত্রীকে ঘৃণা করিবেনা, সে যদি তাহার স্ত্রীর একটি দোষের জন্য অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আর একটি গুণের জন্য তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকিবে।

'তোমাদের স্ত্রীকে সদুপাদেশ দাও, ক্রীত দাসীর মত তোমার সম্ভ্রান্ত স্ত্রীকে প্রহার করি ও না।

তোমরা যখন খাইবে, তোমাদের স্ত্রীদিগকে ও খাইতে দিবে তোমরা যখন নতুন বসন - ভূষণ পরিবে, তোমাদের স্ত্রী দিগকেও পরিতে দিবে।"

একদা স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রসঙ্গ চলাকালে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কোন সম্পদ শ্রেষ্ঠ তা জানতে পারলে আমরা সেই সম্পদ অর্জন করতাম। রাসুলুল্লাহ প্রত্যুত্তরে বললেন, সেই জিহবা, যে জিহ্বা আল্লাহর স্মরণে ব্যাবৃত থাকে। সেই হৃদয় যে হৃদয় আল্লাহর দানের প্রতি কৃতজ্ঞা থাকে এবং বিশ্বস্তা সাধ্বী নারী।

একদা ইকাফ ইবনে বাসার ইয়ামিতী নামক একজন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলয়হি ওয়া সাল্লামের নিকটে উপস্থিত হলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইকাফ ঘরে কি তোমার স্ত্রী আছে ? ইকাফ উত্তর দিলেন। ইয়া রাসুলুল্লাহ আমার ঘরে স্ত্রী নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহর রহমতে তোমার ধনসম্পদ যথেষ্ট আছে, এমতাবস্থায় যখন তুমি বিবাহ করেনি, তখন তুমি শয়তানের ভাই। যদি তুমি ইহুদী বা খ্রীষ্টান হতে তবে তাদের মত সন্ন্যাসী হতে পারতে, কিন্তু আমার ধর্মে সন্ন্যাস নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

– যে পুরুষের স্ত্রী নেই, সে পুরুষ চিরনিঃস্ব। সাহাবীরা আরজা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, যদি সেই ব্যক্তি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয় ? রাসুলুল্লাহ বললেন, প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সে চিরনিঃস্ব। অতঃপর তিনি বললেন, যে নারীর স্বামী নেই সে চির কাঙালিনী। সাহাবীরা আরবা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ যদি উক্ত স্ত্রীলোক প্রচুর ধনশালিনী হয় ? রাসুলাল্লাহ বললেন, প্রভূত ধনশালিনী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত নারী চিরকাঙালিনী।

নারীর মর্যাদাকে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে আল- কোরআন। আল - কোরআন নারীকে স্নেহ মায়া মমতার ঝর্ণা ধারা বলে ঘোষণা করেছে।

নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীগণ, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীগণ, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীগণ, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারীগণ, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা নারীগণ, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীগণ, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী পুরুষ ও স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী নারীগণ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণ কারী নারীগণ – এসবের জন্য আল্লাহর ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন। (পুরা আহযাব আয়াত = ৩৫)

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ২৫ বছর, তখন তিনি ৪০ বছর বয়স্কা বিধবা খাদিজাকে বিবাহ করে, নারীর মর্যাদা ও গরিমাকে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যা চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। নারীকে এরকম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা, নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র ছাড়া অন্য কাহারও চরিত্রে পরিলক্ষিত হবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ভারতবর্ষে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা মহৎ কাজ। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ১৪শত বছর পূর্বে খাদিজা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিধবা মহিলাকে বিবাহ করে রাসুলুল্লাহ নারী জাতিকে যে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা সর্বাগ্রে অগ্রগণ্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীকে যে শুধু অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহাও নহে। যে নারী আদর্শচ্যুত তাদেরকে তিনি সমর্থন করেন নাই। তিনি জানতেন এটা নারীর উন্নতি নয় অবনতি। সমাজে যাহাতে দুর্নীতি, ব্যভিচার ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীকে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা দান করিলেও তাহাকে তাহার স্বামীর অধীন করিয়া দিয়াছেন। কোরআন ঘোষণা করেছে, – "এবং তোমাদের উপর তাহাদের স্ত্রীদের নায্য অধিকার আছে, তবে পুরুষ নারী অপেক্ষা এক ধাপ উর্ধ্বে।"

সৃষ্টির মূলে দেখিতে পাওয়া যায় দুইটি শক্তিঃ- সংরক্ষণ ও প্রতিপালন। সংরক্ষণ পুরুষের কার্য এবং প্রতিপালন হচ্ছে নারীর কার্য। সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে হইলে আগে সংরক্ষণের প্রয়োজন। এই হিসাবেই নারী পুরুষের অধীন। ইসলামের ধর্মাদর্শ নারীকে বর্জন করে নয়, নারীকে বরণ করে গার্হস্থ্য ধর্মপালন ইসলামে এবাদতের অঙ্গীভূত অংশ। জনগণের আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়ে নির্জন গিরি গুহায় বন বৃক্ষতলে একক ধর্মাচরণ তার আদর্শ নয়, অপরাধ। তার আদর্শ সমষ্টিগত।

কবি নজরুল লিখেছেন, –

"ধর্মের পথে শহিদ যাহারা আমরা সেই, সে জাতি,
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি,
নারীরে প্রথম দিয়েছি মুক্তি নর সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার
আঁধার রাতির বোরকা উতারি এনেছি আশার ভাতি
আমরা সেই সে জাতি।"

নারীর মহান মুক্তি সাধক আমরা। নারী জাতির ভুলুণ্ঠিত মর্যাদাকে আমরা পতাকার মত তুলে ধরেছি উর্ধ্বে।

ইসলামে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং পর্দার ব্যবস্থা করেছে। এ সম্পর্কে খোদায়ী নির্দেশ শুনুন।

মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নীচু রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলির হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য খুবই পবিত্র। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট তাদের কার্যাদির খবর রয়েছে।

এবং মুসলিম নারীদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নীচু রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাযত করে আর নিজেদের সাজসজ্জাকে প্রদর্শন না করে, কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাথার কাপড় যেন আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে আর আপন সাজসজ্জাকে যেন প্রদর্শন না করে। সুরা নুর, আয়াত = ৩০-৩১

হে নবী ! আপন বিবি, সাহেবযাদীগণ ও মুসলিম নারীগণকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের চাদরগুলির একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে। এটা একমাত্র অধিকতর নিকটবর্ত্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। তার আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। সুরা আহযাব, আয়াত = ৫৯

এবং মুসলমান নর ও মুসলমান নারীগণ একে, অপরের বন্ধু; সৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করে।

সুরা - আওবা, আয়াত = ৭১

একজান পুরুষের তরে দেহের প্রয়োজন পূরণের জন্য একজন নারীর প্রয়োজন অপরিহার্য। একজন নারীরও অনুরূপভাবে একজন পুরুষের সাহচর্য অপরিহার্য। নারী এবং পুরুষের মিলিত রূপই হল পরিপূর্ণ মানুষের রূপ। এই পর্যায়ে আল - কোরআন কি চমৎকারই না ঘোষণা দিয়েছে। "তারা (নারীরা) তোমাদের অঙ্গ-আবরণ এবং তোমরা তাদের অঙ্গ-আবরণ।"

ফাতেহা ইয়াজ দাহামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মুসলিম সমাজ জীবনের ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের বাতাবরণ আরবী ভাষার উপর পুরোপুরি নীর্ভরশীল বলিলে অত্যুক্তি হয়না। তাই আরবী ভাষা আয়ত্ব করা এবং তাহার অর্থ সহজভাবে উপলব্ধি করা সকল মুসলমান নরনারীর একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিয়া মনে করি। কেননা, পবিত্র "কালামপাক" এবং "হাদীসে রাসুল" আরবীভাষা ও বর্ণমালার দ্বারা লিপিবদ্ধ। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরবী বছর ও আরবী মাস সমূহকে জানাও আমাদের একান্ত জরুরী কর্তব্য। ইহার উদ্দেশ্য হইল মুসলিম সমাজের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক পর্বগুলি আরবী মাসের সঙ্গে ততো প্রোতোভাবে জড়িত।

আরবী বছরের চতুর্থ মাস রবিউস মানি। আর উক্ত মাসের এগারোই তারিখকে "ফাতিহা ইয়াজ দাহাম" বা এগারই তারিখের ফাতিহা বলা হয়। উল্লেখিত তারিখে বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঔলীকুল শিরোমনী বুর্জগানে দ্বীন হযরৎ গাওসে রব্বানী মেহেবুবে সুবহানী মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহ তালা আনহু ইহলীলা ত্যাগ করিয়া পর্দার অন্তরালে গমন করেন। তিনি আউলিয়া কেরামগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কামেল, মুত্তাকী, বুজুর্গ ও ছিলেন।

সেই মহান গাওসুল আযম তাঁহার পবিত্র আর্দশের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন আশ্চর্যও আধ্যাত্মিক শক্তির গুনাবলীতে। আশ্চর্য ইসলামিক জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ, আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, সুদক্ষ কেরামতিতে পারদর্শী ও অসাধারণ ক্ষমতার বলে তৎকালীন মুসলিম তথা অমুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মানুষের অন্তর আত্মাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। তাই ইহার ফলে সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি মানব সমাজ তাঁহার শিষ্যত্ব ও বাইয়াৎগ্রহণ করেন। তাঁহার ইসলামিক আদর্শে, ঐকান্তিক স্নেহ ভালোবাসায় ও আন্তরিক দোওয়া ও সহানুভূতিতে ধন্য হইয়া অনেকে সুখে জীবন যাপন করিয়াছিল। তাই আমরা আহলে সুন্নাতুল জামাতের মুসলিম সমাজ, তাঁহার পবিত্র মহৎ আর্দশে অনুপ্রাণিত হইয়া উক্ত দিবসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ ও পালন করি। উক্ত দিবসে তাঁহার জীবন চরিত্র পাঠ করা, মিলাদে মাহফিল করা, কালাম পাক তেলাওয়াত করা, ফাতেহা শরীফ করাও দান খয়রাত করা অশেষ পুন্যের কাজ। আসুন আমরা সকলে মিলে দিবসের গুরুত্বকে সমগ্র মুসলিম মানবাত্মার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের কলঙ্কের কালিমাকে দূরীভূত করি। সেই মহান পীরানে পীর গাওসুল আযম ও মহৎ আদর্শবান উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন সিদ্ধকামেল পুরুষকে অন্তর আত্মায় চির সঞ্চিত করিয়া পাপিষ্ঠ জীবনের কলঙ্ককে ধুইয়া মুছিয়া ধন্য করিয়া তুলি।

পাক মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে যেন উক্ত মহৎ আদর্শবান পথিকের পথ অনুসরণ করিয়া চলার তৌফিক দান করুক, ইহা কামনা করি। আমীন, সুম্মা আমীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্তমান সময়ে মাদ্রাসা মসজিদের উন্নয়ন

ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান আশরাফী

মহান পাক রাব্বুল আলামীন তাঁহার শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও মনোনীত ধর্ম "ইসলাম" কে বিশ্ব ভূমন্ডলে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুগ-যুগান্তরে বহু নাবী / রাসুল / পয়গম্বর প্ররণ – করিয়াছিলেন। আনুমানিক একলক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে তাহার চাইতেও অধিক। ঐ সমস্ত যুগোচিত নাবীগণের কাহারে দায়িত্ব ছিল নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা এলাকা, আবার কাহারো দায়িত্ব ছিল একটা নির্দিষ্ট জাতি। কিন্তু তাঁহার কেহই সঠিক ও সুনির্দিষ্ট ভাবে বিশ্বজগতে পবিত্র ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হননাই। কেবলমাত্র নাবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ছাড়া।

মহান পাক রাব্বুল আলামীনের পবিত্র ইচ্ছাশক্তিকে বাস্তব জগতে সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন নাবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই পূত-পবিত্র সত্য, শ্বাসত ও মহান ইসলাম ধর্মের আর্দিশের প্রতিফলন মানব সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগণিত আদেশ, উপদেশও নিষেধ বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা "হাদীস রাসুল" নামে পরিগণিত হইয়াছে। মহান পাক রাব্বুল আলামীনের প্রতিবিশ্বাস, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, সংযম, সাধনা, কামনা, বাসনা, প্রার্থনা, উপাসনা ও এবাদত ছাড়াও আরো অনেক অবর্ননীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর চলার নৈতিক দায়িত্ব তিনি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

নাবীয়ে পাক বর্ণিত হাদীস সমূহকে আয়ত্ব করিবার ও শিক্ষা করিবার জন্য মাদ্রাসা ও মসজিদের গুরুত্ব পূর্ণ প্রয়োজন মনে করি। নাবীয়ে পাক তাঁহার বিখ্যাত পবিত্র হাদীস সমূহে মাদ্রাসাও মসজিদের গুরুত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। যাহারা পবিত্র ইসলাম ধর্মের শারীয়তের সংবিধান সম্পর্কে অজ্ঞাতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাহাদের জন্য মাদ্রাসার দ্বারপ্রান্ত কিয়ামত পর্যন্ত উন্মিলিত। শারীয়তের বিধান অনুযায়ী মানুষ শিক্ষিত হোউক অথবা অশিক্ষিত হোউক উভয়কেই মাদ্রাসায় গমন করিয়া নূর নাবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। ইসলাম শরীয়তের আলোকে আলোকিত হইয়া কলঙ্কময় জীবনের কালিমাকে দূর করিয়া পার্থিব জীবনকে ধন্য করিতে হইবে। ইহাই করনীয় কর্তব্য।

তাই উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসাও মসজিদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পবিত্র "ইসলাম" ধর্ম অবলম্বনকারী মানবসমাজকে উন্নত বিজ্ঞানমুখর প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মাদ্রাসা মসজিদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে ইহলৌকিক জীবনকে উৎসর্গ করা। কিন্তু বর্তমানে তথা বাস্তব পরিস্থিতিতে মাদ্রাসা মাসজিদের উন্নতি না হইয়া অবনতির পথে যাইতেছে। একবিংশ শতাব্দীর আমরা প্রগতিশীল, আধুনিক মুক্তি নির্ভর, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানব সমাজ। উক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি সাধনে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই। সাধারণ মানুষ তো বটেই তদনরূপ ধর্ম বিশারদ আলেম উলামাদরে অনেকেই আপন ভূরি ভোজনের আয়জনেই ব্যস্ত এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের দিকে বীতশ্রদ্ধ। ইসলাম ধর্মপিপাসু সাবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই উচিৎ ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জীবনের মঙ্গল সাধনে আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে সক্রিয় উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা।

কিন্তু বর্তমানে চরম দুঃখের বিষয় ! সঠিক ভাবে মানুষেরা পবিত্র ধর্ম "ইসলাম"কে ও নাবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ ও অনুকরণ না করাতে উক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি সাধনে ব্যঘাত ঘটিতেছে। যদি সঠিকভাবে সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চিন্তা ভাবনা করি, তাহা হইলে উহার কারণ অবশ্যই উল্লেখ করিতে পারিব। আমাদের কম বেশী সকলেরই জ্ঞাত আছে যে, মাদ্রাসা হইল নাবীয়ে পাক এর গৃহ, সুতরাং উক্ত গৃহে প্রবেশ করিলে জ্ঞানের আলোকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এবং নূর নাবীর মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া যায়। অপর দিকে মসজিদ হইল মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি সন্তুষ্টিচিত্তে আত্মার কামনা, বাসনার ত্রুটি সম্পর্কে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া যায়। ইহাই পবিত্র ইসলাম ধর্মীয় জীবনের রূপ রেখা তথা বাতাবরণ।

নিম্নে উল্লেখিত কারণগুলির জন্যও মাদ্রাসা মসজিদের অবনতির কারণ লক্ষ্য করা যায় –

১। বর্তমান সময়ের কিছু জেনারেল নলেজ ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, যাহারা পার্থিব জীবনের শিক্ষাকেই শুধু গুরুত্ব দিতেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইলমে জ্ঞান শিক্ষাকে অবহেলা করিয়া আপন সন্তানদেরকে নামিদামি বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করাইতেছেন এবং ধর্মীয় ইসলামী শিক্ষার চরম অবলুপ্তি আনয়ন করিতেছেন। উহাদের নিকট মাদ্রাসার উন্নায়ন তথা ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব মূল্যহীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। কতিপয় সরকারী চাকুরীজীবি ও মধ্যম পুঁজিপতি সম্পন্ন ব্যক্তি, যাহারা সঞ্চিত আয়ের অর্থ ও উৎপন্ন শষ্যের অর্থ শরীয়তের সংবিধান অনুযায়ী সঠিক ও যথাযথভাবে মাদ্রাসা ও মসজিদের উন্নয়নে বিতরণ করেন না। ইহার ফলে উক্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন প্রচণ্ড বাঁধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

৩। আমরা ভারতীয় মুসলিম সমাজ, সংখ্যালঘু শ্রেণী হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বঞ্চনা তথা শোষণ যন্ত্রের স্বীকার। তাই আধুনিকতার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যুগোপোযোগী শিক্ষা আয়ত্ব করিয়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পর্বে যোগদান করা বাঞ্চনীয় কর্তব্য। আবার অপরদিকে শরীয়ত্বের শিক্ষাকে আয়ত্ব করিয়া উহার গুরুত্বকে বিশ্বজগতে প্রতিষ্ঠা করাও কর্তব্য। কিন্তু ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিজ্ঞান মুখর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে ব্যপক অর্থের প্রয়োজন।

৪। মাদ্রাসা মসজিদের উন্নয়ন তথা উচ্চ বিজ্ঞান মুখর শিক্ষার গুরুত্বকে মসতিষ্কে ধারণ করিয়া যখন কতিপয় ধর্ম চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া একটি ধর্মীয় সভার আয়োজন করেন, তখন উক্ত ধর্ম সভাতে আঞ্চলিক তথা বাইরের থেকে কিছু আলেম উলামাদের আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সময় আমন্ত্রিত আলেমগণকে দরকষাকষি করিয়া আনয়ন করিতে হয়। ইহা মাদ্রাসা মসজিদের অবনতির একটা কারণ।

৫। বহিরাগত আলেমগণকে আমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য ইহল – উক্ত ধর্মীয় সভায় যেন আবাল বৃদ্ধ বণিতা সমগ্র ইসলাম দরদী জন সাধারণের উপস্থিতিতে সভাটিকে সাফল্য মণ্ডিত করা, এবং আগত জনসাধারনের দানে প্রতিষ্ঠান – উন্নয়ন করা। কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত আলেমগণ অগ্রিম অর্থের পরিবর্তে ধর্মসভাতে অনুপস্থিতি থাকিয়া সভাটিকে ভণ্ডুল করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ইহা ইসলাম ধর্মের চরম লজ্জার বিষয়।

৬। ধর্মীয় মহতি সভাকে সর্বাঙ্গীন সার্থক করিতে এবং শরীয়ত জ্ঞানহীন মানুষকে জ্ঞাতব্য করার উদ্দেশ্যে আলেমগণকে আমন্ত্রন করা হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে অনেকে সময় অজুহাত দেখাইয়া সভাই অনুপস্থিত থাকিয়া সর্বনাশ ডাকিয়া আনেন। ইহাতে আলেম উলামাদের প্রতি সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায় এবং দান করার প্রবণতাকে ভঙ্গ করিয়া দেয়।

৭। ধর্মীয় সভা সমাপনান্তে আমন্ত্রিত আলেমগণকে বিদায় কালে উপযুক্ত সেলামী বা নজরানা না দিতে পারিলে, অনেক সময় তাঁহারা চরম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে ক্ষতি বেশী হয়।

আবার কখনো কখনো ধর্মীয় মহতি সভায় যখন ওলী, আউলিয়া বা পীর সাহেবের আগমণ ঘটানো হয়। তখন উক্ত ধর্মসভায় ব্যপক জন সমাগম লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ হইল, তাহারা কোন লোভ বা লালসার উদ্দেশ্যে আগমণ করেন না। ইসলাম ধর্মলম্বিমানব সমাজে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গীতে সঠিক ও সুক্ষমভাবে পবিত্র "দ্বীন ইসলাম"কে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে উপস্থিত হন। ইসলামের সংবিধানকে মজবুত হস্তে ধারণ করিয়া দেশ দেশান্তরে গমন করেন। তাঁহাদের যাহা কিছু নজরানা বা সেলামী দেওয়া হয়, উহা তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া খুলিয়া বা গননা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

উক্ত আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সাধারণ ও আলেম উলামা পীর অলীগণের চরিত্রে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।

নাবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহলৌকিক জীবনকে পর্দায় আড়াল করিবার পূর্বে পবিত্র মহান ধর্ম ইসলামের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব ওলী, আউলিয়া, সালেহীন এবং আলেম উলামাদের উপর অর্পন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ ভাষায় যাহদের "নায়েবে রাসুল" বলিয়া গণ্য করা হয়। পবিত্র মহান "ইসলাম" ধর্মের চাবিকাঠি তাহাদের স্মৃতিতে ও হস্তে বিরাজমান।

নাবীয়ে পাক অর্থের লোভ বা লালসায় বশীভূত হইয়া কখনো ইসলাম ধর্মের আদর্শকে মানব সমাজ-এর বুকে তথা বিশ্বজগতে প্রতিষ্ঠা বা প্রচার করেন নাই। বরং কত অসহ্য, জ্বালা, যন্ত্রনা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, সাধনা সংযম ও কষ্টের মাধ্যমে দিয়া মহান পবিত্র "ইসলাম" ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহার দৌলতে আজ আমরা অন্ধকার জাহেলিয়াৎ পরিপূণ্য পৃথিবীর বুকে আলোকের সন্ধান পাইয়াছি এবং অন্তর আত্মাকে তাঁহার আর্দশে ধৌত করিয়া ধন্য করিয়াছি।

কিন্তু বর্তমান যুগ পরিস্থিতিতে আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীর কিছু মানব সমাজ ও কিছু আলেম সমাজ, যাহারা "পূর্ণাঙ্গ মুসলমান" ও "নায়েবে রাসুল" বলিয়া পরিচয় জ্ঞাপন করি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করি না টাকা পয়সা, বাড়ী-গাড়ী এবং অর্থের লোভলালসার বশীভূত হইয়া পবিত্র মহানধর্ম ইসলামের আসল উদ্দ্যেশ্যকে জলাঞ্জলি দিতেছি। সুতরাং ইহা বর্তমান বাস্তব চলমান জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলাম ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে চরম অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও ঘৃণার পাত্র।

আমরা সাধারণ মানুষই হই বা আলেম উলামা ইহনা কেন। সকলেরই উচিৎ আপন আপন চরিত্রকে ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞানে সংশোধান করা। পবিত্র ইসলাম ধর্মের জ্ঞানভাণ্ডারকে সঠিক সুক্ষভাবে আয়ত্ব করা। মহান ধর্ম "ইসলাম" এর উজ্জ্বল আলোক শিখাকে অনভিজ্ঞ মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেওয়া। নাবীযে পাক এর মহৎ চরিত্রে চরিত্রবান হইয়া কিয়ামত অবধি ইসলাম ধর্মের আদর্শকে স্থাপন করা।

মহান রাব্বুল আলমীন যেন উক্ত মহান ধর্ম "ইসলাম" এর উজ্জ্বল পথের পথিক হইয়া চলিবার সামর্থ্য ও জ্ঞান দান করেন; ইহাই কামনা করি। আমীন সুম্মা আমীন।

উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কাহারো অন্তরে কোনরকমের আঘাত লাগিয়া থাকে। তাহা হইলে মহান বাব্বুল আলামীনের ওয়াস্তে ক্ষমা করিবেন। আমার বলিবার উদ্দেশ্যে আমাদের নিজের নিজের দোষ সংশোধন করিয়া ইসলামের জন্য অবদান রাখা।

সৌউদী বাদশাহের নিকট খোলা চিঠি

সুন্নী উলামা কাউন্সিল, (ঘুসী উত্তর প্রদেশ-ভারত)

শাহ্ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ, সৌউদী আরব

আল্লাহ তায়ালা মনুষ্য জাতীর জন্য সর্বশেষ আসমানী কানুন, নীতি, আদর্শ, পদ্ধতি, কোরআন মাজীদের জলন্ত জীবন্ত বাস্তব আকৃতিতে সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অবতীর্ণ করেন। এই আসমানী কানুন যা পৃথিবীর প্রত্যেক অংশের জন্য জীবন্ত নিদর্শন এবং মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য এক বেমেসেল আদর্শ। আপনি এবং আপনার হুকুমাত এই আসমানী কানুন মান্যকারী এবং তদানুসারে চলার দাবীদার। আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস যে খাতিমুন নাবিয়িন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জাত আল্লাহ তায়ালার পরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। কিন্তু ইসলামী দুনিয়ায় আপনার প্রচার বা তাবলিগ যে মহম্মদ আল্লাহর তরফ হ'তে এক পবিত্র মিশন (তাবলিগে ইসলাম) এর পূর্ণতা দেওয়ার জন্য পাঠান হয়েছে। তিনি নিজ মিশন পূর্ণ করে চলে গেছেন এবং আল্লাহর রাসুল একজন সাধারণ মানুষের মত ছিলেন কেবল তাঁর প্রতি ওহি অবতীর্ণ হত। (নাউজুবিল্লাহ)।

আপনি, আপনার অনুসারী আপনার হুকুমাত পবিত্র রেসালাতের অস্বীকার করে রাসুল পাকের সাহাবা, খান্দান, ওহুদ ও বদরের শহীদগণের মাজারকে ধ্বংস করে দিয়েছেন বরং নবীয়ে ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মাজার মোবারক উপর গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত আছে তাকে নাউজুবিল্লাহ "বড় বুত" ঘোষণা করে জমিনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ফাতুওয়া প্রদান করেছেন। আপনি এবং আপনার অনুসারী সকলে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাকলিদ কবুল ঘোষণা করেছেন যখন হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল পবিত্র মাসলাক রেসালাতের উপর বিশ্বাসকারী। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, আইয়েম্মায়ে ইজাম রিদওয়ানাল্লাহি তায়ালা আলাহিম আজমাইন পবিত্রতা স্বীকারকারী। যখন আব্বাসী ফেলাফতের সময় মু'তা জেলার তরফ থেকে খালকে কোরআন নিয়ে ফেৎনা জাহির হয় তখন ইমাম হাম্বাল বৎসর বৎসর পর্যন্ত কঠিন অত্যাচার সহ্য করে পবিত্র মাসলাকে রেসালাতের উপর কায়েম থাকেন। ইসলামে হাকিকি আমির এবং বাদশাহের উপর নির্ভরশীল নয়। ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে থেকে একজন পরহেজগার ন্যায়নরায়ন ব্যক্তিকে আমির নির্বাচিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইসলামে বাদশাহী কোন নিরাশী জায়েজ বলা হয় নাই।

এ অবস্থায় সৌদি আরবের বাদশাহ এবং মক্কা মাদিনার হাকিম আপনি মুসলমানদের উপর গায়ের কোরআন ও নবী পাকের ইজ্জতের হাণী কর কর্মে লিপ্ত আছেন। হজের সময় কোন মুসলমান নিজ আকিদা হানাফী মযহাবের উপর চলার অধিকার দেওয়া হয় না। আপনার এ পদ্ধতি দ্বীনকে ধ্বংসকারী দুনিয়ার মুসলমান আপনার নেতৃত্ব এবং পবিত্র রেসালাতের অস্বীকার-এর আকিদার উপর একমত নয়। দুনিয়ার মুসলমান নিজের ইবাদাত, হজ্ব, ওমরা, মদিনার জিয়ারাত হযরত ইমাম আবু হানিফা, হযরত ইমাম শাফেয়ী, হযরত ইমাম হাম্বল এবং হযরত ইমাম মালিক রিদওয়ানুল্লাহে তায়ালা আলায়হিম আজমাইন সত্যকারের ইসলামী আকায়েদ ও ফকিহ ফাতওয়া অনুসারে চলার দাবী রাখে। আপনার মুসলামানদের উপর নিজ আকায়েদ প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার নাই।

আমাদের আপনার নিকট নিবেদন এই যে আপনাকে দুনিয়ার মুসলমানদের চার ইমামগণের মযহাব অনুসারে ইবাদাত করার অধিকার দিতে হবে এবং মক্কা মোয়াজ্জেমা, মদিনা মানওয়া এবং অন্যান্য পবিত্র শহরের দায়িত্ব এরকম ব্যক্তি বা কমিটির উপর অর্পণ করুন যাতে সকলের নিজ আকিদা মোতাবেক চলার অধিকার থাকে।

(শে মাহী আমজাদিয়া, এপ্রিল, মে, জুন ২০০৫ হ'তে গৃহিত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯৮৬/৯১৭

লটারী মদ্যপান কি ভাগ্যের লিখন ?

মাওলানা ডাঃ নাসিরুদ্দিন রেজবী

কথিত আছে লটারী খেলা ভাগ্য পরীক্ষা করা। কিন্তু ভাগ্যের সুফলন কি লটারী আনতে পারে ? ভাগ্যের ফলন আল্লাহ্ পাকের অধিনে।

ভাগ্য বা তকদির কাকে বলে ?

অন্তরে সুদৃঢ় ভরসা। আজালী বিদ্যা দ্বারা প্রত্যেক ভাল (আক্বিদা) ও মন্দ ভাগ্যের ফলন আল্লাহ পাক নির্দ্ধারিত করে থাকেন। ভাগ্যে যা কিছু হ'বার ছিল আল্লাহ পাক্ স্বীয় ইল্‌ম্ মারফোতে লৌহ মাহফুজে লিপিবদ্ধ রেখেছেন। আমাদের এরূপ ধারণা করা ভুল যে, আল্লাহ্ যা ভাগ্যে লিখেছেন তা আমাদিগকে বাধ্য হয়ে করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদের জন্মের বহু পূর্ব্বেই লিখে রেখেছেন যা কিছু আমাদের দ্বারা সাধিত হবে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ পাক কাউকে ভালো-মন্দ করতে বাধ্য করেন না।

ইস্‌লামের মধ্যে ভাগ্যের প্রতি ইমান আনা অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তকদিরের প্রতি অস্বীকার করাকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম "মাজুসী" বলেছেন।

তকদীরের মসলা সাধারণ মানুষের বোধ গম্য নয়। তাই ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের গবেষণা করতে গিয়ে বহু তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যা ধ্বংশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম খলিফা হজরত আবু বাকার সিদ্দিক ও দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুমা ভাগ্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের প্রতি হুকুম যে, আমরা তকদীরের উপর ইমান দৃঢ় রাখবো। এ বিষয় নিয়ে আমরা কোন ঝগড়া করবোনা যেন আমাদের ইমান হেফাজাতে থাকে।

বর্তমানে বহু অজ্ঞ লোক বলে থাকে যে মদ পান করা তো আছলের লিখন আল্লাহ পাকের হুকুম ছাড়া গাছের একটা পাতা নড়ে না। অতএব মদ পান লাটারী বা জুয়া খেলা, এগুলি ও তোআল্লাহ পাকের হুকুম ছাড়া হয় না। তাহলে এতে আমাদের কি দোষ ?

এভাবে বহু শিক্ষিত - অশিক্ষিত মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি দোষারোপ করে ইমান হারা হয়ে যায়।

এভুল ধারণা খণ্ডনের জন্য আলেমুল গায়ের আল্লাহ পাক আলকোরানে ব্যাক্ত করেছেন, আয়াত -

"ইন্নামাল খামরো ওয়াল মাইসেরো ওয়াল আনসাবো ওয়াল আজলামো রিজসুম মিন্ আমালিয়া শায়তানে ফাজতানেবুহো লায়াল্লুকুম তুফলেহুণ।"

অর্থঃ- নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্ত্তি, লটারী, এ সবই অবৈধ শয়তানের কাজ, ঐ সব ত্যাগ কর তবেই তোমরা সাফল্য লাভ করবে।

এ আদেশ আল্লাহ পাক সমস্ত মানব কুলের জন্য জারী করেছেন। এখানে কোন জাতীকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে বলেন নি। প্রলয় না আসা পর্য্যন্ত এ আদেশ মানব কুলের প্রতি জারী থাকবে।

একদিন এক হিন্দু ব্যক্তি তার মোসলমান এক বন্ধুকে লক্ষ্য করে বললো, তোদের ধর্ম্মে কি সব আবোল তাবোল লিখেছে, মৌলবী সাহেবগণ বলেন মদ পান নিষেধ, লটারীর টিকিট কাটা হারাম। এসব মৌলবীদের ঘটে কিছু নেই। মদ হচ্ছে অমৃত সুধা। এরমত উৎকৃষ্ট পানীয় বস্তু আর কিছু নেই। এপান করলে সমস্ত দৈন দুঃখ হারিয়ে যায়।

তার বন্ধুটিও তার কথায় শায় যোগাচ্ছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম, ভাই তুমিতো "মহাভারতে'র কথা বিশ্বাস কর। আমি সেই মহাভারতের কথা বলছি।

দেবতাগণের পুরোহিত বৃহস্পতি মুনির পুত্র কচ। আর দৈত্যগণের পুরোহিত শুক্র মুনির কন্যা দেবজানী। কচ ও দেবজানীর মধ্যে ভালবাসা জন্মে।

একদিন দৈত্য রাজের রাজ কুমারীর সাথে দেবজানী নদীতে স্নান করতে যায়। রাজকুমারী হিংসার বশবর্তী হয়ে অত্যান্ত মারপিট করে অজ্ঞান অবস্থায় দেবজানীর দেহ এক গর্তে ফেলে চলে যায়।

জ্বজাতীর রাজা দেবজানীকে তুলে নিয়ে গিয়ে সুস্থতার ব্যবস্থা করেন।

অপর দিকে দৈত্যগণ কচের প্রতি হিংসায় ফেটে পড়ে। তাঁরা সুযোগ খুঁজতে থাকে কখন কচকে একাই পাবে।

কচ জংগলে গোধেনু চরাতে যেতো। একদিন কচ গোধেনু চড়াতে গেছে এমন সময় দৈত্যগণ হামলা করে। এমন কি কচকে হত্যা করে তার মাংস টুকরা টুকরা করে জংগলে ছিটিয়ে দেয়। দেবজানী কচকে বাঁচাবার সময় পিতার নিকট কাঁদাকাটী শুরু করে। কারণ শুক্র মনী সঞ্জিবনী মন্ত্র জানতো। শুক্র মুনী মেয়ের মায়ায় কচকে জীবিত করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেন।

দৈত্যগণ ভাবলো তাঁদের কামনা পূর্ণ হ'লনা। তাই তাঁরা সুযোগ বুঝে কচকে হত্যা করে তার মাংস মদের সাথে মিশিয়ে শুক্র মুনীকে খাইয়ে দেয়। এবার ও দেবজানীর অনুরোধে মন্ত্র বলে কচকে পুনরায় জীবিত করে নিজ পেট কেটে বের করেন।

তাই মূল মহাভারতে ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে।

১০০ এক শত ছাগল হত্যা করলে ১টি গো হত্যার পাপ হয়।

১০০ টি গো হত্যা করলে ১ জন নর হত্যার পাপ হয়।

১০০ জন নর হত্যা করলে ১ জন নারী হত্যার পাপ হয়।

১০০ জন নারী হত্যা করলে ১ জন ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ হয়।

১০০ জন ব্রাহ্মণ হত্যা করলে ১ জন মুনি হত্যার পাপ হয়।

শুক্র মুনীর উক্তি যে মদ পান করলো সে একজন মুনীর হত্যার পাপ করলো। আর যে মদের ঘ্রাণ নাকে নিল সে নরকে গমন করলো আল্লাহ পাক দুনিয়া সৃষ্টি করার বহু পূর্ব্বেই আল কোরান লিখে লৌহ মাহফুজে রেখে ছিলেন। কোরান মাজিদের আদেশ লটারী মদ পান হারাম। যা আগে বর্ণনা করেছি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন ঃ- হাদীস ঃ- "লা তাশরাবু খামরান ফাইন্নাহু রা'সুন কুল্লোফাহে সাতিন।" অর্থ মদ পান করিও না কেননা ইহা প্রত্যেক পাপের মাথা (নেতা)।

নাবী কারিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম মহা বৈজ্ঞানিক ও মহা ডাক্তার। যাঁর কথার প্রতিফলন বর্তমান বিজ্ঞান করছে।

মানুষ যে কোন খাবার খায় প্রথমে যথা সম্ভব চাবানোর পর গিলে নেয়, উক্ত আধ চাবানো খাবার গুলি পাকস্থলীতে পৌঁছে। পাকস্থলীতে আল্লাহ প্রদত্ত এক প্রকার রস আছে। যাকে Anatomy ডাক্তারী মতে Pancrius Juss (প্যাংক্রিয়াস জুস) বলে। জলীয় পদার্থ পেশাব থলিতে যায় এবং মল রেক্টামে পৌঁছে।

যে অংশ প্যাংক্রিয়াস জুস গ্রহণ করে তার এক অংশে রক্ত তৈরী হয় ও অন্য অংশে শুক্র তৈরী হয়। রক্ত পুনারায় লোহিত ও শ্বেত কোণিকায় বিভক্ত হয়। শুক্র মোনি ও মোজিতে বিভক্ত হয়।

মানুষ যদি মদ পান করে বা হারাম উপায়ে অর্জিত বস্তু খায় তা হতে মোনী তৈরী হয়। ঐ মোনী হতে সন্তানের জন্ম হয়। এক কথায় যে কোন খাবার যেমন ভাত, রুটি, আলু, পটল, মাছ, মাংস ইত্যাদি যাই খাবে, তা হতে শুক্রের জন্ম হয়ে পরিনয় ক্ষেত্রে মায়ের উপরে দিয়ে সন্তানের আকৃতি ধারণ করে। ভূমিষ্ট হলে নামকরণ হয়। ডাক্তারী থিয়োরিতে প্রমাণ হয় যে, মত পায়ীর সন্তানের দেহ মদের নির্জাস হতে গঠিত হয়। এক কথায় সন্তানের দেহটি হারাম বস্তুতে গঠিত হয়ে থাকে। এ দেহ পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায়, রোজা রাখতে হবে। আখেরী নাবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যাক্তি রমজানের সম্পূর্ণ রোজা রাখবে তার দেহের হারামী বস্তু (জাকাত স্বরূপ) নির্গত হয়ে যাবে এবং দেহ খানা পূত পবিত্র হবে।" হাদীস

আরও বলেছেন, মানুষের শরীরের রগে-রগে রক্ত সঞ্চালনের ন্যায়, শয়তানও মানব দেহে চলাফিরা করে।" হাদীস

মানুষ মদ পান করে নেশার বশবর্তী হয়ে শয়তানকে সুযোগ দেয়। তাই মদ্যপায়ী নেশায় বিভোর হয়ে শয়তানের প্ররোচনায় বিভিন্ন পাপের কাজ করে থাকে। যেমন কখনও বিবিকে তালাক দেয় কখনও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, মার্ডার করে ইত্যাদি মহাপাপের কাজ করে থাকে। তাছাড়া মদ্য পায়ীর শারীরিক ক্ষতি হয়ে থাকে। পাকস্থলীতে ক্যানসার, ফুসফুসে যক্ষা অর্থাৎ T.B. অসুখ হয়।

শুধু ইসলাম ধর্মে নয় প্রতিটি ধর্মের মত মদপান নিষেধ মদ পানের একটি বাস্তব ঘটনা শুনুন।

আমাদের গ্রামের একজন লোক খরার বেলা দ্বিপ্রহরে পাকা তালের তাড়ী খেয়ে টলতে-টলতে এসে এক পুকুরের ঘাটে বুমি করতে লাগলো। এ অবস্থায় বেহুঁস হয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকলো। এমন সময় একটি কালো খেঁকি কুকুর বমনের বস্তুগুলি খেতে লাগলো। আমি সমস্ত দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখছি। কুকুরটি নীচের বস্তুগুলি খাওয়ার পর তার গায়ে লেগে থাকা ও মুখের ভিতরের অংশও জিব দিয়ে চেটে বের করে খেল। অবশেষে কুকুরটি তার হা করে থাকা মুখে পেশাব করে চলে গেল। এইতো মদ পানের পরিণতি।

তাই ভবিষ্যৎ বক্তা আলাহ পাকের নাবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন মদ পান সমস্ত পাপের মাথা ও লটারী খেলা ধ্বংসের পথ।

লটারী এক প্রকার জুয়া যা হারাম। জুয়ার মত লটারীর টিকিট কিনতে কিনতে মানুষ নিস্ব হয়ে যায়। কিন্তু আশা ছাড়ে না। তার ইহকাল পরকালের ধ্বংস নিয়ে আসে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নারী ভোগের নব কৌশল

গোলাম হায়দার মুজাদ্দেদী

নারী ভোগের নব কৌশল সম্পর্কে বলার পূর্বে নারীর সকল বিষয়ের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন মনে করি। নারীর উদয়কাল, অতীতকাল এবং বর্তমানকালের অবস্থা কিরূপ। নারী পুরুষের মনের বাসনা, নারী মানব সভ্যতার আদিকথা, নারী বিশ্ব-শান্তির প্রতিষ্ঠাতা। নারী পুরুষের হৃদয়ের কামনা, আত্মার পিপাসা চক্ষুর তৃপ্তি। নারী স্রষ্টার সৃষ্টি প্রকাশের উৎস।

নারী পুরুষের জীবন সঙ্গীনী। যুগ মিলনে প্রবাহিত হয় জীবন তরণী। নারী ছাড়া পুরুষ জীবন ধূ-ধূ মরুভূমী। সংসার জীবনে নারীর মিলনে জীবন হয় মধুময় তাতেই নতুন সৃষ্টির জন্ম নেয়। নারী বড় কষ্ট করে শত যন্ত্রনা সহ্য করে মানব সন্তানকে পৃথিবীর বুকে আনয়ন করে। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা পায়।

নারী যৌবনে যেমন আনন্দের বৃষ্টি দান করে, ঠিক তেমনি করেই বৃদ্ধ বয়সেও প্রান দান করে, তার পরিচর্যা এবং সুমিষ্ট বাক্যালান। প্রকৃত সমাজ সেবিকা একমাত্র নারীই। সহ্য ও ধৈর্যশালী নারীই তার সেবা, পরিচর্যা ও ভালবাসার দ্বারা সামজকে স্থায়ীত্ব দীর্ঘায়ূ করে। নারী পুরুষের মা, দিদিমা, নানী, পিসিমা, মাসিমা, সেবিকা, নারী পুরুষের পোষাক, পুরুষের সুখ দুখের চির সঙ্গীনী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন প্রথম মানব আদম আলায়হিস সালাম কে সৃষ্টি করার পর চির শান্তিময় জান্নাতে রাখলেন। তখন তিনি এক অদ্ভূত ঘটনা লক্ষ্য করলেন। দেখলেন আদম আলায়হিস সালাম জান্নাতে একক সঙ্গীহীন অভাব বোধ করছেন। তিনি আদম আলায়হিস সালামের হাড় দিয়া তাঁর সঙ্গী মা হাওয়াকে তৈরী করেন। আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তার দ্বারা তাঁদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করালেন। এই সেই, প্রথম নর-নারী যাদের মাধ্যমে দুনিয়া আজ মানবতার ফুলে প্রস্ফুটিত।

সৃষ্টিকে বিকসিত করতে আল্লাহ পাক মানুষ, প্রাণী জগতের মধ্যেই কেবল নর-নারী সৃষ্টি করেন নাই বরং প্রাণ ও নিস্প্রাণ সমস্ত জগতের মধ্যে জোড়া জোড়া নেগেটিব পজেটিব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তায় দেখা যায় পদার্থের মৌলে ইলেক্ট্রনের জোড়া প্রোটন। তারা দু'জনে দু'জনকে প্রেম বন্ধনে আকর্ষণ করে চলেছে। সে কারণেই তারা ছুটো ছুটি করে, যুগ মিলনে হারিয়ে গিয়ে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করে। প্রত্যেকের জোড়া আছে বলেই টান আছে আকর্ষণ আছে, প্রেম আছে, ভালবাসা আছে, সৃষ্টি বিকষিত হচ্ছে। কুদরতের এ এক অদ্ভূত খেলা। এ শক্তি এ আকর্ষণ জ্ঞাণীকে পাগল করে, পাগলকে জ্ঞাণী করে, রাজাকে ভিখারী বানায় ভিখারীকে রাজা, সাধুকে শয়তান, শয়তানকে সাধু। চিন্তাশীলদের জন্য এ এক বিরাট নিদর্শন।

কিন্তু যে নারী নিজ ভালবাসা, প্রেম সেবা পরিচর্যা ও ত্যাগ দ্বারা সমাজকে পৃথিবীকে সঞ্জীবীত করে রেখেছে। সে নারী পুরুষের দ্বারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত, উৎপীড়িত হয়েছে, ভোগের বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নারীদের সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নারীদের জ্যান্ত কবর দেওয়া হতো, বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে বলি দেওয়া হতো, স্বামীর মৃত্যুতে স্বামীর সঙ্গে চিতায় জোর করে ভস্বীভূত করা হতো, পুরুষগণ যখন ইচ্ছা তাদের ব্যবহার করতো আবার পরিত্যাগ করে তাড়িয়ে দিত। তাদের কোন অধিকার ছিল না। একই পিতার ঔরুসে জন্ম নিলেও পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতো। একাধিক কন্যা সন্তান জন্ম পিতার নিকট লজ্জাকর ব্যাপার ছিল। বিভিন্ন ভাবে কন্যার পিতাকে অপমান করা হতো। পিতার সম্মুখে কন্যাকে উলঙ্গ করে ধর্ষণ করা হতো। অগণিত যন্ত্রনার শিকার হয়ে পিতা তার কন্যাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো। স্বামী তার নিজ স্ত্রীকে অর্থের বিনিময়ে অপর পুরুষের হাতে তুলে দিত। বিভিন্ন অত্যাচার হ'তে মুক্তি পেতে নারীগণকে জঙ্গলে দিন কাটাতে হতো। নারীকে শয়তানের ক্রীড়নক হিসাবে মনে করত। শুধু মনে করত না বরং তাদের মান মর্যাদাকে ছিনিয়ে নিয়ে গলাটিপে হত্যা করত। নারী ছিল সামাজিক অভিশাপ।

চতুর্দিকে যখন নারী নির্যাতনের আগুন জ্বলছিল, পৃথিবী যখন অজ্ঞান দূর্নীতির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল ঠিক সেই সময় বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত রহমতে আলম হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে শান্তির ডাক দিয়ে নির্যাতিত অত্যাচারিত মানুষ তথা নারীজাতীকে বুকে টেনে নিয়ে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বললেন –

গৃহে যার জন্মে কন্যা সন্তান
খোশ্ খবরী তার বেহেস্তের মকান।

তিনি আরও বলেন – "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত :"

pdf By Syed Mostafa Sakib

একবার সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেন – "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমরা কার সেবা করব, তিনি বলেন তোমার মার, তারপর জিজ্ঞাসা করেন তারপর কার। তিনি বলেন – তোমার মার। আবার জিজ্ঞাসা করেন তারপর কার ? তিনি বলেন – তোমার মায়ের তারপর জিজ্ঞাসা করেন তারপর কার। তিনি বলেন – তোমার পিতার। নবী পাক আরও বলেন – তোমরা তাদের পোষাক তারা তোমাদের পোষাক। এরূপ অসংখ্য শান্তির বাণী দ্বারা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলাম নারীকে যত অধিকার মর্যাদা দান করেছে অন্য কোন জাতী বা ধর্ম তা দেয় নাই। কিন্তু বিশ্ববাসী ইসলাম বিদ্বেষীগণ তাদের কতৃত্ব ও নারীভোগ লঙ্ঘিত হচ্ছে দেখে তার বিরোধিতা করে আসছে। তারা চায় কৌশলে নারী ভোগ করতে। নারীকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করতে। তারা ইসলামকে দোষারূপ করে আরও সক্রিয়ভাবে নারীকে ভোগ করার নতুন নতুন পথ অবলম্বন করে চলেছে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে নারীকে তারা মানব সন্তান উৎপাদনের মেসিন ও যৌন ক্ষুধা নিবারণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। এ মেসিন বা যন্ত্রকে তার শুধু কারখানাতেই রাখতে চাইছে না, বরং তাকে রাস্তা ঘাটে, হাটে বাজারে, বাসে ট্রামে, অফিস আদালতে, স্কুল কলেজে, বারে থিয়েটারে নাইট ক্লাবে তথা খোলা মেলা পরিবেশে যথা যখন ইচ্ছে প্রকাশ্য ব্যবহার আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু নারী কি এ প্রস্তাবে রাজী হবে ? কেন রাজী হবে না ? রাজী হলেই তো তাদের অধিকার ফিরে পাবে। পুরুষের সাথে একই সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো যাবে। অন্ধকার জগতে ডুবে থাকতে হবে না। বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নারীর সকল দূর্বলতার সুযোগের সৎব্যবহার করাইতো নবীন সভ্যতার মূল কথা।

অশ্লীলতা পশুতাকে সভ্যতার নাম দিয়া কারখানায় অফিসে বাড়িতে ভ্রমণে শয়ণে স্বপনে সর্বত্রই নারীকে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে প্রবুদ্ধ করা হচ্ছে। যে নারী সংসারের কত্রী, সন্তান পালন, পারিবারিক জীবন যার কতৃত্বে অবস্থানে মধুময় হওয়ার কথা, যার পবিত্র স্তনের দুগ্ধে, লালন পালনে সন্তানের জীবন ভবিষ্যত নির্ভর, সেই নারীকে, সেই জননীকে যত্রতত্র ব্যবহারে সহজাত প্রকৃতিজাত ব্যবস্থাপনাকে বিঘ্নিত করা হচ্ছে। শিশুকে আজ পান করতে হচ্ছে বাজার জাত বিষ, লালন পালন করা হচ্ছে এমন পুরুষ বা মহিলার নিকট যা তার নিকট বিষবত পরিত্যাহ্য। মা, পরিবার ও পরিবেশের influence সন্তানের উপর অবস্যাম্ভাবী।

এ সব চিন্তাভাবনা না করে নারী তার নৈতিক দায়িত্বকে বিসর্জন দিয়ে ঝাপ দিচ্ছে নব সভ্যতার সমুদ্রে। সেই সঙ্গে চলছে পণগ্রাফীর রমরমা। টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মাইক্রোওয়েভ সর্বত্রই এমনকি পত্র-পত্রিকাতেও উলঙ্গ নারীদের অশ্লীল চিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। নারী দেহের উলঙ্গ চিত্র ছাড়া নাকি কোন পন্য বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে না। কসমেটিক্স বা ভোগ্য পন্যের বিষয় ছাড়াও পুস্তক পুস্তিকা এমন কি শিক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপণেও উলঙ্গ নারী দেহের ছড়াছড়ি। এক কথায় শ্বয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে সর্ব সময় নারীদেহের। নারী আকর্ষণের বিস্তর ছড়াছড়ি। আসলে এ এক অভিশাপ। দিকে দিকে ধর্ষণ, ব্যাভিচার, যৌনাচার শুধুমাত্র এ কারণেই। তারই পরিনতীতে আজ এডস্, গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি দূরারোগ্য ব্যধি। ইহাই কি নারীর অধিকার ? না নারী ভোগের নব কৌশল।

আজ আবার পাশ্চাত্যের অনুকরণে শুরু হয়েছে ভারতবর্ষেও "মিস ইণ্ডিয়া" প্রতিযোগিতা যা নারীর ইজ্জত কে পদলতিত করা। আবার কিছু আধুনিক শিক্ষিত মানুষ বিভিন্ন জায়গায় সঙ্গীনী পাওয়ায় মসজিদে বিভিন্ন নামাজে রঙ্গীন সঙ্গী অভাবে আন্দোলন করতে আরম্ভ করেছেন যে নারীদেরও মসজিদে নামাজে জামায়াতে সামিল করতে হবে, তাদের পুরুষের সঙ্গী হওয়ার নায্য অধিকার দিতে হবে। তাহা আধুনিকদের কত নব নব কৌশল নারীকে সর্বত্র ভোগ করার।

আসলে জ্ঞানীগণ চিন্তাশীলগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখবেন ইসলামই ইসলামের শরীয়তই নারীদের নায্য ও প্রকৃত অধিকার ও ইজ্জত দান করেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(গল্প)

পরাজয়

নাসিমা খাতুন (রামপুরহাট)

আজ সোমবার রাবেয়াদের স্কুলে Sports day. সমস্ত খেলার শেষে Go as you like খেলা হয়। তারপর পুরস্কার বিতরণী।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছে রাবেয়া কী এমন সাজা যায়, যাতে সকল বন্ধুকে সে অবাক করে দিতে পারে। হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা প্ল্যান এল, হ্যাঁ এটা সে সাজবে। কিন্তু সাদা শাড়ি ? দাদিজান কি দেবেন ? না তিনি তো দেবেনইনা উল্টে বকুনি দেবেন, বলবেন তোওবা তোওবা এ মেয়ের আবদার দেখ এ শাড়ি তোমাদের পরতে নেই। এতো হতভাগিনীদের পোশাক।

দশম শ্রেণীর ছাত্রী রাবেয়া, মাস পাঁচেক হল বিয়ে হয়েছে। স্বামী স্কুলের শিক্ষক, তার অনুমতিতেই এখন সে বাপের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছে। প্রতি বছর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সুশ্রী চেহেরা, মাঝারী গড়ন, সরল সাদালাপী মেয়ে। সকলেই তাকে ভালোবাসে। স্কুলের দিদি মনিরাও তাকে স্নেহ করেন।

যাক সে কথা এবার আসল কথায় আসি, Run, Long Jump. High Jump ইত্যাদি খেলার শেষে এবার অনিমাদি মাইকে ঘোষণা করলেন, এবারে Go as you like খেলা হবে যে সব মেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে তারা মাঠের মধ্যে নেমে পড়। সবার চোখ মাঠের দিকে, কেউ সেজেছে ভিখারীনি, কেউ বাসন ফেরীওয়ালী, কেউ পাগলি, নানা জনে রকমারী সাজ, হঠাৎ এক অল্পবয়সী বিধবা মন্থর পায়ে এগিয়ে চলেছে স্টেজের সামনে। সমস্ত দর্শক যেন তাকেই দেখছে। কে এই মেয়েটি, সদ্যফোটা অপরাজীতার ন্যায় শুভ্র বস্ত্র মোহিনী রূপ। ছলছল নেত্রে অবনত মস্তক। সবার আগে বীনাদি বলে উঠলেন আরে এ যে রাবেয়া। তারপর সমস্ত দিদিমনিরা হাসা হাসি করে বলাবলি করতে লাগলেন, কি দুষ্টু মেয়ে দেখোতো। সধবা মেয়ে আর সে কি না কি অশুভ পোশাক পরেছে কিছুক্ষণ পর মাইকে ঘোষণা হল, বিধবা, প্রথম এবং পাগলি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। দুটি পুরস্কার হাতে নিয়ে বান্ধবী সাহিনাকে বলল, চল এই পোশাকেই বাড়ি যায়। সাহিনা আপত্তি করল না কারণ তাকে যখন চাচিমা বকবে। তখন উনার তালে তাল দিয়ে রাবেয়াকে কাঁদাবে। আর সে গোমড়া মুখ করে চোখ দিয়ে মুক্তো ঝরাবে। ঐ পোশাকে বাসে উঠল তারা, বাসে অনেকেই চেনা লোক ছিল। কয়েক মাস আগে তারা তৃপ্তি করে ভোজ খেয়ে গেছে। তারা তো রাবেয়াকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, আচ্ছা দেখোতো মেয়েটি রবিউল সাহেবের নয়। আহারে সেদিন হল মেয়েটির বিয়ে, কবে হলো এই সর্বনাশ আবার কেউ বলল কিছু একটা ঘটলে তো শুনতে পেতাম। তবে যাই হোক আমাদের রবিউল সাহেবের সঙ্গে দেখা করা উচিত। তাদের এইসব নিচু স্বরের কথাবর্তা রাবেয়াদের কানে আসছে। ভীষণ মজা পাচ্ছে ওরা দুজনে। কিন্তু তারা জানে না তাদের তামাসার পিছনে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে, শীতের দিন, গ্রামে যখন ঢুকল তারা, চারিদিক পাতলা অন্ধকার দুরের মসজিদ থেকে মাগরিবের আজান ভেসে আসছে আল্লাহু - আকবার। এই সুন্দর মধুর সুরে তাদের হৃদয় পুলকে অবিভূত। দ্রুত পদে তারা বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় দাদিজান উঠানে ওজ কর ছিলেন প্রথমে রাবেয়াকে চিনতেই পারেননি আপাদ মস্তক তাকিয়ে রইলেন। তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ইয়া আল্লাহ কি পোশাক পরেছো তুমি। তোওবা করে খুলে ফেল এই অশুভ পোশাক। রাবেয়ার মা তখন মোনাজাত করছিলেন। বেরিয়ে এসে মেয়ের পোশাক দেখে 'থ' বনে গেলেন। স্বল্প ভাষী মা শুধু একটা কথা বললেন। এটা তুমি ঠিক করো নি রাবেয়া যাও, শিঘ্র Change করে এসো। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল এবং সে নিজেই বলে উঠল ছি ছি এটা সে ঠিক করে নি। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কলিং বেজে উঠল। ছুটে গিয়ে দরজা খুলল রাবেয়া একটা ছেলে ব্যাথাতুর মুখে দাঁড়িয়ে, তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ঘরে ঢুকে বললো। আমি বিলাসপুর থেকে আসছি সিরাজ ভাই এর Accident হয়েছে। মটর সাইকেল করে স্কুলে যাবার পথেই লরির সঙ্গে সামনা সামনি ধাক্কা। হসপিটালে নিয়ে যাবার পর ঘন্টা খানেকের মধ্যে ইন্তেকাল করেন। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে রাবেয়া। এই নিষ্ঠুর কথাগুলো তার কানে আগুনের শলাকার মতো বিঁধছে। তার মনে হচ্ছে বুকের উপর কে যেন বিশাল পাথর চাপিয়ে দিল। পায়ের তল থেকে মাটি যেন সরে-সরে যাচ্ছে। তার কানে কে যেন বলছে রাবেয়া স্কুলের খেলায় তো তুমি জিতেছ, কিন্তু জীবনের খেলায় প - রা - জ - য়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবিতা

২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪

মাজরুল ইসলাম

ছাব্বিশ বারো দু'হাজার চার, রোববার
কাকভোরে সুনামি নেড়েছে ফনা
জলের জঠরে মিলেমিশে কাদা
চারদিকে স্বজনহারা সুতীব্র হাহাকার....
ফুৎকারে উড়ে যায় হালকা পালকের মতো
নির্বাক পড়ে রইল সভ্যতার মাথার খুলি মুখ থুবড়ে
নিলামের প্রিয়া কৃষ্ণার দেহান্ত।
বেওয়ারিস লাশের গনমিছিল নিরাশ্রয়
চোখ রাঙ্গাচ্ছে মহামারী
ক্ষুধাতুর ভ্রূনের পেটে অপ্রতুল আনুকূল্য।
জনপদে পায়ের চিহ্ন অথবা ভূচিত্র, যেন
চেটে খেতে চায় সুনামির লিকলিকে জিভ
তাই, আর্ত প্রার্থনা পৃথিবী জুড়ে
ধরিত্রী অনিমেষ থাকো। ....

চা খান বাবু চামুচে

রফিকুল ইসলাম

গরম চায়ের গন্ধ পেলে ঠোটে আসে জল
গৌরি হাসেন চোখের কোনে দেখে বাবুর ছল।
এই বুজি ডাক হাঁকলো জোরে
ভাঙ্গলো এবার তন্দ্রা ঘোরে;

গৌরি কহেন শোনেন দাদা
সাহেব মোদের নাম জাদা
কাজটা কঠিন মস্ত বড়ো ঘন্টা তিনেক নষ্ট;
মর্জি ভালো রাজি হলো বাবুর হবে কষ্ট।
গরম চায়ে চুমুক দিলে আমেজ পাবেন বড়বাবু
সকাল হ'তে সন্ধ্যা বেলা কাজে ভারে বড্ড কাবু।
তাই বলে কি চা খাওয়াটাও মানা
এ কথাটা নেইকো দাদার জানা।
দাদা কহেন-সন্দ কেন মিছি মিছি
আদেশ করুন কাফেতে
বুঝতে আমার দেরি হলো
চা খান বাবু চামুচে (চামচাতে)।

পাপী

মাজরুল ইসলাম

ঘুনধরা পচাগলা সমাজের
পুজো দেওয়া বাসিফুল .....
এক নতুন সংসারের প্রত্যাশয়
এ'বাড়ির সে'বাড়ির ঘুটে দেওয়ানী,
শুধু কি তাই ? আমার নাভিমূল শিকারীর প্রবেশদ্বার,
তোমার যত রকমের নির্যাতনের সামগ্রী।

আমার শরীর চেটে শান্তি পাও –
আমি দোজখের কীট। পাপী।

কোলের রুগ্ন শিশুর প্রাণ ভিক্ষায়
তোমার বিষদৃষ্টি ঠেলে দেয় –
প্রতিদিন কলকাতা, বিহার, মুম্বাই, কাশ্মীর, দুবাই।
যেতে যেতে আমি দেখলাম –
সারাজীবন বেজন্মা বীজের সেবাইত – প্রমীলারাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

গজল

পীরে তরিকত হযরত মাওলানা
মোঃ আলিমুদ্দিন মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি,
আলায়হি

মুখেরকথা নয়রে যাদু
– খোদার পথে চলা,
ছুট দিয়ে যা কান করে শুন
ডাকছেন কামলিওয়ালা।
– খোদার পথে চলা

মন চলে না দেহ চলে
লোকে তারে ভণ্ড বলে,
চলা তোমার সঠিক হলে
জ্বলবে নূরের আলা।
– খোদার পথে চলা

পীর পয়গম্বর সাধু জনে
যে পথ চলে রাতে দিনে,
চলে অতি সংগোপনে
সে পথ যে নিরালা,
– খোদার পথে চলা

মানুষ, রিপু, শয়তান, তিনজন
সে পথ হ'তে ফিরায় সর্বক্ষণ,
তাদের কাজ অতি সংগোপন
কিন্তু গলার মালা
– খোদার পথে চলা।

ওগো দয়াল কৃপাবারী
সে পথ কি চলিতে পারি
নিয়ে চল হাতে ধরি
খুলে পথের তালা।
– খোদার পথে চলা।

সৃষ্টি করে মানব জীবন
জিজ্ঞাসা করিল তখন,
আমি নয় কি খোদা বল সৃজন
উত্তর দিল কালু বালা।
– খোদার পথে চলা।

কামেল পীরের সনদ নিয়ে
দাঁড়াও পারের ঘাটে গিয়ে,
নৌকা নিয়ে আসবে বেয়ে দয়াল উম্মত ওয়ালা।
– খোদার পথে চলা।

দেহ তোমার শ্মশান সমান
পীর ধরে কর ফুলের বাগান
আসবে ওলি পাবি সন্ধান
দিল হবে উজালা।
– খোদার পথে চলা।

ঠিকানা

মাজরুল ইসলাম

দাঁড়িয়েছিলাম কোলাহলপূর্ণ রঙিন রাস্তার মোড়ে
সাদাকালো লোভী গলা নিঃস্পন্দ
নগ্ন নির্জন হাতের ছোঁয়ায়
যেতে হবে গহীন কালো অন্ধকার নীড়ে
যেখানে ঘুরব না মুম্বাই, গুজরাট,
সাত পাঁচ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না, কাউকে
বলব না পেট ভরাও, সাজতে দাও।

অপ্রিয় নির্মম হলেও – এটা শাশ্বত।

সব মিলিয়ে আমার নিখল জীবন, যেন
এক প্রবল পায়চারী শেষ।
হাহাকার নির্ঘোষ অবশ মন .....
যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে
নীর বহে বিদীর্ণ বুক জুড়ে।

অপ্রিয় নির্মম হলেও – এটাই শাশ্বত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬

সুনামী

মোঃ আব্দুল হান্নান মণ্ডল

কে বলেছে তোমায় সুনামি ?
কুনামি, দুনার্মি, বদনামি তুমি,
বিধ্বংসী বিকট রাক্ষসিনী ?

তোমার দাপটে ফাটিল পাথর,
ধ্বংস্লীলে সমুদ্রের অতল তল।
বিশ্বের আকৃতি বিকৃত করিলে ?
উত্তাল করিলে সাগর জল।

মহাসাগরে প্রলয় ঘটাইয়া,
গ্রাসিলে তুমি ভূবনচর।
শত সহস্র, প্রাণ নাসিয়ে,
রুপান্তর ঘটালে ভয়ঙ্কর।

যে ভূমি ছিল, বিরাট উচুঁ,
আনিলে সেথা গভীর জল।
চৌচির করিলে, বিশ্বভূমি,
ব্যবহার করিয়া মহাবল।

তোমার গ্রাসে গ্রাসিত হলো,
শক্ত সামর্থ পুরুষ দল।
স্ত্রী হারালো, তাহার স্বামী,
পুত্র / কন্যা হারালো পিতার দল।

ভ্রাতা ভগ্নি হইয়া হারা,
ডুবালে দুঃখের অতল তল।
বৃদ্ধ পিতা রহিল পড়িয়া,
রহিল বৃদ্ধা মাতার দল।

ধ্বংস করিলে নিষ্ঠুর প্রাণে,
তরুন তাজা যুবার দল।

দুগ্ধ পোষ্য নিষ্পাপ শিশু,
খেয়ে মরিল সাগর জল।

বিশ্ব কাঁদিল তোমার ত্রাসে
ফেলিয়া তার করুন জল।
মহাণের কৃপায়, মহৎ হয়ে।
হচ্ছে দানি, দাতার দল।

আর যেন না হয় এমন দৃশ্য,
যাতে না হয় সর্ব্বহারা।
স্রষ্টা তোমার সৃষ্টি রহস্য,
এই মহিমা বুঝবে কারা।।

৭৮৭

"শুভদিনে মনে পড়ে"

মোঃ ফারুক হোসেইন

বিশ্ব জগৎ শুনতে পেলো –
আর্বিভাবে কাল,
মনে পড়ে আজই তো সেই
বারই রবিউল আউয়াল।।
এই দিনেতে এসেছিলেন
মহান নূরের রবি।
দিনে দিনে প্রকাশ করে
হলেন বিশ্ব নবী।।
আমাদেরই মনের কথা,
আপন মনে টানি,
কেমন করে বলে গিয়েছেন,
অমর সে সব বাণী ?
হৃদয় দিয়ে জেনে নিলেন
বিশ্ব জনের মন।
জ্ঞান গরিমার হলেন তিনি
সবার আপন জন।।
বিশ্বজোড়া খ্যাতি যে তাঁর
সবার তিনি প্রিয়।
হৃদয় দিয়ে জানলে তাঁকে
হবে চীর স্মরণীয়।।

pdf By Syed Mostafa Sakib

٧٨٦

"নূর নবী হযরৎ"

মোঃ ফারুক হোসেইন

আমি যদি আরব হতাম
মদিনারই পথ।
সেই পথে মোর চলে যেতেন
নূর নবী হযরৎ।।
হাসান হোসাইন চলতো সেথা
বিশ্ব নবীর সাথে।
বিশ্বজগৎ দেখিত তাহা –
সারা দিবস রাতে।।
হযরৎ আলী আনন্দেতে
ফাতিমা যে মশগুল।
কেমন খেলা খেলিতেছে –
জান্নাতেরই ফুল।।
জান্নাতেরই বাগিচাতে –
হইয়া ফুলের তোড়া।
এই বাসনা করি কামনা
দয়াল খোদা মোরা।।

٧٨٦

"বড় পীরের শানে মানক্বাবাত"

মোঃ ফারুক হোসেইন

হে গোউস পাক মানবকে তুমি
দিয়াছ আহ্বান।
নব জাগরিত করিয়া তুমি –
করিছ পরিত্রাণ।।
যদিও মৃত্যু তোমাকে
করিয়াছে আলিঙ্গণ –
তবুও জীবিত রহিয়াছ তুমি –
দাও গো শরণ।।
লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য –
তোমারি চরণ তলে।
ভাগ্যবান হইতেছে আজি
তোমারি কৃপারবলে।।
তাই তোমারি চরণতলে –
যাচিতে শরণ।
"ফাতেহা ইয়াজ দাহাম
করিয়া অনুক্ষণ।।

٧٨٦

নবী আজ "শরতাজ"

মোঃ ফারুক হোসেইন

তোমার জন্য সন্ধ্যা সকাল
তোমার জন্য ভোর।।
তোমার জন্য শিশির মাখা
শীতের খোলা দোর।।
তোমার জন্য নীল সাদা মেঘ
তোমার জন্য ঘাস মাদুর।
তোমার জন্য খোলা উঠোন
ছড়ানো যে রোদ্দুর।।

তোমার জন্য তরু ও লতা
তোমার জন্য – পাখী।।
তোমার জন্য ফুলের বাহার –
গন্ধে মাখামাখি।।
তোমার জন্য দিবা নিশি
তোমার জন্য নাচে।
তোমার জন্য হাওয়ার বাঁশি –
বাজায় গাছে গাছে।।
তোমার জন্য সকল নদী
তোমার জন্য মাঝি।।
তোমার জন্য নায়াত ধরেছে
সকল হাজীও গাজী।।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দামানে রাসুল

মাওলানা এম, এ, হালিম কাদরী
(দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

যে দিকেই দেখি সেদিকই মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ
ঈমানেরই ঐ জান মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ
যাহাঁর মাথায় করত সদায়
মেঘেরা ছায়া – ২
সেই এতিম মাসুম জান মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ।।

মসজিদে আকসাতে দেখেন
ঐ জিবরাইল আমিন – ২
কুল আম্বিয়াদের ইমাম মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ।।

যেতে যেথা পারলো না
ফেরেস্তাদেরী সর্দার – ২
সেখানেও পৌঁছে গেলেন মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ।।

পাবে না কুল জাহানেতে
কেউ মর্ত্তবা এমন – ২
ছায়া বিহীন সেই কায়া মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ।।

পড়েন স্বয়ং আল্লাহ
যখন দরুদে পাক – ২
আরশে ওঠে ধ্বণী মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ।।

রোজ মাহশারের বিচারে
সেই কঠিন দিনেতে – ২
শাফায়াতের কান্ডারী মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ।।

রহমতে বারী পেতে যদি
চাও এম, এ, হালিম – ২
ধরে থাকতে হবে দামান মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ।।

আলা হাজরাত নায়েবে গওস পাক

এম, এ, হালিম কাদেরী

গওসে পাকের নয়ন তারা
আলা হাজরাত আহমাদ রেজা
হর আশিকের – (২) দীলেতে গাঁথা আছে আহমাদ রেজা।।

নূর নবীজির মাত্তানা
গওসুল ওয়ারার দিওয়ানা
আল্লাহ পাকের – (২) খাশ নেয়ামত হুজুর আহমাদ রেজা।।

সূন্নী মুসলমান জিন্দাবাদ
ঈমান তোমাদের জিন্দাবাদ
বাতিল হতে – (২) বাঁচিয়ে নিল ঈমাণা আহমাদ রেজা।।

মুফতি আজমের দোওয়া
সজাহিদে মিল্লাতের দয়া
পাবে সে জনা – (২) ধরেছে যে জনা দামাণ আহমাদ রেজা।।

একিন দীলে চেয়ে দেখো
নিরাশ কারেও করে না দাতা –
রাজা-বাদশা, দরবেশ-ফকির
ঝুকিয়ে দেয় সব নিজের মাথা
এম, এ, হালিম তোর – (২) কিসের ভাব না
সহায় আছেন আহমাদ রেজা।।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের কেন্দ্রীয় সভাপতির পশ্চিমবাংলা সফর

খতিবে আযম হযরত আল্লামা তাওসীফ রেজা খান কিবলা (কেন্দ্রিয় সভাপতি, অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম)। বেরেলী শরীফ উত্তর প্রদেশ গত ১৪১১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন - চৈত্র মাসে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর মূল্যবান সফর সমাপ্ত করেন এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন এলাকার ওরস শরীফে ও মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসা অনুষ্ঠানে যোগদান করে তাঁর মহামূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণের মধ্যে জ্ঞান অর্জনে সাফল্য লাভের জন্য মুসলমান ভাইদের আহ্বান জানানো অন্যতম। তাছাড়া মাসলাকে আলা হযরত সম্বন্ধে সঠিক বিশ্লেষণ এবং বাতিল মতবাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান। মাসলাক অর্থ রাস্তা, মত পথ। মাসলাকে আলা হযরত মানে নবী রাসুল, সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মোজতাহেদীন ও আওলীয়ায়ে কেরামগণের মসলাক। ইহা কোন নতুন রাস্তা নয়। ইহা আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাসলাক।

১৯, ২০ ফাল্গুন মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার সন্নিকটে পাকাদরগাহ মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসা এবং হযরত আব্দুল করীম রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ওরস মোবারকে অংশগ্রহণ করেন এবং ২ দিনই তাঁর মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। সেখান হ'তে রানীনগর থানার শেখপাড়া শহরে তাদের আয়োজিত সভায় যোগদান করেন এবং ভাষণে লোকের মন জয় করেন। শেখপাড়ার অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব বলেন জীবনে এ রকম ওয়াজ আর কখনও শুনি নাই। তারপর পমাইপুর গ্রাম সফর করেন এবং সেখানে গ্রামের সমস্ত মানুষ দাস্তে বায়াত গ্রহণ করেন। তাছাড়া বীরভূমের মাদ্রাসা গরিব নওয়াজ, নিশিন্তপুর, রামপুরহাট, ৪ঠা চৈত্র, ১৪১১ সন শুক্রবার ৫ই চৈত্র, শনিবার, মাড়গ্রাম বীরভূম, ৬ই চৈত্র রবিবার, নূরে মুজাসশাম কনফারেন্স ও ওরস মোবারক স্থান জামেয়া আশরাফিয়া রেজবীয়া মুন্সীপাড়া নলহাটী (নির্ধারিত তারিখ চৈত্র মাসের প্রথম রবিবার) প্রভৃতি জলসা ও ওরস অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ওরসে কাদেরী রেজবী

বিশ্বের বিখ্যাত খানকাহ খানকায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রেজবীয়া নুরীয়া, রেজানগর, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি.এ অনুষ্ঠিত হল লাখ লাখ লোকের সমাগমে মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত সরকারে আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে আহ্লে সুন্নাত ওয়া মুসলেমীন সাইয়েদোনা আলাহাজ শাহ আহমদ রেজা খান বেরেলবী রাদিয়াল্লাহুর পবিত্র ওরস মুবারক। গত ২৩, ২৪, ২৫শে সফর (৪, ৫ ৬ই এপ্রিল, ২০০৫) এ আজিমুশ শান ওরস পালিত হয়। এ কয়দিনে বেরেলী শরীফের সমস্ত জায়গায় লোকের সমাগমে তিল ধরণের জায়গা ফাঁকা ছিল না। এ ওরস শরীফের সবচেয়ে আকর্ষনীয় মুহূর্ত ছিল ফাতেহা শরীফের সময়। সে সময় বেরেলী শহরের দোকান পাট বন্ধ করে লোকের ঢল নামে মাহ্ফিলের দিকে। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহির সমস্ত খানদান সেই মাহফিলে যোগদান ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আল্লামা তাওকীর রেজা সাহেব জাদীদ পারশোনাল ল বোর্ড সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন পুরাতন পারশোনাল ল বোর্ড দূণীর্তিগ্রস্থ হওয়ায় সমস্ত আহ্লে সুন্নাত-এর লোকজন নিয়ে জাদীদ পারশোনাল ল বোর্ড গঠন করতে হয় যার সভাপতি আল্লামা তাওকীর রেজা সাহেব নির্বাচিত হন। তৎপর খতিবে আলা আল্লামা তাওসীফ রেজা সাহেব ঐক্যের মাজলিসে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মাসলাকে আলা হযরতের তথা ইসলামের খেদমত করার আহ্বান জানান। উক্ত ওরস মুবারকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে হাজার হাজার আলিম, মুফতী, মুফাস্সির, মুহাক্কিক ও ভক্তবৃন্দ শরীক হন। এই পবিত্র ওরস মুবারক পরিচালনা করেন নাবিরায়ে আলা হযরত সাজ্জাদানাশীন ও মুতাওয়াল্লী, খানকাহে আলীয়া রেজবীয় ও নাজিমে আলা মানজারে ইসলাম হযরত আল্লামা আলহাজ সুবহান রেজা খান সাহেব। ইলানে সওয়ার হিসাবে তিন দিন ব্যাপী পবিত্র ওরস মুবারকের সভা পরিচালনা করেন হযরত আল্লামা আলী আহমদ সিওয়ানী সাহেব। পরিশেষে স্বালাত ও সালাম ও মুনাজাত পাঠ করে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

"তাহাফ্ফুজে ইসলাম কমিটি"

ইসলামিক নীতি আদর্শ ও সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠার মানসে গঠিত হল ভগবানগোলা থানায় বাহাদুরপুর এলাকায় "তাহাফ্ফুজে ইসলাম কমিটি"। কমিটি এলাকা হ'তে অনৈতিক কর্মকাণ্ড হ'তে মুক্ত করে সুস্থ জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলামের নামে নতুন নতুন মত ও পথের যেমন অহাবী, দেওবন্দি, তাবলিগি জামায়াতের ফেৎনাবাজী হ'তে এলাকাকে মুক্ত করেছেন। আজ এলাকা হ'তে মদপান, তাড়িবাজী, ধোকা বাজী জুয়ার হাত হ'তে নিস্কৃতি পেয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাপ্রসারের জন্য আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় জ্ঞান সঞ্চয় করার জন্য তৈরী করেছেন "শিশু শিক্ষা কেন্দ্র"। ১২ই রবিউল আওয়ালে উৎসাহ ও উৎযোগের সঙ্গে স্থানীয় যুবকবৃন্দদের একত্রিত করে পালন করেন "ঈদে মিলাদুম্নবী"। এলাকায় ঈদে মিলাদুলনবী উপলক্ষে যে মৌলুস মিছিল বের হয় সকল লোককে শরবৎ পান করান। সর্বশেষে স্বালাত সালাম পাঠ করে মুনাজাত সমাপান্তে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। কমিটির উৎযোগে এলাকাতে শান্তি ও ধর্মীয় ভাবধারা বিরাজ করছে। কমিটির সভাপতি মোঃ জকিমুদ্দিন (মাষ্টার), সম্পাদক আব্দুর রহমান ও সহ-সম্পাদক মির্জা মুতাহার হোলাইন (বাবু মির্জা)। উক্ত কমিটির দীর্ঘায়ূ কামনা করি।

সুনামী

২৬শে ডিসেম্বর, ২০০৪ রবিবার ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ২৮ মি.-এর সময় ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় সমুদ্রগর্ভে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে এক বিশাল জলোচ্ছাসের সৃষ্টি হয়। ইহাই সুনামী। সুনামী জাপানী শব্দ। যার অর্থ সমুদ্রের তলদেশে সৃষ্ট ভূমিকম্পে বা অগ্নি স্ফুলুঙ্গে যে জলোচ্ছাসের সৃষ্টি তাহাই সুনামী। সুনামীর আক্রমণ ভারতবর্ষে এই প্রথম। পৃথিবী এই সুনামীর সঙ্গে পরিচিত হলেও এ ভয়ঙ্কর রূপ কখনও দর্শন করে নাই। এই সুনামীর প্রাবল্যতা এত ভয়ঙ্কর ছিল ইহার জলোচ্ছাস ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারতের আন্দামান-নিকোবর, তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী ও অন্ধের উপর দানবতার আকারে আছড়ে পড়ে। উপকূলের দিকে যত এগিয়ে আসে ততই তার উচ্চতা বাড়ে। হাজার হাজার এটোম বোমার শক্তির সমতূল্য ছিল সুনামী। ইহার নিষ্ঠুর পৈশাচিকতায় লাখ লাখ লোকের জীবন হানী ঘটে, গাছপালা, ঘরবাড়ী যানবাহন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে জনপদকে মুহূর্তে শ্মশানে পরিণত করে। কিন্তু আশ্চর্য হ'তে হয় ইন্দোনেশিয়ার এলাকাকে ধ্বংস স্তুপে পরিনত করলেও সেখানে কায়েম রয়েছে আল্লাহর ঘর মাসজিদ। আরও আশ্চর্য লাগে যে বনে জন্তু জানুয়ারের মৃত্যুদেহ পাওয়া যায় নাই। তারা অক্ষত অবস্থায় জীবিত রয়েছে। ইহা আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ।

আলুর মধ্যে নবীর পাকের পবিত্র নাম

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার সন্নিকটে আসানপাড়া গ্রামে মোসঃ মর্জিনা খাতুন নামে সতী সাধ্বী মহিলা বাস করেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন কোরআন শরীফ নিয়মিত পাঠ করেন। এবং নীর ওলিদের সম্মান ও মহব্বত করেন। ওড়াহার খানকাহ শরীফ যাতায়াতও করেন। প্রায় ৪০ দিন পূর্বে একদিন রান্না করার জন্য তরকারীর আলু কাটতে ছিলেন। হঠাৎ দেখেন একটি আলুর মধ্যে লাল অক্ষরে লিখা। আলুটিকে কয়েক বার কাটার পরও দেখা গেল প্রতি খণ্ডে লেখা। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন প্রতি খণ্ডের মধ্যেই লেখা আছে আরবী অক্ষরে "মহম্মদ" সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। যত্ন করে রেখে দেন। পাড়ার লোকজন এসে আশ্চর্য ঘটনা কয়েকদিন ধরে দর্শন করতে থাকেন। ৭ দিন পর সেই আলূ নিকটবর্তী ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় মাওলানা সাহেবদের নিকট পাঠিয়ে দেন। মাওলানা সাহেবগণ তা লক্ষ্য করে ফটোতুলে রাখেন। প্রমাণিত হয় নবী পাকের পবিত্র নাম আরশে জান্নাতে, আসমানী কেতাবে পবিত্র কোরআনে আশেকের দিলে, সৃষ্টি জগতে। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

কৃষকগণ দুর্বিপাকে

সকলেরই বন্ধু আছে, সংগঠন আছে, আন্দোলন আছে সাহায্য কারী আছে নাই কেবল গরীব কৃষকদের। তারা কি কষ্ট করেন, কিভাবে জীবন যাপন করেন তা দেখবার অবসর নাই নেতাবৃন্দের। কেবল ভোটের সময় মোখিক

দরদ দেখিয়ে শান্তনা দিয়ে চা-বিড়ি খাইয়ে মিনিকেট দিয়ে নেতা হওয়া তারপর নাই। ধান চাষ বিশেষ করে খরার আজ ১০০% হ'তে ২০% এ এসে দাঁড়িয়েছে। সেচের জন্য প্রতি লিটার ২৫টা করে কেরসিন কিনে ধান সবই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কিছুই আর বাকী থাকছে না। এ রকম পাট, গম, কফি ইত্যাদি ফসল করে দর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কৃষকদের চাষ ছাড়া কোন কর্মও নাই। সবই ভাগ্যের হাত মনে করে হা হুতাশ করছে। তাছাড়া আবার বর্ডার এলাকায় বি.এস.এফ. অত্যাচার। B.S.F. চায় টাকা রোজগার, কৃষকদের নিকট পায় না টাকা তায় এত রাগ। স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে কৃষকগণ ভোগ করছেন পরাধীনতার জ্বালা।

৭৮৬ / ৯২

একটি ধর্মীয় ভাবনা

মহঃ আমজাদ হোসাইন ও বানি জুদ্দিন

বেজপুরা গ্রামের অংশে দুই রাত্রি ব্যাপি ৭ ও ৮ই নভেঃ ২০০১ একটি মহতী ধর্মীয় জালসার আয়োজন হয়। তারই প্রেরণায় বেজপুরা, বালুপুর, পুরাতনপাড়া ও নূতনপাড়া মিলে সাহায্যহীনভাবে ১৭, ১৮ ও ১৯শে ডিসেঃ ২০০২ জালসা অনুষ্ঠীত হয়। এই সূত্র ধরে পাড়ায় মিলে ৯ ও ১০ই ফেব্রুঃ ২০০৪ মাদ্রাসা উন্নতি কল্পে সাফল্যের সাথে জালসা পরিচালিত হয়। এবারও তৃতীয় বর্ষে ২৬, ২৭ এবং ২৮শে জানুঃ ২০০৫ মহতী ধর্মীয় জালসার আয়োজন সমাপ্ত হল।

আমরা পাড়াএয় উক্ত জালসায় যে কোরান ও হাদিস শরীফের বাণী মাননীয় বক্তাগণ মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করলাম তার সারমর্ম উল্লেখিত করছি।

প্রথমতঃ জনাব হযরত আল্লামা ও মৌলানা মুফতি যুবায়ের হোসেন সাহেব সম্বন্ধে দু/একটি কথা আলোকপাত করছি। উনি উক্ত জালসাগুলিতে যেভাবে জোরালো বক্তব্য পেশ করে ইসলামধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাহা শুনে এলাকার ইসলাম দরদী জনগণ আনন্দিত। মৌঃ মুফতি যুবায়ের হোসেন সাহেব স্বামী-স্ত্রীর হক, পণ প্রথা ও ধৈয্য শীলতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তা অত্যান্ত কৃতিত্বের দাবী রাখে। ইসলাম ধর্মীয় আচার আচরণও কুসংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রত্যেকের মন জয় করে মজলিশে স্থায়িত্ব এনেছেন এর জন্য আমরা গর্বিত ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সুমধুর কণ্ঠ ও জোরালো বক্তব্য জনমনে বিশেষ স্থান করে নিতে কিঞ্চিৎ দেরী হয় নি।

মৌঃ মুফতি আবুল কাসেম সাহেব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও পৌরাণিক চিকিৎসা সম্পর্কে কোরান হাদীস থেকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাহা অত্যান্ত সাফল্যের দাবী রাখে। পূর্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা ও কোরান শরীফে উল্লেখিত শারিরীক তত্ত্বের উল্লেখ করে রোগ নিরাময় সম্বন্ধে মূল্যবান বক্তব্য প্রতিটি শ্রোতাকে আকৃষ্ট করেছে।

মৌঃ মুফতি তোফায়েল হোসেন সাহেব ও মৌঃ মুফতি লতিফুর হোসেন সাহেব "তালাক" সম্পর্কে যে মশলা ও ব্যাখ্যা জনমনে তুলে ধরেছেন তাহা অত্যান্ত সাফল্যের দাবী রাখে উক্ত জালসায় সভাপতি প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষন ও সমাপ্তি ভাষণ বিশেষ করে অগ্রিম দান সামগ্রী তোলার কৌশল বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

প্রতিটি অনুষ্ঠানের কর্ম সূচী রুপায়ণে জালসা কমিটির পদাধিকারীগণ সাফল্যের দাবী রাখে। শোক সন্তপ্ত গ্রাম, দিল্লীতে দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তিগণের আরোগ্যলাভে দোওয়া দরুদ পাঠ, শেরণী বিবরণ, প্রচার পত্র, বন্টন, মাইক প্রচার, বিভিন্ন সাজ সজ্জা, প্যাণ্ডেল প্রস্তুতি ইত্যাদি যেন খুশীর ঈদুলফেতর ও ঈদুজ্জোহার সমকক্ষ হয়েও বাড়তি কিছু আকর্ষণ দাবী করে।

প্রতিটি কর্ম সূচীতে সহযোগিতা আমাদের প্রধান অতিথি মৌঃ মুফতি মুবায়ের হোসেনের দান অপরিসীম। এছাড়া বাণিজুদ্দিন সেখ, আব্বাস মাঝি, মাঃ ইয়াকুব আলি, ওসমান আলি, রিয়াশত ও মুননী মকসুদ আলম সহ অন্যান্য আর বেজপুরা গ্রামের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ উক্ত ধর্মীয় ভাবনা সাফল্য করতে এগিয়ে আসায় আমরা পাড়াএয় আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"ঈদে মিলাদুন্ নবী"

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবার ও বাংলার ঘরে ঘরে এলাকায় এলাকায় পালিত হল ২২শে এপ্রিল শুক্রবার ঈদে মিলদুন্নাবী।" গত ৫৭০ খ্রী ১২ই রবিউল আওয়ালে আরবের মক্কা নগরে মা আমেনার কোলে বিশ্বনবী বিশ্বরবী রূপে ঠিক সোবেহ সাদেকের সময় আগমন করেন। তাঁর আগমনে দূরীভিত হয় দুনিয়ার অন্ধকার। বিশ্বশান্তির দূত বিশ্বরবি আর্বিভাবে বিশ্ব আলোকিত, হাস্যোজ্বল হয়ে উঠে। খুশীর আবেগে, বিশ্ব মেতে উঠে। এই খুশীর দিনকে বিশ্ব ঈদ হিসাবে পালন করে আসছে। তায় ইহা ঈদে মিলাদুন্নবী। বিভিন্ন এলাকায় ইহা বিভিন্নভাবে পালিত হয়েছে। মিলাদ মাহফিল, ওয়াজনসিহত, প্রতিযোগিতা, জৌলুস মিছিল, দরুদ পাঠ, নাতের মাহফিল কিয়াম মিলাদ, মিষ্টান্ন বিতরণের প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্বনবীর নীতি আদর্শ ও জীবনীকে স্মরণ করা হয়। মাসজিদ, মদ্রাসা সজ্জিত করে দিনের রোশন প্রকাশ করা হয়। বিশ্বনবীর আদর্শই চিরন্তন সর্বকালিন মুক্তির একমাত্র পথ এ জাগরণ প্রজ্জলিত হউক প্রতি মানুষের মনে প্রাণে জীবনে এ কামনায় হউক এই দিনের উৎযাপনে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিহারে মুনাজিরার সংবাদ

গত ৮, ৯, ১০ই মে '২০০৫ তারিখ উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার সন্নিকটে বিহারের কাটিয়ার জেলার মল্লিকপুর হাটে অনুষ্ঠিত হল বিরাট মুনাজিরু মাহফিল মুশতারিকা ইনতে জামিয়া মুনাজিরা কমিটি এই মুনাজেরা পরিচালনা করেন। বেরেলী সুন্নী মতের নেতৃত্বে ছিলেন মোঃ নুর সানওয়ার সুন্নী সাহেব এবং দেওবন্দী মতের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব জাবেদা আলম সাহেব।

মুনাজেরার বিষয়বস্তু ছিল – (১) রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী (আখেরী নবী) ছিলেন কিনা ? (২) রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সামান্যতম বেআদবী কারী মোমেন না কাফির ? (৩) রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ইলমে গায়েব কোরআন, হাদীস হ'তে প্রমাণিত আছে না নাই ? (৪) গুস্তাখে রাসুল কে মুসলমান মান্যকারী মুসলমান না কাফির (৫) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদেরই মত মানুষ না নুর ? (৬) তাঁর সৃষ্টি নুর হ'তে না মাটি হ'তে ? (৭) কবরে আজান (৮) কবরে ওরস করা, চাঁদর দেওয়া বা বাতি জ্বালান। (৯) ক্বিয়াম ও মিলাদ (১০) মুখতারে কুল (১১) হাজির ও নাযির (১২) চাঁদ দেখা কোরআন, হাদীসের দৃষ্টিতে (১৩) কুদরাতে বারীতায়ালা এবং ইমকানে কিযব্।

বেরেলী মতের মুনাজির হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সদরে মুনাজির মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা জিয়াউল মুস্তাফা সাহেব, মুনাজির মুফতি মাতিয়ার রহমান সাহেব ও মুফতী আব্দুস সাত্তার হাবিব হামদানী (গুজরাট), আল্লামা সাগির আহমদ বেরেলবী, মুফতী হাসান মানজারী, আল্লামা আলে মুস্তাফা সাহেব প্রভৃতি।

দেওবন্দী মতের সদরে মুনাজির মাওলানা খালিদ আবরার সাহেব, মুনাজির ছিলেন মাওলানা তাহের হোসাইন গিয়াবী ও মাওলানা মোঃ মোনজুর আলম, মাওলানা কামরুজ্জামান সাহেব প্রভৃতি। ৮/৫/০৫ তারিখে সকাল ৯ ঘটিকায় নির্দিষ্ট সময়ে দু'পক্ষের কোরআন তেলাওয়াতের

পর মুনাজিরা আরম্ভ হয়। এক এক পক্ষ ৩০ মিনিট করে তাদের আলোচনা করতে আরম্ভ করেন।

দেওবন্দী মুনাজির – সর্ব প্রথম দেওবন্দী মাওলানা তাহির হোসাইন বলেন – আজকের মুনাজিরার সর্ব প্রথম বিষয়বস্তু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আখেরী নবী কিনা ? তারপর তিনি বলেন যে কোরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে কিয়াস অনুসারে নবীপাক আখেরী নবী, নবীকে আখেরী নবী আমান্যকারী কাফের। কিন্তু নবী আখেরী হওয়ার ব্যাপারে কোরআন, হাদীস হ'তে কোন দলীল পেশা করেন নাই। তার মত পেশ করার পর জিজ্ঞাসা করেন বিরোধী সুন্নী বেরেলী পক্ষ্যকে যে আমাদের মত তিনি আখেরী নবী, তবে বিরোধী পক্ষ যতি অন্য মত পোষণ করেন তা আলাদা কথা কিন্তু যদি একমত হন তবে তফসীরে ইবনে কাসির হ'তে হাদীস নকল করে বলেন যে তফসীরে ইবনে কাসিরের হাদীসের সঙ্গে অন্যান্য কোরআন ও হাদীসের বাহ্যিক বিরোধ দেখা যাচ্ছে তার উত্তর কি হবে ?

রেরেলবী মুনাজির ঃ- মুনাজিরে আহ্‌লে সুন্নাত মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব বলেন – আমার বিরোধী পক্ষ নবীকে আখেরী নবী হিসাবে স্বীকার করলে ও কোন দলীল পেশ করেন নাই। কিন্তু আমাদের মত যে তিনি আখেরী নবী এবং তাঁর পরে কোন নতুন নবী জন্মগ্রহণ করবেন না। তারপর তিনি কোরআন, তাফসীর, হাদীস শরীফ হ'তে দলীল পাঠ করে প্রমাণ করেন যে নবী শেষ নবী। তিনি বিরোধী পক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে ইবনে কাসীর এর হাদীস যা বাহ্যিকভাবে কোরআন ও হাদীসের বিরোধ তা এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য কি ? আসলে তাদের বাহির এক রকম ভিতর অন্য রকম। মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব তারপর "তাহাজিরুন্নাস" কিতাব উঠিয়ে বলেন – এই দেখুন তাদের ভিতরের আকিদা। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যাকে তারা অবিহিত করে সেই মৌলবী কাসেম নানুতবী তার লিখিত "তাহজিরুন্নাস" কিতাবের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে – "বাল্‌কে আগার বিল ফরজ্ বায়াদে জামানে নবুবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোয়ি নবী পয়দা হো তো ফেরভি খাতমিয়াতে মহম্মদী মে কুচ্ছ ফারক না আয়েগা" অর্থাৎ যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরে কোন নবী পয়দা হয় তা হলে নবী পাকের শেষত্বে কোন প্রার্থক্য আসবে ইহাতে প্রমাণিত হয় যে – নবী পাকের পরে অন্য নবী আসা তারা আকিদা রাখে বা বিশ্বাস করে। কিন্তু চালাকি করে বলছে নবী পাক আখেরী নবী।

দেওবন্দী মুনাজির ঃ- মাওলানা তাহির হোসাইন উক্ত কিতাবের বা মতের সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ না হওয়ায় টালবাহানা শুরু করেন। মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেবকে আশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতে শুরু করেন এবং মুনাজিরা কমিটির নিকট আবেদন করেন যে মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব কোরআন, হাদীসের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিত্বের আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। ইহাতে বুঝা যায় কোরআন, হাদীসের জ্ঞান তার শেষ তায় ব্যক্তিত্বের আলোচনা করতে আরম্ভ করেছেন। কমিটির নিকট বার বার আবেদন রাখেন যে ব্যক্তিত্বের আলোচনা পরিত্যাগ করতে বলুন, কোরআন, হাদীসের আলোচনা করতে বলুন। তারপর নিজেই আলা হযরতের মালফুজাত হ'তে এ একটি শেরের ও আলা হযরতের পিতা হযরত নাকি আলি খাঁ আলায়হির রহমার কালামুল আওজাহ সূরা আলাম নাশরাহ এবারতের উদ্ধৃতি দিয়ে – উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন।

বেরেলবী মুনাজির ঃ- মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব বলেন যে বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা আরম্ভ হয়েছে তার প্রমাণে আমি কোরআন, হাদীস এর দলীল পেশ করেছি এবং মাওলানা তাহের হোসাইন গিয়ারী ও তা মৌখিক স্বীকারও করেছেন কিন্তু সেই বিষয় বস্তুর উপরই তাহের হোসাইন সাহেবরই – ভিতরের মত বা তার আকাবির কাসেম নানুতবীর মত উল্লেখ করেছি তারা আল্লাহর নবীকে আখেরী নবী স্বীকার করেন না। তারা নবী পাকের পর নবী আসা জায়েজ মনে করেন। তাদের বাহির এক ভিতর অন্য। এ কারণেই কোরআন হাদীসের আলোচনার – পরে পরেই ব্যক্তিত্বের আলোচনা এসে পড়েছে। ইহা প্রথম আলোচনারই বিষয়।

দেওবন্দী মুনাজির ঃ- মাওলানা তাহের হোসাইন সাহেব বক্তব্য আরম্ভ করে একই কথা বার বার ঘোষণা করতে থাকেন যে কোরআন হাদীসের আলোচনা হউক। তাহাজিরুন্নাস এর আলোচনা এড়িয়ে অন্য আলোচনায় আসার জন্য। মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেবের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিপদে পড়ে আলা হযরতের পিতার বই আলকালামুল আওজাহ ও শুররুল কুলুবের অপব্যাখ্যা করে মানুষ কে বিভ্রান্ত করা এবং সময় নষ্ট করতে আরম্ভ করেন। এবং তাহজিরুন্নাস এর কুফরীর বাক্যের ভূল ব্যাখ্যা করে কাসিম নানুতুবীর কুফরীর বোঝা সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেরেলী মুনাজির ঃ- মুফতি মতিয়ার, রহমান সাহেব তাহের হোসাইন এর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর কোরআন, তফসীর ও হাদীসের আলোকে আবার ও প্রমাণ করেন নবী আখেরী নবী তাঁর পরে কোন নবী পয়দা হওয়া অসম্ভব। তারপর তাহজিরুন্নাসের ইবারত পাঠ করে জনগণকে বুঝিয়েদেন যে কাসিম নানুতুবী নবী পাকের পর নবী পয়দা হওয়া জায়েজ মনে করে। সেজন্য কাসিম নানুতবী কাফের এবং যে তার ওকালতি করবে সেও কাফের।
৯/৫/০৫ তারিখ

দেওবন্দী মুনাজির ঃ- মাওলানা তাহের হোসাইন গিয়াবী দ্বিতীয় দিন ও কোন নতুন আলোচনা করেন নাই বরং পুর্ব দিনের আলোচনা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে বিভিন্ন ভাবে টালবাহানা করতে থাকেন এবং সময় নষ্ট করতে থাকেন।

বেরেলবী মুনাজির ঃ- মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব নবী আখেরী নবী হওয়ার কোরআন হাদীসের দলীল দেওয়ার পর শেফা শরীফ, মুল্লাআলী কারী ও বরাহেনে কাতিয়ার ইবারাত পাঠ করে প্রমাণ করেন যে নবীর পর কোন নবী পয়দা হওয়া জায়েজ মনে করলে সে কাফের। তা ছাড়া দেওবন্দীদের আরও কিছু কুফরীর কথা জনসম্মুখে তুলে ধরেন।

দেওবন্দী মুনাজির ঃ- মাওলানা তাহের হোসাইন সাহেব তাহজিরুন্নাসের কুফরী বাক্যকে ঢাকবার জন্য অনেক টালবাহানা শুরু করেন এবং নাসিমুর রেয়াজের ইবারাত পড়ে শুনান জনগণের ধোকা দেওয়ার জন্য এবং আবেদন রাখেন যে কাসিম নানুতবীর ফুকরীর ফাতওয়া দেওয়ার পূর্বে নাসিমুর রেওয়াজের লেখককে কুফরীর ফাতওয়া মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেবকে দিতে হবে। তাহজিরুন্নাসকে ঢাকার জন্য আবেদন রাখেন যে হাদীস শরীফের – ইবারাত অনুসারে ঈসা আলায়হিস সালাম তো নবী পাকের পরেই আসবেন। তিনি তো নবী। সুতরাং নবী পাকের পর আরও নবী আসতে পারেন।

বেরেলবী মুনাজির ঃ- মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব তাহের হোসাইন গিয়াবীর প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন এবং তার বক্তব্যের মধ্যেই বলেন ২ মিনিট সময় আমি মাওলানা তাহির হোসাইনকে দিলাম যে আপনি বলুন নবী পাকের পর কোন নবী পয়দা হলে নবীর শেষত্বে কোন প্রার্থক্য আসবে, না আসবে না এর উত্তর এক কথায় দিন ? তাহের হোসাইন সঠিক উত্তর না দিয়ে বাহানা করে বলেন নাসিমুর রেয়াজের ২৪২ পৃষ্ঠায় উত্তর কি হবে প্রশ্ন করেন। মুফতি মতিয়ার রহমান সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন যে নাসিমুর রেয়াজের কোন জায়গায় আছে যে নবীর পরে নবী আসলে নবীর শেষত্বে কোন প্রার্থক্য আসবে না, দেখান ? কিন্তু তাহের হোসাইন সাহেব তা দেখাতে অসমর্থ হন। তারপর মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব বলেন হযরত যে ঈসা আলাহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন কিন্তু তাঁর পয়দা হবে না তিনি নবী কিন্তু শেষ নবীর উম্মতের হাকিম হয়ে আসবেন।

দেওবন্দী মুনাজির ঃ- মাওলানা তাহির হোসাইন গিয়াবী মুনাজিরা বন্দ ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার বক্তব্যের জন্য শুরুতেই বলেন যে মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে নবী হওয়া অস্বীকার করেছেন। সুতরাং মুফতি মতিয়ার রহমান কাফের। এখনই স্টেজে তাকে তওবা করতে হবে, না হলে মুনাজিরা আগে বাড়তে দিব না। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে শোরগোল আরম্ভ হয় এবং বেরেলবী মুনাজিরগণ বলেন যে মুফতি মতিয়ার রহমান এ কথা বলেন নাই। তখন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্যাসেট বাজিয়ে শুনান হয় তাতে প্রমাণ হয় যে মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব বলেছেন যে তিনি নবী কিন্তু আসবেন শেষ নবীর উম্মত ও হাকিম হিসাবে। মাওলানা তাহের হোসাইন সাহেবের চালাকি ধরা পড়ে যায় এবং বিভিন্ন টালবাহানা শুরু করেন। সময় তার শেষ হয়।

বেরেলবী মুনাজির ঃ- মুফতি মতিয়ার রহমান স্টেজে উঠার পর হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেশ করেন। পুনঃরায় তাহজিরুন্নাস পাঠ করে দাবী করেন যে তোমরা কাফির, গায়ের মুসলীম। মুসলমান প্রমাণ করো।

দেওবন্দী মুনাজির ঃ- মাওলানা তাহির হোসাইন গয়াবী নিজকেও কাসিম নানুতবীকে মুসলমান প্রমাণ না করে অযাথা সময় নষ্ট করতে থাকেন এবং আলা হযরতরে মালফুজাত, তাঁর পিতার লিখিত কেতাব কালামুল আওজাহ ও শুর্রুল কুলুব ইবারতের অপব্যাখ্যা করে আলা হযরত, তাঁর পিতা ও মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেবকে কাফের প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

বেরেলবী মুনাজির ঃ- মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব মাঃ তাহের হোসাইন সাহেবের উত্তর প্রদান করতে বলেন যে তোমাকে আমাদের কে কাফের বলার অধিকার কে দিয়েছে, আল ইফাদাতুল ইয়াওমিয়া ফাতাওয়ায়ে দুরুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

উলুম দেওবন্দে তোমাদের আকাবির মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বলেছেন যে বেরেলী ওয়ালাদের পিছনে নামাজ জায়েজ, আমরা তাদের কাফের বলি না যদিও তারা আমাদের কাফের ফাতওয়া প্রদান করেছে। সুতরাং তাহের হোসাইন আমাদের কাফের বলার অধিকার কোথায় পেলে ? জবাব দাও ?

দেওবন্দী মুনাজির ঃ- মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেবের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ৩০ মিনিট বিভিন্ন টালবাহানা করে কাটিয়ে দিলেন।

বেরেলবী মুনাজির ঃ- মুফতি মতিয়ার রহমান সাহেব দীর্ঘ ৩০ মিনিট সময়ে নবী পাকের আখেরী নবী হওয়ার ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং তাঁর আকিদা ও বিশ্বাস যে নবীর পরে আর কোন নবী পয়দা হবে না। কেউ যদি নতুন নবী হওয়া জায়েজ মনে করে তবে সে কাফের। কিন্তু কাসেম নামুতবী তাহাজিরুন্নাস কিতাবে নতুন নবী আসা জায়েজ বলেছেন সুতরাং কাসেম মানুতবী কাফের এবং তার ওকালতিকারী মাওলানা তাহির হোসাইন গয়াবী কাফের এবং তাদের পথ মত মজহাব মান্যকারীগণ ও কাফের। তাদের পথ মত মজহাব ঝুটা এবং তারাও ঝুটা। সময় সমাপ্ত হয়।

কমিটির পক্ষ্য হ'তে ঘোষণা হয় আগামী কাল ১০/০/০৫ তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ দিনের মুনাজিরা আবার শুরু হবে।

ক্যাসেট করা ও ভিডিও ক্যাসেট করা বন্দ হয়ে যায়। সুন্নী মুনাজির ও সুন্নী জনগণ স্টেজ ও প্যান্ডেল হ'তে চলে আসেন। কিন্তু দেওবন্দী জনগণ দেওবন্দী মুনাজিরকে স্টেজের উপর ঘিরে ফেলে এবং চিৎকার করে বলতে থাকেন যে আজকে ২ দিন আমাদেরকে কাফেরের ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে আমাদের মুসলমান করে দিয়ে যেতে পারবেন। না হলে স্টেজ হ'তে যেতে দিব না। না হলে কলেমা পড়ে বেরেলী ওয়ালা হ'য়ে যাব। দেওবন্দী মুনাজিরগণ বলেন কাল সাবেত করেঙ্গে মুসলমান। কাল সাবেত করেঙ্গে মুসলমান। কিন্তু জনগণ না ছোড়বান্দা। এভাবে প্রায় ৪০ মিনিট চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের আশ্রয় নিয়ে স্টেজ হ'তে পলায়ন করেন।

দেওবন্দী মুনাজির ও দেওবন্দী জনগণের এ রকম অশান্তি ও হট্টগোল বিশৃঙ্খলার অবস্থা দেখে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারী করেন এবং তৃতীয় দিনের শেষ মুনাজিরাকে ভেস্তে দেয়। ইহাইও দেওবন্দীদের চরিত্র।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনি আপনার বাচ্চাকে অবশ্যই
পোলিও টীকা খাওয়ান
পোলিও টীকা গ্রহণ শরিয়তে জায়েজ

সুন্নী-জগৎ

নিম্নলিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) দারুল উলুম আলিমিয়া– পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভূম।

২) সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা – ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।

৩) দারুল উলুম আশরাফিয়া–সর্দারপাড়া, সমসপুর উঃ দিনাজপুর।

৪) ডাঃ আসাদুজ্জামান (বাচ্চু)– সমসপুর বাজার, হিমতাবাদ, উঃ দিনাজপুর।

৫) মুফতি বুক হাউস–ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৬) রেজা লাইব্রেরী–নজরুলপল্লী, নলহাটী, বীরভূম।

৭) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৮) কালিমী বুক ডিপো–সোনালী মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।

৯) ক্বারী আব্দুস সাত্তারের বিবাহ রেজিষ্ট্রি অফিস–জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ।

১০) সাঈদ বুক ডিপো–নিউ মর্কেট, কালিয়াচক, মালদা।

১১) হাফিজ লাইব্রেরী–বর্ণালীবাজার (চামড়াগুদাম) ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নী-জগৎ

" Sunni Jagat" Quarterly

No. RNI / Cal / 77 / 2004 - (W.B.) 946

Vol-2 ★ Issue No 1
May, 2005
Editor- Md. Budrul Islam Muzaddadi
P.O. Nashipur Balagachi, Via- Bhagwangola, Dist. Murshidabad (W.B)

Rs. 12.00 Only

সুন্নী-জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

- ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা–সুন্নী-জগৎ পত্রিকায় স্থান পাবে।
- লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২/-টাকা।
- বাৎসরিক সডাক ৫০/-টাকা।

টাকা পাঠানো, লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
সম্পাদক–সুন্নী-জগৎ
পোঃ নশিপুর বালাগাছি, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৬৯
দূরভাষ ঃ (০৩৪৮৩) ২৪২১৭৭

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়

নিম্নলিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) মাদ্রাসা গাওসিয়া রেজবীয়া (এম. আরবী ইউনির্ভাসিটি) গাড়ীঘাট, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ।
২) মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া (মোজওয়াজা আরবী ইউনির্ভারসিটি) সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ।
৩) মাদ্রাসায়ে আশরাফিয়া রেজবীয়া–নলহাটি, বীরভূম।
৪) মাদ্রাসায়ে ফুরক্কানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৫) মাদ্রাসায়ে এম. আর. দারুল ঈমান–নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ।

Printed, Published and Owned by Md. Badrul Islam Muzaddadi and Printed at Bul Bul Printing Press, Nashi pur-Balagachi and Published at Nashipur-Balagachi, Via-Bhagwangola, Dist. Murshidabad.
Editor : Md. Badrul Islam Muzaddadi and

pdf By Syed Mostafa Sakib